পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের
মাঝে এক অপরূপ
ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই
নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে
যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 94 Saturday, 5 March, 2025 ❋ ৩০ বর্ষ, ৯৪ সংখ্যা ❋ ২০ ফাল্গুন ১৪৩১, বুধবার, ৫ মার্চ ২০২৫ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

ঝকঝকে হবে পুর এলাকা

এবার আবর্জনা সাফাই নিয়ে বড় সিদ্ধান্ত নিলেন মমতা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৪ মার্চঃ বিধানসভা ভোটের আর মাত্র একবছর বাকি। তার আগে শহরের জঞ্জাল সাফাই নিয়ে এবার বড় নির্দেশ দিলেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এবার কেন্দ্রীয়ভাবে জঞ্জাল সাফাইয়ের নির্দেশ দিয়েছেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। সূত্রের খবর এমনটাই। কার্যত পুর এলাকায় জঞ্জাল সাফাইয়ের জন্য সরাসরি পুর ও নগরোন্নয়ন দফতরকে দায়িত্ব দিয়েছেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। আসলে রাজ্যের বিভিন্ন পুর এলাকাতেই জঞ্জাল সাফাই নিয়ে নানা অভিযোগ। বহু জায়গাতেই জঞ্জাল ঠিকঠাক করে পরিষ্কার করা হয় না। যার জেরে দূষণ ছড়ায়। সমস্যায় পড়েন সাধারণ মানুষ। পুরসভাগুলিকে সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্টের নির্দিষ্ট ব্যবস্থা রয়েছে। কিন্তু সেগুলি আদৌ কতটা কার্যকরী হয় তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। বার বার এনিয়ে সতর্ক করার পরেও পুরসভার ভূমিকা নিয়ে নানা সময়ে নানা প্রশ্ন উঠেছে। অর্থাৎ রাজ্যের পুর দফতর সরাসরি পুর এলাকায় আবর্জনা সাফাইয়ের দায়িত্ব নেবে। কোথায় আবর্জনা জমা হচ্ছে, সেই

আবর্জনা কীভাবে নিয়মিত পরিস্কার করা যায় তার সব দায়িত্ব নেবে রাজ্যের পুর ও নগর উন্নয়ন দফতর। বিভিন্ন পুর এলাকায় সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্টের ব্যবস্থা রয়েছে। কিন্তু তারপরেও রাজ্যের একাধিক পুর এলাকায় আবর্জনা সাফাইয়ের বিষয়টি যথাযথ নয়। এনিয়ে বার বার বিভিন্ন মহলের তরফে বলা হয়েছে। কিন্তু কাজের কাজ বিশেষ কিছু হয়নি। এমনকী সীমিত পরিকাঠামো দিয়ে সবটা করা সম্ভব নয়, এমন নানা অজুহাতও অতীতে শোনা গিয়েছে। তবে এবার আরও ঝা চকচকে হবে পুর এলাকায়। পুর এলাকায় সৌন্দর্যায়ন করা হবে। আবর্জনা সাফাই নিয়ে নাগরিকদের যে নানান ধরনের অভিযোগ সেটা এবার কমবে অনেকটাই। সূত্রের খবর, বারাসতের পাশাপাশি রাজ্যের একাধিক পুর এলাকায় আবর্জনা সাফাই যথাযথ হচ্ছে না বলে খবর গিয়েছিল মুখ্যমন্ত্রীর কাছে। তারপরই এই সিদ্ধান্ত। তবে অনেকের মতে, বছর ঘুরলেই বিধানসভা ভোট। তার আগে শহরাঞ্চলের ভোট নিশ্চিত করতে আগাম মাঠে নামছে তৃণমূল। তার সমস্ত ব্যবস্থাই করা হচ্ছে। মূলত একাধিক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে শহরাঞ্চলে পিছিয়ে থাকে ঘাসফুল। তবে কি এবার আবর্জনা নিয়ে আর যাতে বাসিন্দাদের মধ্যে কোনও অভিযোগ না থাকে সেকারণেই আবর্জনা পরিষ্কারের দায়িত্ব কেন্দ্রীয়ভাবে পুর ও নগর উন্নয়ন দফতরের হাতে দেওয়া হচ্ছে? তবে বাসিন্দাদের মতে, যেটাই হোক তাতে আখেরে লাভ হবে সাধারণ মানুষের। কারণ পুর এলাকায় আগের থেকে আরও সুন্দর করে আবর্জনা সাফাই হবে। যার সুফল পাবেন সাধারণ মানুষ।

‘উসকানিমূলক’ মন্তব্য বিতর্কে মিঠুনকে রক্ষাকবচ দিল হাই কোর্ট

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৪ মার্চঃ সাময়িক স্বস্তিতে বিজেপি নেতা মিঠুন চক্রবর্তী। ‘উসকানিমূলক’ মন্তব্য বিতর্কে তাঁকে রক্ষাকবচ দিল কলকাতা হাই কোর্ট। তাঁর বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করতে পারবে না পুলিশ, সাফ জানালেন বিচারপতি। গতবছরের ২৭ অক্টোবর বঙ্গসফরে এসেছিলেন অমিত শাহ। লক্ষ্য ছিল কর্মীদের নতুন করে চাঙ্গা করা। সল্টলেকের প্রেক্ষাগৃহে সেই অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন ‘মহাগুরু’ মিঠুন চক্রবর্তী। সেখানে তাঁর মুখে রীতিমতো অতীতের নকশালপন্থীদের মতো কথা শোনা গিয়েছিল। শাসকদল তৃণমূলকে বিঁধতে গিয়ে মিঠুনের মুখে শোনা গিয়েছিল, ‘‘এখানকার এক নেতা বলেছিলেন, হিন্দুদের কেটে ভাগীরথীতে ভাসিয়ে দেব। ভেবেছিলাম, মুখ্যমন্ত্রী তাঁকে কিছু বলবেন, বলেননি। কিন্তু আমি বলছি, তোমাকে তোমার মাটিতেই পুঁতে দেব।’’ সেই মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতেই বিধাননগর দক্ষিণ থানা ও বউবাজার থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়েছিল। মঙ্গলবার কলকাতা হাই কোর্টে ছিল সেই মামলার শুনানি। সেখানেই বিচারপতি শুভ্রা ঘোষ জানিয়েছেন, অভিনেতার বিরুদ্ধে কোনও কড়া পদক্ষেপ করতে পারবে না পুলিশ। উল্লেখ্য, এই প্রথম নয়। এর আগে ছবির সংলাপ বলে বিতর্কে জড়িয়েছিলেন মিঠুন চক্রবর্তী। সেবারও দায়ের হয়েছিল মামলা।

বিচারকের প্রশ্নে করতেই ট্যাংরার দে পরিবারের ছোট ভাই প্রসূনের মুখে একটাই ‘শব্দবন্ধ’

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৪ মার্চঃ ট্যাংরার দে পরিবারের ছোট ভাই প্রসূন দে। সোমবারই তাঁকে গ্রেফতার করে ট্যাংরা থানার পুলিশ। মঙ্গলবার তাঁকে শিয়ালদহ আদালতে পেশ করা হয়। এদিনের শুরুতেই আদালতে লিগ্যাল এইড এডভোকেট বলেন, ‘‘উনি (প্রসূন দে) আইনজীবী রাখতে চাইছেন না। ওকালতনামায় সই করছেন না। বলছেন চার্জশিট হলে আইনের হাত ধরে মৃত্যুর রাস্তা বেছে নিতে চায়।’’ এরপর বিচারক অভিযুক্তকে এজলাসে নিয়ে আসার নির্দেশ দেন। প্রসূন দে গিয়ে কাঠগড়ায় দাঁড়ানোর পর বিচারক প্রশ্ন করেন, আপনি আইনজীবী রাখবেন? প্রসূন ঘাড় নেড়ে বলেন, ‘না’। বিচারক তখন তাঁকে ফের প্রশ্ন

করেন, ‘‘বিনা পয়সায়, কোনও টাকা লাগবে না তাও রাখবেন না?’’ প্রসূন ফের ঘাড় নেড়ে বলেন, ‘‘না’’। বিচারক ফের তাঁকে প্রশ্ন করেন, ‘‘আপনার কিছু বলার আছে?’’ প্রসূন দৃশ্যত একই ভঙ্গিমায় বলেন, ‘‘না’’। এরপর বিচারক প্রসূনের উদ্দেশ্যে বলেন, ‘‘আপনাকে পিসি চাইছে, পিসি মানে বোঝেন তো? আপনকে জেলে পাঠানো হবে না। ওনাদের কাছে থাকতে হবে। আপনার কিছু বলার আছে এসম্বন্ধে?’’ প্রসূন আবারও ঘাড় নাড়লেন। স্ত্রী ও বৌদির হাতের শিরা ও গলা কেটে খুন করেছেন প্রসূনই। সে কথা তিনি নিজের মুখে পুলিশের কাছে স্বীকার করেছেন। দু’জন বউ আত্মহত্যার চেষ্টা করে না পারায় প্রসূন হাত কেটে দেন বলে পুলিশের কাছে জানিয়েছেন। হাত ও গলা কেটে আওয়াজ কমের জন্য বালিশ দিয়ে মুখও চাপা দিয়েছিলেন বলে জানিয়েছিলেন তাঁরা। বাড়ির মহিলাদের মেরে আত্মহত্যার জন্য বেরিয়েছিলেন তিনি, তাঁর দাদা ও নাবালক ছেলে। আপাতত নাবালক ও তাঁর বাবা অর্থাৎ প্রসূনের দাদা প্রণয় এনআরএস হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। পুলিশের তরফে আদালতে চার দিনের হেফাজত চেয়ে আবেদন জানানো হয়েছিল। আদালত দু’দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছে।

এলার্মিং! প্যারাসিটামল, প্রেসার, সুগার-সহ ৯৩টি ওষুধ গুণমান পরীক্ষায় ডাঁহা ফেল

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

গুণমানের পরীক্ষায় ডাঁহা ফেল ৯৩টি ওষুধ। তালিকায় প্যারাসিটামল, রক্তচাপ, বমিভাব কাটানোর ওষুধ। গুণমান পরীক্ষায় ফেল সাধারণ অ্যান্টিবায়োটিক, শিশুদের সিরাপ। গুণমান পরীক্ষায় ফেল পশ্চিমবঙ্গ ফার্মার লিঙ্গার ল্যাকটেটও। বাংলা-জুড়ে গোটা দেশ জুড়ে পরীক্ষা চালায় সিডিএসসিও। কেন্দ্রীয় ড্রাগ কন্ট্রোলের রিপোর্টে বিস্তর চাঞ্চল্য। ডিসেম্বর-জানুয়ারি মিলিয়ে গুণমানে উত্তীর্ণ না হওয়া ওষুধের তালিকা ১৪৪। তার মধ্যে জানুয়ারি মাসেই ফেল ৯৩টি ওষুধ। গোটা দেশ জুড়ে ওষুধের গুণমান পরীক্ষা চালায় সিডিএসসিও। সংগৃহীত নমুনার ভিত্তিতে এই রিপোর্ট পেশ করা হয়। এই ওষুধের তালিকায় রয়েছে, শিশুদের

হাঁচিকাশির সিরাপ, বহুল ব্যবহৃত অ্যান্টিবায়োটিক, ক্ষতস্থানে লাগানোর মলম, সুগার, হজমের ওষুধ। এগুলির কোনওটিই গুণমাণ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারেনি। ব্যথার ওষুধ, নিউরোপ্যাথিক ব্যথা (স্নায়ুতন্ত্রের ক্ষতি বা আঘাতের কারণে যে ব্যথা হয়) , হাইপারটেনশন, অ্যান্টিএলার্জি, অ্যান্টিবায়োটিক, পিপিআই, বমিভাব কমানোর ওষুধ, ভিটামিন, মাথা ঘোরা, অ্যান্টিফাঙ্গাল ক্রিম, কাটা ছেড়া উপশমে ব্যবহৃত মলমও এই পরীক্ষায় ডাঁহা ফেল করেছে। ডিসেম্বর ও জানুয়ারি মাস মিলিয়ে বাতিলের তালিকায় ১৪৪টি ওষুধ। গোটা দেশ জুড়ে নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে, তারপর এই রিপোর্ট। এই রিপোর্ট প্রসঙ্গে চিকিসক দীপ্তেন্দ্র সরকার বলেন, ‘‘এই প্রথম একটি রিপোর্ট স্বাস্থ্যক্ষেত্রের ভিত্তিটাকেই সম্পূর্ণ নাড়িয়ে দিল। অর্থাৎ একজন ডাক্তারবাবু যখন প্রেসক্রিপশন করেন, রোগী ওষুধ খাচ্ছেন, এই দুটো স্তরের মাঝখানে যে একটা ভীষণ তফাৎ তৈরি হচ্ছে, অর্থাৎ বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে রোগীরা গুণমান অনুতীর্ণ ওষুধগুলো খাচ্ছেন। রোগী সুস্থ হচ্ছে না, মৃত্যুর হার বাড়ছে। কিন্তু এর থেকে ভয়ঙ্কর আরও একটি বিষয়, যে অ্যান্টিবায়োটিকগুলো দেখা যাচ্ছে, সেগুলি নকল, গুণমান নিম্ন, তখন এটা আর এক রোগীকে প্রভাবিত করবে না, গোটা সমাজকে প্রভাবিত করবে। জিরো টলারেন্সে এর বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করা উচিত। তাঁদের লাইসেন্স বাজেয়াপ্ত করা উচিত। তাঁদের বিরুদ্ধে ক্রিমিন্যাল অফেন্সের কেস করা উচিত।’’

কলকাতার বুকে কি ট্রাম আর চলবে? ঝুলেই রইল ভবিষ্যৎ, মামলা গেল শীর্ষ আদালতে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৪ মার্চঃ কলকাতায় ট্রামের ভবিষ্যৎ মামলা প্রশ্নের মুখে। হাইকোর্টের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে শীর্ষ আদালতে রাজ্যের মামলার ফলে আপাতত হাইকোর্টে পিছিয়ে গেল এই মামলার শুনানি। ট্রামলাইন বুজিয়ে ফেলার কাজ অবিলম্বে বন্ধ করতে নির্দেশ দিয়েছিল কলকাতা হাইকোর্ট। প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চের নির্দেশ, ট্রামলাইন বুজিয়ে ফেলার কাজ অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে এবং সে বিষয়ে ছবি-সহ রিপোর্ট আদালতে জমা দিতে হবে রাজ্যকে। এই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করেই শীর্ষ আদালতের দারস্থ রাজ্য। আদালতের নির্দেশের পর বৈঠকের অংশ আদালতে তুলে ধরে রাজ্য। ট্রামের ক্ষেত্রে পিপিপি মডেল থাকা সম্ভব বলে জানানো হলেও এবিষয় খরচের বিষয়টি সামনে আনে রাজ্য। প্রধান বিচারপতির বক্তব্য, রাজ্য ছাড়া ট্রাম পুনরুদ্ধার করা সম্ভব নয়। ফান্ড অনুমোদন না করলে পিপিপি মডেল করা সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে পাবলিক নোটিশ জারি করে ট্রামে পিপিপি মডেল চালু করা যায় বলে পরামর্শ দেয় প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ। রাজ্য জানায়, শুধু ট্রাম নয়, বাসের ক্ষেত্রেও তারা পিপিপি মডেল চালু করতে চেয়েছিলেন। যদিও ভাড়া না বাড়ানোয় অভিজ্ঞতা ভয়ঙ্কর। প্রধান বিচারপতি ভাড়ার বিষয়ে সহমত প্রকাশ করেন। তবে কলকাতায় ট্যুরিস্ট এলাকাগুলিতে প্রাথমিকভাবে ভাড়া বাড়িয়ে দেখা যায় বলে মন্তব্য করেন প্রধান বিচারপতির। যেহেতু এই মামলা শীর্ষ আদালতে বিচারাধীন, তাই সেখানে নিষ্পত্তি না হলে এই মামলা শোনা হবে না বলে স্পষ্ট করেন তিনি।

‘এক নম্বরের ঠারকি লোক’, প্রধান শিক্ষকের গ্রেফতারির দাবিতে ফুঁসছে ছাত্রীরা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৪ মার্চঃ দমদমের স্কুলের ছাত্রীর শ্লীলতাহানির অভিযোগকে কেন্দ্র করে ধুন্ধুমার কাণ্ড। স্কুলে বিক্ষোভ অভিভাবকদের। নির্যাযিতা অষ্টম শ্রেণির ছাত্রী বলে বলে জানা যাচ্ছে। তাঁর শ্লীলতাহানির অভিযোগ উঠেছে স্কুলেরই হেডমাস্টারের বিরুদ্ধে। অভিযোগ, ৩ তারিখ স্কুলে গেলে ওই ছাত্রীর শ্লীলতাহানি করেন ওই শিক্ষক। বাড়ি ফিরে পরিবারের সদস্যদের কাছে সবটা খুলে বলে ওই ছাত্রী। তারপর থেকেই ধিকিধিকি জ্বলছিল ক্ষোভের আগুন। এদিন সকাল থেকেই স্কুলের সামনে জড়ো হতে থাকে অভিভাবকেরা। বিক্ষোভ দেখানোর পাশাপাশি স্কুলে ভাঙচুরও চালানো হয় বলে অভিযোগ। অবিলম্বে অভিযুক্তের গ্রেফতারির দাবি তুলেছেন বিক্ষুব্ধ অভিভাবকেরা। তাঁদের দাবি এই প্রথম নয়, এর আগেও এই কাণ্ড করেছেন ওই হেডমাস্টার। ইতিমধ্যেই নির্যাতিতা ছাত্রীর পরিবারের সদস্য দমদম থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে বলে জানা যাচ্ছে। ক্ষোভের সুরেই এক ছাত্রীকে বলতে শোনা যায়, ‘‘এক নম্বরের মেয়েবাজ। ঠারকি লোক ওটা।’’ এক অভিভাবক বলছেন, ‘‘অনেকদিন থেকেই এখানে মেয়েদের উপর অত্যাচার চলছে। বারবার বলেও কোনও কাজ হয়নি।’’ ক্ষোভে ফুঁসছে নিগৃহীতা ছাত্রীও। অভিযুক্তের কঠোরতম শাস্তির দাবি তুলতে তুলতেই সে বলে, ‘‘আমার বুকের জামা ধরে টেনেছে। আমার ইজ্জত নিয়ে খেলেছে। এখন বাড়িতে লুকিয়ে বসে আছে।’’ আর ঠিক সময়েই পাশে দাঁড়িয়ে আর এক ছাত্রী বল উঠল, ‘‘আমার সঙ্গেও হয়েছে। আমার শরীরে হাত দিয়েছে।’’

এবার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ‘পেন ডাউন’ কর্মসূচি, পরীক্ষা দিতে রাজি নন একাংশ পড়ুয়া

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৪ মার্চঃ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইস্যুকে কেন্দ্র করে গোটা রাজ্যজুড়ে তপ্ত রাজ্য-রাজনীতি। এর মধ্যেই এবার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের পোস্ট গ্রাজুয়েটের পরীক্ষায় পেন ডাউন কর্মসূচি পালন পড়ুয়াদের একাংশের। তাঁদের দাবি, বিশ্ববিদ্যালয়ে ভয়ের পরিবেশ তৈরি হয়েছে। সেই কারণে পরীক্ষা দিতে নারাজ পড়ুয়ারা। জানা যাচ্ছে, মঙ্গলবাল যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের পোস্ট গ্রাজুয়েটের প্রথম সেমিস্টারের প্রথম দিনের পরীক্ষা ছিল। সেখানেই ‘পেন ডাউন’ কর্মসূচি পালন করলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩০টি

বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীরা। জানা যাচ্ছে, পরীক্ষা দেননি অসংখ্য পড়ুয়া। ২৪টি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল ক্যাম্পাস এবং ৬টি সল্টলেক ক্যাম্পাসের বিভাগ। পরীক্ষা যাতে পিছিয়ে পুনরায় নয়া সূচি করা হয় তার জন্য ফেটসুর ইমেইল করা হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ামককে। সৌম্যদীপ হালদার নামে এক ছাত্র বলেন, ‘‘গত দু’দিন ক্যাম্পাসের বাইরে ক্রমাগত ঝামেলা হচ্ছে। আমরা ক্যাম্পাসে ঢোকার পরও দেখছি অনেকে আমাদের টার্গেট করে রেখেছে। আমাদের মনে হয়েছে আমরা ক্যাম্পাসে সুরক্ষিত নই। পড়াশোনা কীভাবে করব? সেই কারণে আমরা চেয়েছি পরীক্ষা পিছনো হোক। কিছু বিভাগ সাপোর্ট করেছে। এই মানসিক অবস্থায় আমাদের পরীক্ষা দেওয়া সম্ভব নয়।’’

ট্যাংরার পর কসবা, একই পরিবারের ৩ জনের দেহ উদ্ধার

ফাঁস লাগিয়ে ছেলেকে বুকে আঁকড়ে, পাশেই স্ত্রী!

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৪ মার্চঃ ট্যাংরার পর এবার কসবা। একই পরিবারের তিনজনের দেহ উদ্ধার হল। হালতুতে বাড়ির মধ্য থেকে তাঁদের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। মৃতদের নাম সোমনাথ রায় (৪০), তাঁর স্ত্রী সুমিত্রা রায় (৩৫) এবং তাঁদের বছর তিনের সন্তান রুদ্রনীল রায়। মঙ্গলবার বাড়ির দরজা ভেঙে তিনজনের দেহ উদ্ধার করে পুলিশ। কয়েকদিন আগেই ট্যাংরায় একই পরিবারের দুই গৃহবধূ ও এক নাবালিকার দেহ উদ্ধার হয়েছিল। ট্যাংরার দে পরিবার দেনায় ডুবে গিয়েছিল বলে জানা গিয়েছে। তিন বছরের ছেলেকে কোলে জড়িয়ে রেখেছে বাবা! বাবার গলায় ফাঁস, ছেলের ঘাড় পিছনের দিকে ঝুঁকে। আর ঠিক উল্টোদিকেই ঝুলছে স্ত্রী। ট্যাংরার পর হালতু! স্ত্রী ও ছেলেকে নিয়ে অটোচালকের আত্মহত্যা! আর এক্ষেত্রেও উঠে আসছে সেই আর্থিক দেনার তত্ত্বই। হালতুর বাসিন্দা সোমনাথ রায় পেশায় অটোচালক। তাঁর স্ত্রী সুমিত্রা। আর তাঁদের একমাত্র বছর তিনেকের ছেলে। মঙ্গলবার সকালে হালতুর অ্যাসবেস্টাসের চালের এক কামরার ঘর থেকে তিন জনের দেহ উদ্ধার করে পুলিশ। প্রতিবেশীরা জানাচ্ছেন, দরজা ভেঙে যখন ভিতরে ঢোকেন, তাঁরা দেখতে পান, ছেলেকে বুকে জড়িয়ে ধরে গলায় ফাঁস লাগিয়ে ঝুলছেন

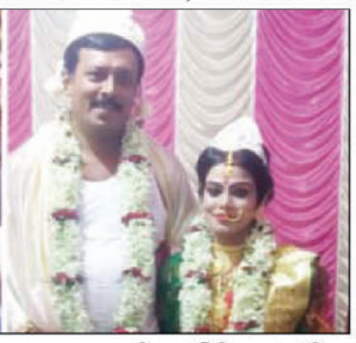

সোমনাথ। আর তাঁর পাশেই ঝুলছিলেন স্ত্রী! প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, সোমনাথ আগে তাঁর সন্তানকে খুন করেছেন, তারপর ছেলের মৃতদেহ বুকে ভালো করে কাপড় দিয়ে বেঁধে নেন। তারপর গলায় ফাঁস লাগান। পাশে পড়েছিল একটা সুইসাইড নোট, দেওয়ালেও লেখা এক বার্তা। প্রাথমিকভাবে জানা যাচ্ছে, সুইসাইড নোট আর্থিক দেনার কথাই উল্লেখ রয়েছে। দেওয়ালে লেখা বার্তাও খানিকটা সেরকমই। জানা যাচ্ছে, সোমনাথের তিন বছরের ছেলের জটিল শারীরিক রোগ ছিল। দু’বার অস্ত্রোপচারও হয়েছে তার। আর ছেলের চিকিৎসার কারণেই বাজারে ধারবাকি হয়ে গিয়েছিল সোমনাথের। প্রতিবেশীরা জানাচ্ছেন, অত্যন্ত ভদ্র-নম্র স্বভাবের সোমনাথ। এলাকায় তাঁর ভালই নামডাক ছিল। গত ২৮ ফেব্রুয়ারি এক পাওনাদার তাঁর বাড়িতে এসে হুমকি দিয়ে যান। তারপর থেকেই কিছুটা মানসিক চাপে ছিলেন সোমনাথ, জানাচ্ছেন তাঁরই পড়শিরা। আবার এদিকে, সোমনাথের মামা-মামির সঙ্গেও পারিবারিক একটি বিবাদ ছিল। যে ঘরে থাকতেন সোমনাথ, সেটি তাঁর নামে ছিল না। তাই নিয়েও একটা পারিবারিক সমস্যা ছিল। সে কারণে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য সোমনাথের মামা-মামিকেও থানায় নিয়ে গিয়েছে পুলিশ। স্থানীয় বাসিন্দারা বলছেন, ‘‘সোমনাথের নিজের অটো ছিল। ছেলেটি অসুস্থ ছিল। অস্ত্রোপচারও হয়েছিল। তার জন্য কিছু ধারদেনা হয়েছিল। হয়তো কিছুটা মানসিক চাপে ছিল। কিন্তু, কাউকে কিছু বলত না।’’ সুমিত্রার বাবা বলেন, ‘‘আমার মেয়ে-জামাই খুব ভাল ছিল। জামাই অটো চালাতেন। জায়গা নিয়ে পরিবারের অন্যদের সঙ্গে সমস্যা ছিল। গন্ডগোলও হত।’’ প্রাথমিকভাবে আর্থিক অনটনের বিষয়টিই জোরাল হয়ে উঠেছে। বাকিটা তদন্ত করে দেখছে পুলিশ। দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে।

‘এপিক’ বিতর্কে নয়া মোড়, কমিশনের বিরুদ্ধে তৃণমূলের বড় তথ্য ফাঁস

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

রাজ্যে ভুয়ো ভোটারের বিষয়টি এখন তোলপাড় সৃষ্টি করেছে। গত সপ্তাহ থেকে বাংলায় এই ইস্যুতে রাজনীতি সরগরম। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে তৃণমূল কংগ্রেস বিজেপির বিরুদ্ধে একের পর এক অভিযোগ তুলে জানিয়েছে, একই এপিক নম্বরে দুটি রাজ্যে ভোটারের নাম থাকার বিষয়টি সন্দেহজনক। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই ইস্যু নিয়ে নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে তৃণমূলের মহাসমাবেশ থেকে একাধিক তথ্য তুলে ধরেন এবং বিজেপির বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন। তার অভিযোগ, এমন ভুয়ো ভোটারদের উপস্থিতি রাজ্যের নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় বিভ্রান্তি তৈরি করতে পারে। এদিকে, এই বিতর্কের মাঝে নির্বাচন কমিশন একটি বিবৃতি প্রকাশ করে জানিয়েছে যে, একই এপিক নম্বরে দুই রাজ্যে ভোটার থাকা মানেই তা ভুয়ো নয়। কমিশনের যুক্তি, এপিক বা ভোটার আইডি কার্ড তৈরি করার প্রক্রিয়ায় বিকেন্দ্রীকৃত এবং ম্যানুয়াল পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়, যার ফলে অনেক সময় একে অপরের সঙ্গে মেলানো তথ্য তৈরি হতে পারে। তবে কমিশন এও স্বীকার করেছে যে, ভুল তথ্য অবশ্যই সংশোধন করা হবে। তবে কমিশনের এই ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট হয়নি তৃণমূল। তাদের দাবি, কমিশনের যুক্তি পুরোপুরি অগ্রহণযোগ্য। তৃণমূলের রাজ্যসভা সাংসদ সাখেত গোখলে এই প্রসঙ্গে এক্স হ্যান্ডেলে একটি পোস্ট করে কমিশনের দাবি নস্যাৎ করেছেন। তিনি স্পষ্টভাবে জানিয়েছেন যে, যে আলফা-নিউমেরিক নম্বর নিয়ে বিতর্ক চলছে, তা আসলে প্রত্যেক ভোটারের বিধানসভা কেন্দ্র এবং পরিচয়ের ভিত্তিতে তৈরি হয়। অর্থাৎ, একেক বিধানসভা কেন্দ্রে আলাদা আলাদা নম্বর থাকে। তৃণমূল সাংসদ আরও দাবি করেন, কমিশনের বক্তব্য অনুযায়ী যদি ছবি আলাদা হয়েও থাকে, তবে এক নম্বর থাকা ভোটারের ভোটের ক্ষেত্রে অসুবিধা হতে পারে। বিশেষ করে, যদি কোনো একজন ভোটার বিরোধী দলের সমর্থক হন এবং ভোট কেন্দ্রের অফিসার তার সম্পর্কে আগে থেকে অবগত থাকেন, তবে তার ভোট বাতিল করার জন্য কমিশনের এপিক নম্বরের ভিত্তিতে তার ছবি ভিন্ন হওয়ার কারণ দেখিয়ে তার ভোট বাতিল করা সহজ হয়ে যাবে। এদিন, দিল্লিতে এক সাংবাদিক বৈঠকেও এই বিষয়ে আলোচনা করেন তৃণমূলের সাংসদ ডেরেক ও’ব্রায়েন, সাগরিকা ঘোষ এবং কীর্তি আজাদ। তারা বলেন, কমিশন যদি ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ভুল স্বীকার না করে, তবে তারা আরও নতুন তথ্য প্রকাশ করবেন। তৃণমূলের এই দাবি এবং অভিযোগের ফলে রাজনীতিতে নতুন মাত্রা যোগ হয়েছে। বাংলার ভোটের প্রক্রিয়া নিয়ে এই বিতর্ক এতদিনে রাজধানী দিল্লিতেও পৌঁছে গেছে। রাজনৈতিক মহলে এই ঘটনাটি একটি বড় আলোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং আগামী দিনে এই ইস্যু আরও জটিল হতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। এদিকে, কমিশনের পক্ষ থেকেও আগাম সতর্কবার্তা দেওয়া হয়েছে, যাতে ভবিষ্যতে এই ধরনের ভুল পুনরাবৃত্তি না হয় এবং ভোটারদের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি না হয়।

এফএসএসএআই fssai
স্বাস্থ্য এবং পরিবার কল্যাণ মন্ত্রালয় MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

খাবার ফেরিওয়ালাদের জন্য
সুখবর!

এফএসএসএআই রেজিস্ট্রেশন ফি
সম্পূর্ণরূপে ছাড় দেওয়া হয়েছে

২৮শে সেপ্টেম্বর ২০২৪ থেকে কার্যকর

কারা যোগ্য

যে কোনও ফেরিওয়ালা এক স্থান থেকে অন্য স্থানে (সাধারণত পায়ে হেঁটে বা চলমান গাড়িতে) ভ্রমণ করে প্যাকেজ করা বা তাজা প্রস্তুত খাবার বিক্রির সাথে জড়িত।

মূল সুবিধাঃ

- নতুন আবেদনপত্র এবং নবীকরনের জন্য কোনও
- রেজিস্ট্রেশন ফি নেই
উপরিউক্ত রেজিস্ট্রেশন ৫ বছরের জন্য বৈধ

কীভাবে আবেদন করবেন

- ভিজিট করুন FoSCoS পার্টালে [https://foscos.fssai.gov.in]
- অনলাইনে হকার ক্যাটাগরির অধীনে আবেদন করুন (ইউজার ম্যানুয়ালঃ https://foscos.fssai.gov.in/user-manual)

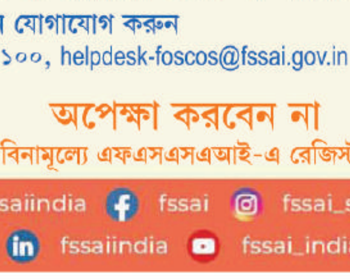

আরও তথ্যের জন্য
৩০-০৯-২০২৪ তারিখের FSSAI-এর আদেশ দেখুন
হেল্পলাইনে যোগাযোগ করুন
১৮০০১১২১০০, helpdesk-foscos@fssai.gov.in

অপেক্ষা করবেন না
আজই বিনামূল্যে এফএসএসএআই-এ রেজিস্টার করুন

fssaiindia fssai fssai_safefood fssaiindia fssai_india

CBC 17163/11/0014/2425

জলপাইগুড়ি মেডিক্যালে অমিল জলাতঙ্কের প্রতিষেধক, ক্ষোভের সঞ্চার

জলপাইগুড়ি, ৪ মার্চ ঃ জলাতঙ্কের প্রতিষেধক নেই জলপাইগুড়ি মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে। কুকুর, বিড়ালের কামড় বা আঁচরে জখম রোগীদের মঙ্গলবার সকাল থেকেই ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে। এর ফলে রোগী ও তাঁদের পরিজনদের মধ্যে ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। অ্যান্টি র‍্যাবিস ভ্যাকসিন না পেয়ে চরম বিপাকে পড়েছেন রোগীরা।প্রতিদিন জলপাইগুড়ি মেডিক্যালে কুকুর, বিড়াল, বাঁদরের কামড়, আঁচরে জখম শতাধিক মানুষ ভ্যাকসিন নিতে আসেন। অথচ এদিন সকাল থেকে সেই ভ্যাকসিন না পেয়ে চরম ক্ষুব্ধ তাঁরা। কেন ভ্যাকসিন নেই? তা নিয়ে মেডিক্যাল কলেজ কর্তৃপক্ষ অবশ্য কিছু জানাতে নারাজ। রোগীদের দাবি, হাসপাতাল থেকে বলা হচ্ছে, এখন ভ্যাকসিন নেই। পরে যোগাযোগ করতে হবে।

মহারাষ্ট্রের মন্ত্রিসভা থেকে ইস্তফা ধনঞ্জয় মুন্ডের, গ্রহণ করলেন মুখ্যমন্ত্রী ফড়নবিস

মুম্বই, ৪ মার্চ ঃ মহারাষ্ট্রের মন্ত্রিসভা থেকে ইস্তফা দিলেন ধনঞ্জয় মুন্ডে। মঙ্গলবারই মহারাষ্ট্রের মন্ত্রী পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন ধনঞ্জয়, সেই ইস্তফা পত্র গ্রহণ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিস। গ্রহণ করার পর ধনঞ্জয়ের ইস্তফাপত্র রাজ্যপালের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন ফড়নবিস।উল্লেখ্য, ধনঞ্জয় মুন্ডে-কে মন্ত্রিসভা থেকে ইস্তফা দিতে বলেছিলেন স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী ফড়নবিস। শোনা যাচ্ছিল, মঙ্গলবারই ইস্তফা দেবেন মুন্ডে, আর তাই হল। মুখ্যমন্ত্রী ফড়নবিস মঙ্গলভার বলেছেন, ধনঞ্জয় মুন্ডে মন্ত্রিসভা থেকে ইস্তফা দিয়েছেন। তা গ্রহণ করা হয়েছে।

গ্রেফতার হলেন সুতন্দ্রার গাড়ির চালক

কলকাতা, ৪ মার্চ ঃ পানাগড় কান্ডে গ্রেফতার হলেন সুতন্দ্রা চট্টোপাধ্যায়ের গাড়ির চালক রাজদেও শর্মা। এর আগে পানাগা। কান্ডে গ্রেফতার হয়েছিলেন বাবলু যাদব। বারবার বয়ান বদলের জেরে এবার গ্রেফতার হলেন সুতন্দ্রার গাড়ির চালক।মঙ্গলবার সকালে চন্দননগর থেকে গ্রেফতার করে কাঁকসায় নিয়ে যাওয়া হয়। পানাগড় দুর্ঘটনায় চালকের বয়ানে অসঙ্গতি রয়েছে এমন দাবি এর আগেও করেন সুতন্দ্রার মা। কেন বার বার বয়ান বদল? তা তদন্তকারীদের খতিয়ে দেখার অনুরোধ করেন তিনি।প্রসঙ্গত, গত ২৪ ফেব্রুয়ারি পানাগড়ে গাড়ি দুর্ঘটনায় প্রাণ যায় চন্দননগরের বাসিন্দা, একটি ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট সংস্থার কর্ণধার সুতন্দ্রা (২৭)-র। প্রাথমিক ভাবে অভিযোগ ওঠে, কয়েক জন মত্ত যুবক একটি সাদা গাড়ি করে এসে সুতন্দ্রাদের নীল গাড়িটিকে বার বার ধাক্কা দেন। তার ফলেই উল্টে যায় সুতন্দ্রদের গাড়ি। ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয় তরুণীর। ঘটনার পর পর এমনই দাবি করেছিলেন ঘটনার সময় সুতন্দ্রার গাড়িতে থাকা সহকর্মীরা এবং গাড়িচালক। কিন্তু দিন কয়েক পরেই নিজের বয়ান বদলান রাজদেও। তিনি দাবি করেন, ‘ (সুতন্দ্রা) কথাতেই’ ১০০ কিলোমিটার বেগে গাড়ি ছুটিয়েছিলেন! আর তাতেই দুর্ঘটনা।

তাপমাত্রা ২-৩ ডিগ্রি পর্যন্ত বাড়ার সম্ভাবনা

ভোপাল, ৪ মার্চঃ মধ্যপ্রদেশে আবহাওয়ার পরিবর্তন অব্যাহত রয়েছে। দিনভর রোদে গরম অনুভূত হচ্ছে, আর রাতের তাপমাত্রাও স্বাভাবিকের তুলনায় বেশি থাকছে। আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, মার্চের প্রথম সপ্তাহে রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে গরমের তীব্রতা বাড়বে এবং তাপমাত্রা ২-৩ ডিগ্রি পর্যন্ত বৃদ্ধি পেতে পারে। মধ্যপ্রদেশের গোয়ালিয়র-চম্বল বিভাগে সবচেয়ে বেশি গরম থাকবে।রাজ্যে মার্চ মাসের শুরু থেকেই গরমের প্রভাব দেখা যাচ্ছে। ইন্দোর-জবলপুর অঞ্চলে তাপমাত্রা ইতিমধ্যেই ৩৫ ডিগ্রির ওপরে

বাজেটে উৎপাদন ও রফতানি বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছেঃপ্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৪ মার্চ ঃ বাজেটে উৎপাদন ও রফতানি বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। জোর দিয়ে বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, এমন অনেক সেক্টর রয়েছে, যেখানে সরকার বিশেষজ্ঞদের ভাবনাচিন্তার চেয়ে বড় পদক্ষেপ নিয়েছে। বাজেটে উৎপাদন ও রফতানি বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। গত ১০ বছরে দেশ সংস্কার, আর্থিক শৃঙ্খলা, স্বচ্ছতা ও অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধির প্রতি অঙ্গীকার দেখিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী মোদী মঙ্গলবার এমএসএমএই সেক্টরের ওপর বাজেট পরবর্তী ওয়েবিনারে অংশ নেন।এই ওয়েবিনারে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, আমি উৎপাদন ও রফতানির সঙ্গে যুক্ত প্রতিটি অংশীদারকে আশ্বস্ত করতে চাই, এই ধারাবাহিকতা আগামী বছরগুলিতে বজায় থাকবে। প্রধানমন্ত্রী মোদী আরও বলেছেন, আমি তাঁদের নিজেদের প্রতি বিশ্বাস রাখতে এবং বড় পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানাই। উৎপাদন এবং রফতানি দেশের জন্য নতুন উপায় এবং সেগুলি তৈরি করা দরকার। বিশ্বের প্রতিটি দেশ চায় ভারতের সঙ্গে অর্থনৈতিক অংশীদারিত্ব জোরদার করতে। আমাদের উৎপাদন সেক্টরকে এই অংশীদারিত্বকে আরও বেশি পরিমাণে কাজে লাগাতে এগিয়ে আসতে হবে।অন্যদিকে নয়াদিল্লিতে, যে কোনও দেশের উন্নয়নের জন্য স্থিতিশীল নীতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এমনটাই মন্তব্য করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন, যে কোনো দেশের উন্নয়নের জন্য ভালো ব্যবসায়িক পরিবেশও ততটাই গুরুত্বপূর্ণ। প্রধানমন্ত্রী মোদী মঙ্গলবার এমএসএমএই সেক্টরের ওপর বাজেট পরবর্তী ওয়েবিনারে অংশ নেন। এই ওয়েবিনারে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, কোভিডের সময়, যখন বিশ্ব অর্থনীতি মন্দার মুখোমুখি হয়েছিল, ভারত বিশ্বব্যাপী প্রবৃদ্ধি বাড়িয়েছিল। আমরা আত্মনির্ভর ভারতের দৃষ্টিভঙ্গি এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলাম, সংস্কারগুলি ত্বরান্বিত হয়েছিল। আমাদের প্রচেষ্টা কোভিডের অর্থনৈতিক প্রভাব কমাতে সাহায্য করেছে, যার ফলে ভারতের অর্থনীতির উন্নতি হয়েছে। এখনও ভারত বিশ্ব অর্থনীতির বৃদ্ধির ইঞ্জিন হিসাবে রয়ে গিয়েছে।প্রধানমন্ত্রী মোদী আরও বলেছেন, আমাদের ক্রেডিট ডেলিভারির জন্য নতুন মোড উদ্ভাবন করতে হবে, যাতে এমএসএমই-এর কম খরচে এবং সময়মত ক্রেডিট পাওয়া যায়। ৫ লক্ষ প্রথমবারের মহিলা, এসসি, এবং এসটি উদ্যোক্তাদের ২ কোটি টাকা পর্যন্ত ঋণ দেওয়া হবে। তাঁদের শুধু ক্রেডিট নয়, নির্দেশনাও দরকার। ইন্ডাস্ট্রির উচিত তাঁদের পাশে থাকার জন্য মেন্টরশিপ প্রোগ্রাম স্থাপন করা।

ইউক্রেনকে সামরিক সহায়তা বন্ধ করল আমেরিকা, সিদ্ধান্ত ট্রাম্পের

ওয়াশিংটন, ৪ মার্চ ঃইউক্রেনকে সামরিক সহায়তা দেওয়া আপাতত বন্ধ করে দিল আমেরিকা, এমনটাই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ট্রাম্পের সঙ্গে ইউক্রেন প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির বিতণ্ডার পরই এই সিদ্ধান্ত নিলেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ।আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধের অবসান ঘটাতেই ইউক্রেনকে সমস্ত সহায়তা স্থগিত করেছেন। মার্কিন প্রশাসন সূত্রের খবর, শান্তি ফেরানোর লক্ষ্যে স্থির রয়েছেন ট্রাম্প। আমরা তাই আপাতত সাহায্য (ইউক্রেনকে সামরিক সাহায্য) বন্ধ রেখে তা পর্যালোচনা করছি, যাতে এর মাধ্যমে কোনও সমাধানের পথ বেরোয়।

ছত্তিশগড়ে ফের মাও-নাশকতা, সুকমায় নিরীহ গ্রামবাসীকে হত্যা

রায়পুর, ৪ মার্চ ঃছত্তিশগড়ে মাওবাদীদের নাশকতা দিন দিন বেড়েই চলেছে, এবার ছত্তিশগড়ের মাওবাদী অধ্যুষিত সুকমা জেলায় এক নিরীহ গ্রামবাসীকে হত্যা করল মাওবাদীরা। সোমবার রাতে সুকমার চিন্তাগুফা থানার অধীনস্থ পেন্তাপাড় গ্রামের বাসিন্দা এক পৌঢ়কে হত্যা করেছে মাওবাদীরা।পুলিশ জানিয়েছে, নিহত গ্রামবাসীর নাম - কালমু হিদমা (৬৫)। কী কারণে ওই গ্রামবাসীকে হত্যা করলো মাওবাদীরা, তা তদন্ত করে দেখছে পুলিশ। উল্লেখ্য, সুকমায় নিরীহ গ্রামবাসীদের ওপর হামলা এই প্রথম নয়, এর আগেও বহুবার নিরীহ গ্রামবাসীদের হত্যা করেছে মাওবাদীরা বলে জানান।

ধারালো অস্ত্র দিয়ে সমাজবাদী পার্টি কর্মীকে হত্যা’র অভিযোগ

জৌনপুর, ৪ মার্চঃউত্তর প্রদেশের জৌনপুর জেলার পরিয়াওয়া গ্রামে এক সমাজবাদী পার্টির কর্মীকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে হত্যা’র অভিযোগ উঠলো। সোমবার রাতে রাস্তার পাশে তাঁর রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার হয়। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালে পাঠায়।স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, নিহত সমাজবাদী পার্টির কর্মী রাজেশ যাদব ওরফে নাটে (৫০) পেশায় একজন দুগ্ধ ব্যবসায়ী ছিলেন। সোমবার রাতে তিনি বাড়ি ফেরার পথে টেলিফোন টাওয়ারের কাছেই তাঁকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয় বলে অভিযোগ। তাঁর

ভয়েস ডেটা সংগ্রহ করে তথ্য ভাণ্ডার তৈরি করার চাহিদা ক্রমশই বাড়ছে

নয়াদিল্লি(পিআইবি),৪মার্চঃআই বা কৃত্রিম মেধার অন্তরালে থাকা কর্মীরা বঞ্চিত । এই ভারতীয় স্টার্টআপ তারই সমাধান চায় ।নারিকেল গাছের ছায়ায় চন্দ্রিকা রোদ থেকে আড়াল করতে স্মার্টফোনের স্ক্রিনটা একটু ঘোরালো । ভারতের দক্ষিণের রাজ্য কর্নাটকের আলাহাল্লি গ্রামের এক সকাল । কিন্তু, গরম ও গুমোট ক্রমশ বাড়ছে । স্ক্রিনে আঙুল দিয়ে চন্দ্রিকা একের পর এক অডিও ক্লিপে ক্লিক করে । সদ্য শুরু করেছে এই অ্যাপটির ব্যবহার । সেটি কেমন সহজ তা বোঝা যাচ্ছে । প্রতিবার ট্যাপ করলেই মাতৃভাষায় তার কন্ঠ শোনা যাচ্ছে ।এই অ্যাপটি ব্যবহার শুরু করার আগে ৩০ বছরের চন্দ্রিকার (যে অন্য অনেক দক্ষিণ ভারতীয়ের মতোই বাবার নামের প্রথম অক্ষরকে ব্যবহার করে নামের শেষ অংশের বদলে) ব্যাঙ্কে ছিল মাত্র ১৮৪ টাকা(২.২৫ ডলার) । তবে, এপ্রিলের শেষ দিকে বেশ কয়েকদিন ধরে ৬ ঘন্টা করে খেটে সে পায় ২,৫৭০ টাকা (৩১.৩০ ডলার)। এই টাকাটা দূরের স্কুলে শিক্ষকতা করে পাওয়া মাস মাইনের প্রায় সমান । তাও সেখানে যেতে আসতে তাকে তিনবার বাসের ভাড়া গুনতে হয় । সেখানে যেমন শিক্ষকতা করে মাসান্তে বেতন মেলে, এই অ্যাপে তাও নয় । ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে টাকা জমা পড়ে যায় মাত্র কয়েক ঘন্টার মধ্যে । মধ্য ও দক্ষিণ ভারতের প্রায় ৬ কোটি মানুষ প্রধাণত যে ভাষায় কথা বলে, সেই মাতৃভাষা কন্নড়ে চেঁচিয়ে পড়ে দিলেই । চন্দ্রিকা এই অ্যাপ ব্যবহার করে ঘণ্টায় প্রায় ৫ ডলার উপার্জন করে । ভারতে ন্যূনতম আয়ের প্রায় কুড়ি গুণ । আর কিছুদিনের মধ্যেই আরও টাকা আসতে থাকবে । সেইসঙ্গে একবার ৫০ শতাংশ বোনাস ভয়েস ক্লিপ ঠিকঠাক হলেই ।চন্দ্রিকার কন্ঠ এই উপার্জন করতে পারছে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (এআই) বা কৃত্রিম মেধার রমরমার জন্যই । বর্তমানে তো এআইইই সব । যেমন চ্যাট জিপিটি-র মতো বড়সড় ভাষা মডেল ইংরেজির মতো ভাষা নিয়েই কাজ করে । অন লাইনে যার টেকসট এবং অডিও ডেটা আখছারই পাওয়া যায় । অন্যদিকে, কন্নড় ভাষা কয়েক লক্ষ মানুষ ব্যবহার করলেও ইন্টারনেটে তার বিশেষ সন্ধান মেলে না । (উইকিপিডিয়ায় ৬ মিলিয়ন ইংরেজি নিবন্ধ আছে, কিন্তু কন্নড়ে আছে মাত্র ৩০ হাজার) । এই ভাষা নিয়ে যদি কাজ করতেই হয়, তাহলে এআইকে আরও সড়গড় করে তুলতে হবে যাতে স্থানীয় বাকভঙ্গি বুঝতে অসুবিধা না হয় । ইংরেজির ক্ষেত্রে তথ্য জোগাড় করা খুব সোজা । কিন্তু, কন্নড়ের মতো ভাষার ক্ষেত্রে আরও উদ্যোগী হতে হবে ।বিশ্বের দরিদ্রতম মানুষ যে ভাষায় কথা বলে, তার টেকসট অথবা ভয়েস ডেটা সংগ্রহ করে তথ্য ভাণ্ডার তৈরি করার চাহিদা ক্রমশই বাড়ছে । এই চাহিদা মূলত টেক কোম্পানিগুলি যারা নিজেদের এআই উপকরণ তৈরি করতে চায় । একই মাপের চাহিদা আছে শিক্ষাক্ষেত্রে এবং সরকারি স্তরে । বিশেষ করে ভারতে যেখানে ১৪০ কোটি মানুষ এবং ২২ টি সরকারি ভাষা এবং অন্তত আরও ৭৮০ টি উপভাষার মধ্যে ইংরেজি এবং হিন্দিরই চল বেশি । এই বর্ধিত চাহিদার ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষ আচমকাই বুঝতে পারছেন তাদের মাতৃভাষা কত মূল্যবান ।তথ্য নিয়ে কাজকারবার যা এআই-এর মূল চালিকাশক্তি তা ভারতে নতুন নয় । বিংশ শতাব্দীর শেষ থেকেই কল সেন্টার এবং এবং পোশাক পরিচ্ছদ তৈরির কারখানাগুলি এখানে অর্থনীতির চালিকা শক্তি হয়ে উঠেছে । একবিংশ শতাব্দীতেও নীরবে সেই তথ্য নিয়ে কাজ চলছে । এবং পূর্বের মতোই শিল্পে বেতন বা মজুরি নিয়ে বিরোধ বহাল আছে । যে মজুরি দেওয়া হচ্ছে তা আইন মাফিক হলেও অতি ন্যূনতম । কারণ ওই তথ্যই বিদেশি ক্লায়েন্ট দের কাছে বিক্রি হচ্ছে অনেক বেশি দামে । ২০২২-এ বিশ্বজুড়ে এআই ডেটা ক্ষেত্রের মূল্য ছিল ২ বিলিয়ন ডলারের বেশি, যা ২০৩০-এর মধ্যে ১৭ বিলিয়ন ডলার হবে বলে পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে । তার মাত্র কিছু অংশই ভারত, কেনিয়া, ফিলিপিন্সের ডেটা কর্মীদের কাছে পৌঁছয় ।এই পরিস্থিতিতে প্রত্যেক কর্মীই অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয় । অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্টারনেট ইনস্টিটিউটের ডিজিটাল ওয়ার্ক প্ল্যাটফর্ম বিশেষজ্ঞ জোনাস ভ্যালেন্তে বলছেন, আমরা এমন একটা ব্যবস্থা নিয়ে কথা বলছি, যা আমাদের সমগ্র সমাজে প্রভাব ফেলে । এবং একমাত্র কর্মীরাই ওই ব্যবস্থাকে আরও বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে পারে । যদি আমাদের কর্মীরা মৌলিক অধিকারটুকু পায় তাহলে আমার বিশ্বাস ফলাফল আরও ভালো হবে । বিশেষ করে প্রযুক্তিগত ব্যবস্থা আরও উচ্চমানের হবে ।আলাহাল্লি এবং চিলুকাভাদি লাগোয়া গ্রামগুলিতে একটি ভারতীয় স্টার্টআপ নতুন মডেল নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছে । চন্দ্রিকা কাজ করে কারিয়া কোম্পানিতে । বেঙ্গালুরুতে এই অলাভজনক সংস্থাটির পথ চলা শুরু হয়েছিল ২০২১-এ । এরা নিজেদের বলে বিশ্বের প্রথম নীতিনিষ্ঠ ডেটা কোম্পানি । অন্য প্রতিপক্ষ কোম্পানির মতোই এরা বড় বড় টেক কোম্পানি এবং অন্য খরিদ্দারদের তথ্য বেচে বাজারদরে । তবে, নিজের খরচাটা তোলার পরে মুনাফার বাকি অংশটা খরচ করে ভারতের গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র মানুষের জন্য । (কারিয়া স্থানীয় এনজিওগুলির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেছে, যাতে দরিদ্রতম ব্যক্তিদের পাশাপাশি ঐতিহাসিকভাবে প্রান্তিক মানুষজনের কাছে তাদের অর্থ পৌঁছয়) । ন্যূনতম ঘন্টায় ৫ ডলারের পাশাপাশি কারিয়া তার কর্মীদের তথ্যের মালিকানাও প্রদান করে । ফলে, যখন সেটি আবার বিক্রি হয়, তখন তার একটা অংশ কর্মী পায় তার মজুরি বাদেও । এমন একটি মডেল আর কোথাও এই শিল্পে নেই ।কারিয়ার এই কাজের ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষ যাদের ভাষা অন লাইনে তেমন স্থান পায় না তারাও এআই সহ প্রযুক্তির সুবিধা পায় । ২৩ বছরের ছাত্র বিনুতা বাবা-মার ওপর নির্ভরতা কমাতে কারিয়াকেই অবলম্বন করেছে । তার কথায়, গ্রামের বেশিরভাগ মানুষ ইংরেজি জানে না । যদি একটা কমপিউটার কন্নড় বোঝে, তাহলে খুবই উপকার হয় । কারিয়ার সিইও ২৭ বছরের মনু চোপড়া বলছেন, বর্তমানে যা মজুরির হার, তাকে বাজারের ব্যর্থতাই বলতে হয় । আমরা অলাভজনক থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছি, কারণ আপনি কখনও বাজারে ঢুকে বাজারের ব্যর্থতার সমাধান করতে পারবেন না ।মূল কথাটি হল কাজটা অতিরিক্ত । প্রথমেই কারিয়া তার কর্মীদের যেটা বলে, সেটা হল এটা কোনো স্থায়ী চাকরি নয় । বরং দ্রুত আয় বাড়াবার একটি উপায়, যাতে অন্যান্য কাজ করার উৎসাহ পাওয়া যায় । অ্যাপ ব্যবহার করে একজন কর্মী সবচেয়ে বেশি ১ হাজার ৫০০ জলার পর্যন্ত রোজগার করতে পারে, যা ভারতের গড় বার্ষিক আয়ের সমান । এরপরে, তারা অন্যজনের জন্য রাস্তা করে দেয় । কারিয়া জানিয়েছে সারা দেশে ৩০ হাজার গ্রামীন মানুষকে তারা মজুরি হিসেবে ৬ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা(প্রায় ৮ লক্ষ ডলার)দিয়েছে । ২০৩০-এর মধ্যে এটিকে ১০ কোটি মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে চান চোপড়া । তিনি বলেছেন, ঠিকঠাক চললে আমি মন থেকে বিশ্বাস করি যে, এটাই লক্ষ লক্ষ মানুষকে দ্রুত দারিদ্রমুক্ত করতে পারবে । চোপড়া দারিদ্রের মধ্যেই বড় হয়েছেন । স্টানফোর্ডে বৃত্তি পাওয়ার পর তার জীবনটাই বদলে যায় । চোপড়া বলছেন, এটা একটা পুরোপুরি সামাজিক প্রকল্প । সম্পদই শক্তি । আর আমরা চাই পিছিয়ে থাকা মানুষজনের মধ্যে সম্পদের পুনবন্টন ।চোপড়াই প্রথম প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান নয়, যারা বিশ্বের দরিদ্রতম মানুষের উপকারের জন্য এআই তথ্যের সম্ভাবনা নিয়ে ভেবেছে । চ্যাট, জিপিটি এবং মেটার ফেসবুকের জন্য কাজ করা আউটসোর্সিং কোম্পানি সামাও গ্লোবাল সাউথের মানুষজনকে দারিদ্রমুক্ত করার লক্ষ্যে কাজ করে বলে নিজেদের পরিচয় দেয় । কিন্তু, কেনিয়ার অনেক চ্যাট জিপিটি কর্মীই ঘন্টায় ২ ডলারের কম রোজগার করে । তারা বলেছে, তাদের সঙ্গে পরিচয় করানো হয় প্রশিক্ষণ তথ্যের, যাতে তারা দিশাহারা । ওই কোম্পানি ফেসবুকের জন্যও একই ধরনের কাজ করে । তাতে যুক্ত এক কর্মী জানিয়েছে, আরও ভালো কাজের পরিবেশের দাবি করায় তাকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে । সামার বক্তব্য কর্মীদের বেশি মজুরি দিলে স্থানীয় অর্থনীতি নড়বড়ে হয়ে যাতে পারে । তাতে ভালোর চেয়ে খারাপই হবে বেশি । তবে কর্মীদের বক্তব্য মালিকদের এই কথা ইতিহাসকেই স্মরণ করায় ।চোপড়া বলছেন, গত ৫ বছরে সবচেয়ে বেশি যেটা শিখেছি, এটা নিশ্চয়ই সম্ভব । এটা আকাশ কুসুম কল্পনা নয় । ন্যূনতম মজুরি ২০ গুণ বাড়ালেও সংস্থা লাভজনকই থাকবে ।কারিয়ার কথা প্রথম শুনলে একটু সন্দেই হবে, কেননা সামাও তার পথ চলা শুরু করেছিল অলাভজনক সংস্থা হিসেবে দারিদ্র দূরীকরণের লক্ষ্যে । কিন্তু, পরে তারা মুনাফাখোর ব্যবসায়ী হয়ে ওঠে । তাহলে কারিয়া কি পারবে তার নীতির প্রতি নিষ্ঠা রাখতে ? যদি পারে, তা সেটাও বা কতদিন । একটা বিষয় পরিস্কার সব প্রশ্নের উত্তর পেতে ভারতের থেকে ভালো পরীক্ষা-নিরীক্ষার স্থান আর হয় না । সেখানে বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে সস্তা ডেটা মোবাইল ডেটা । যে দেশে গ্রামের একজন গরীব মানুষেরও স্মার্টফোন ও ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট আছে । আর একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য, বিশ্ব ব্যাঙ্কের হিসেব অনুযায়ী অতিমারির আগে ভারতে ১৪০ মিলিয়ন মানুষ দৈনিক ২.১৫ ডলারেও জীবন অতিবাহিত করেছে । তাদের যদি চোপড়ার ভাবনা মতো আর্থিক উপায়ের ব্যবস্থা করা যায়, তাহলে তা হবে বৈপ্লবিক ।ব্যস্ত বেঙ্গালুরু থেকে ৭০ মাইল দূরে আখের খেত পেরিয়ে গুলমোহর বীথিকার ছায়ায় অবস্থিত চিলুকাভাদি গ্রাম । একটি নিচু কংক্রিটের বাড়িতে স্থানীয় কৃষি সমবায়ের সদর দফতর । প্রায় এক ডজন নারী-পুরুষ হাজির । এরা সকলেই গত এক সপ্তাহে কাজ শুরু করেছে কারিয়ার জন্য । ২১ বছরের রোগাসোগা কনকরাজ এস সানবাঁধানো মেছেয় বসেছিল হাঁটু মুড়ে । সে স্থানীয় কলেজে পড়ে । বই এবং যাতায়াতের খরচ তুলতে তাকে আশপাশের মাঠে ঠিকে শ্রমিক হিসেবে কাজ করতে হয় মাঝেমাঝে । একদিনে সে উপায় করতে পারে ৩৫০ টাকা (প্রায় ৪ ডলার) । কিন্তু, এই ধরনের কায়িক শ্রম দু ঃসহ হয়ে ওঠে গরমে । শহরে কোনো কারখানায় কাজ করলে মজুরি কিঞ্চি বেশি পাওয়া যাবে ঠিকই । কিন্তু, বাসে যাতায়াতের খরচ আছে । থাকতেও হবে শহরে অনেক বেশি খরচে সকলের সঙ্গে মিশে ।কারিয়ায় কনকরাজ মাঠের চেয়ে ঘন্টা প্রতি উপার্জন করে অনেক বেশি । কাজটা তার ভালো লাগে এবং সহজও হবে

অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক নিরাপত্তা একই মুদ্রার দুই পিঠঃরাজনাথ সিং

নয়াদিল্লি, ৪ মার্চ ঃ প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং মঙ্গলবার ডিআরডিও-এমএইচএ সহযোগিতা সম্মেলন তথা প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেছেন। পরে অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার জন্য উন্নত প্রযুক্তির সেমিনারে প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং বলেছেন, আমি যেমন উল্লেখ করেছি, অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ও বাহ্যিক নিরাপত্তা একই মুদ্রার দু’টি পিঠ। এর পরিপ্রেক্ষিতে, এটি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে যে আমরা উভয়ের বিকাশমান প্রকৃতি বুঝতে পারি এবং সেই অনুযাযী. আমাদের নিরাপত্তা নীতিগুলি গঠন করি।প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং বলেছেন, আমি যখন নিরাপত্তার ক্রমবর্ধমান প্রকৃতির কথা বলছি, তখন আমি বলতে চাইছি, যে এই নতুন যুগে আমরা নতুন ধরনের চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হচ্ছি। আমাদের সামনে যে চ্যালেঞ্জগুলো আবির্ভূত হচ্ছে তার প্রকৃতি বুঝতে হবে। যতদূর অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা সম্পর্কিত বিষয়, আমরা সন্ত্রাসবাদ, বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন, বামপন্থী চরমপন্থা, সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা, আন্ত ঃসীমান্ত অবৈধ অভিবাসন এবং সংগঠিত অপরাধের মতো হুমকির সম্মুখীন হচ্ছি।

নৈহাটির মাদারপুরে শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের ১৯০ তম বর্ষ জন্মতিথি সাড়ম্বরে পালন হল

মহন্ত দাশগুপ্তঃনৈহাটি বিধানসভার অধীনে মাদারপুর গ্রামে শংকর পালের বাসভবনে খুব নিষ্ঠা সহকারে ও সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের ১৯০ তম জন্মতিথি উৎসব। এই উৎসবে উপস্থিত ছিলেন বাঁশবেড়িয়া রামকৃষ্ণ মিশনের শ্রী স্বামী প্রেমানন্দজী মহারাজ সহ অন্যান্য স্বামীজি। সকাল থেকে চলে পূজা পাঠ অঞ্জলি প্রদান ও হোম-যজ্ঞ সহকারে পূজার্চনা। এদিন সকালে প্রায় দেড়শ রামকৃষ্ণ অনুরাগী ও ভক্তকূল উপস্থিত হয়েছিলেন এবং প্রত্যেকেই ঠাকুরের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন ও প্রেম নিবেদন করেন, যাতে তারা ঠাকুরের আশীর্বাদ গ্রহণ করতে ও পেতে পারেন। সকাল থেকে সমগ্র অনুষ্ঠান পরিচালনা এবং আতিথেয়তায় সক্রিয় ছিলেন এই অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা তথা বাসভবনের কর্ণধার শংকর পাল মহাশয়। সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত পূজা পাঠ চললেও এবং মধ্যাহ্ন ভোজনে শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ ঠাকুরের প্রসাদ গ্রহণ করলেও সন্ধ্যা থেকে রাত সাড়ে দশটা পর্যন্ত চলবে আলোচনা, বক্তব্য, সংগীত, কবিতা,আবৃত্তি,ইত্যাদি ইত্যাদি। স্বামীজিদের বক্তব্যে উঠে আসবে ঠাকুর কথা, যে কথা ও আলোচনা হৃদয়গ্রাহী হয়ে উঠবে উপস্থিত শ্রতিবৃন্দদের মননে ও চিন্তনে। সন্ধ্যা থেকে রাতের অনুষ্ঠানে লোকজন ও ভক্তকূলের সংখ্যা হাজার ছাড়িয়ে গেছে।

নীতীশ কুমারের নেতৃত্বে বিহারে এনডিএ সরকার গঠন হবেঃশাহনওয়াজ হুসেন

পাটনা, ৪ মার্চ ঃনীতীশ কুমারের নেতৃত্বে বিহারে গঠিত হবে এনডিএ সরকার। আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বললেন বিজেপির জাতীয় মুখপাত্র শাহনওয়াজ হুসেন। মঙ্গলবার পাটনায় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে শাহনওয়াজ হুসেন বলেছেন, দিলীপ জয়সওয়াল বিহার বিজেপির সভাপতি হযেছেন এবং তাঁর নেতৃত্বে বিজেপি আরও এগিয়ে যাবে। এখানে নীতীশ কুমারজির নেতৃত্বে এনডিএ সরকার গঠিত হবে। মানুষের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা রয়েছে।শাহনওয়াজ হুসেন আরও বলেছেন, দিলীপ জয়সওয়ালকে একজন চমৎকার সভাপতি হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে। দিলীপ জয়সওয়ালের নেতৃত্বে, বিজেপি বাড়তে থাকবে, এবং খাট্টারজি যেমন বলেছেন, নীতীশ কুমারের নেতৃত্বে এনডিএ সরকার গঠিত হবে। দলের কর্মীদের মধ্যে দারুণ উৎসাহ রয়েছে এবং এনডিএ এখানে ক্ষমতায় ফিরতে চলেছে।

হালিশহর লোকসংস্কৃতি ভবনে সাড়া জাগালো হালিশহর উত্তরসূরীর ১৬ তম নাট্যোৎসব

দুরন্ত বার্তা,৪ মার্চঃসম্প্রতি হালিসহর লোকসংস্কৃতি ভবনে অনুষ্ঠিত হল হালিসহর উত্তরসূরীর ১৬তম নাট্যোসব ত্রিবেণী নাট্য মিলন মেলা গত ২৮ শে ফেব্রুয়ারি থেকে ২রা মার্চ, ২০২৫। প্রয়াত নাট্যব্যক্তিত্ব মনোজ মিত্রের স্মরণে মঞ্চের নাম রাখা হয় মনোজ মিত্র মঞ্চ। উদ্বোধনের দিন থেকেই অগণিত দর্শক উপস্থিত হন এই নাট্যমেলার আনন্দ উপভোগ করতে। নাট্যমেলাটিতে বিভিন্ন জেলার ১২ টি নাট্যদল তাদের নাটক পরিবেশন করে। প্রতিটি নাটকই তাদের প্রযোজনার গুণে ও অভিনয়ের দক্ষতায় দর্শকদের মন জয় করে নেয়। সংস্থা উপস্থাপিত নাটক একা এবং কয়েকজন দর্শকদের আপ্লুত ও উদ্বেলিত করে। স্বপন দাস রচিত ও সঞ্জয় ব্যানার্জী নির্দেশিত এই নাটকটি পরিচালনার গুণে, অভিনয়ের দক্ষতায়, আবহের নিখুঁত বিন্যাসে ও নিপুণ আলোক স্পর্শে তৈরী করে এমন মুহূর্ত, যা নাটকটিকে দর্শক মনের মণিকোঠায় সদা ভাস্বর করে রাখবে বহুদিন। উচ্ছসিত প্রশংসা আর বিপুল করতালিই জানিয়ে দেয় নাটকটির গুনগত মান। আবেগের জোয়ারে ভেসে যায় দর্শকমণ্ডলী। বহু দর্শক গ্রীনরুমে গিয়ে সংশ্লিষ্ট দলকটি অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানিয়ে আসেন। বিশিষ্ট নাট্যকার মাননীয় প্রসূন স্বর্ণকারের ভাষায় - ’ অনবদ্য প্রযোজনা। প্রশংসাও, ভাষা খুঁজে পায় না’। বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞ মাননীয়া শ্রীমতি ঝর্ণা নন্দীর কথায় - দারুণ নাটক, অসাধারণ অভিনয়। মন ভরে গেল’। জনৈক দর্শকের কথায় -’ অনেকদিন পর একটা সত্যিকারের ভাল নাটক দেখলাম। অভিনন্দন হালিসহর উত্তরসূরীকে’। প্রখ্যাত নাট্যবিশেশজ্ঞ মাননীয় দুলাল চৌধুরীর ভাষায় - ’হালিসহর উত্তরসূরীর একা এবং কয়েকজন নাটকটি বর্তমান সমাজের অন্ত ঃসার শূণ্য অবস্থা যেমন চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়, তেমনি নারীদের নিরাপত্তা বিষয়টিও প্রসাশনকে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়ে দেয়। খুবই ভাল প্রযোজনা। মানুষ বহুদিন মনে রাখবে’। বিশিষ্ট নাট্য-সমালোচক শ্রী মলয় দাসের ভাষায় - ’ অসাধারন প্রযোজনা। সুষমার ভুমিকায় অভিনয় করা মেয়েটি অনবদ্য। সমান তালে পাল্লা দিয়ে গেছে বাবা ও পুলিশ অফিসারটি। মা চরিত্রে অভিনয় করা মেয়েটি আর ভাইয়ের চরিত্রে অভিনয় করা ছেলেটিও ভাল। চরিত্রায়ন ও ঘটনা বিন্যাসে মুন্সীয়ানা দেখিয়েছে পরিচালক। পরিচালনাও অনবদ্য। আমার মনে হয়, এই ধরনের নাটকগুলির পরিবেশনা নাট্যজগতে দর্শক আকাল কাটাতে যথেষ্ট সাহায্য করবে। আবারও বলছি অদ্ভুত সুন্দর একটা উপস্থাপনা’। উচ্ছসিত প্রশংসা ছাড়াও অগনিত নাট্যমোদি দর্শকের অভিনন্দন ও শুভেচ্ছার মধ্যে দিয়ে সফল তম পরিসমাপ্তি ঘটে গেলো নাট্যোসবের।

তুষারধস বিপর্যয়ে হবে ম্যাজিস্ট্রেট পর্যায়ের তদন্ত, নির্দেশ জেলাশাসকের

চামোলি, ৪ মার্চ ঃ উত্তরাখণ্ডের চামোলি জেলার মানা গ্রামে তুষারধসের ঘটনায় হবে ম্যাজিস্ট্রেট পর্যায়ের তদন্ত। মঙ্গলবার এমনটাই নির্দেশ দিয়েছেন চামোলির জেলাশাসক সন্দীপ তিওয়ারি। তদন্তকারী অফিসার হিসেবে জোশিমঠের এসডিএম-কে নিযুক্ত করা হয়েছে। উল্লেখ্য, গত ২৮ ফেব্রুয়ারি ভয়াবহ তুষারধসের ঘটনা ঘটে মানা গ্রামে।এই তুষারধসের ঘটনায় বরফের নীচে চাপা পড়ে যান বর্ডার রোড অর্গানাইজেশনের কর্মীরা। টানা ৩-দিন ধরে চলে উদ্ধারকাজ। এই তুষারধসের ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ৮ জন বিআরও কর্মী। মঙ্গলবার চামোলির জেলাশাসক সন্দীপ তিওয়ারি জানিয়েছেন, তুষারধসের ঘটনায় হবে ম্যাজিস্ট্রেট পর্যায়ের তদন্ত।

আবহাওয়া

বসন্তেই গরম বৃদ্ধি পাচ্ছে, পাল্লা দিয়ে বাড়ছে রোদের তেজও। বৃষ্টির দেখা নেই, আগামী কয়েকদিন দক্ষিণবঙ্গের পাশাপাশি উত্তরবঙ্গেও শুষ্ক থাকবে আবহাওয়া। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, দক্ষিণবঙ্গের জেলা গুলিতে আগামী দুই থেকে তিন দিন সর্বনিম্ন অথবা সর্বোচ্চ তাপমাত্রায় তেমন হেরফের হওয়ার সম্ভাবনা নেই। তার পরের দু’দিনে তাপমাত্রা দুই থেকে তিন ডিগ্রি কমতে পারে। উত্তরবঙ্গেও আপাতত বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই।মহানগরী কলকাতায় ফের নামল ন্যূনতম তাপমাত্রা, মঙ্গলবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২২.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের চেয়ে ১.৭ ডিগ্রি বেশি। দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে বসন্তের আমেজ অনুভূত হলেও, মহানগরীতে গরম অনুভূত হচ্ছে। দক্ষিণবঙ্গের অন্যান্য জেলাগুলিতেও গরম বেশ ভালোই টের পাওয়া যাচ্ছে। আপাতত কোথাও বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই।জোয়ার-সকাল৮ টা ৫২ মিনিট এবং রাত ১১টা ৫২ মিনিট। ভাটা-সকাল৮ টা৫২মনিট এবং রাত ২ টা ৫২মিনিট। সূর্যঃউদয় সকাল ৬টা ১০মিনিট এবং অস্ত ৫টা ৩৫মিনিট

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

১৯ ফাল্গুন ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার, ইংরেজীঃ৪ মার্চ ২০২৫, ৫৩৮ চৈতনাব্দ, কলিঃ৫১২৫, সৌরঃ ২০ ফাল্গুন, চান্দ্রঃ৫ বিষ্ণু মাস, ১৯৪৬ শকাব্দ ২০৮১ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৮ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ ১৯ ফাল্গুন ১৪৩১, ভারতীয় সিভিলঃ১৩ ফাল্গুন ১৯৪৬, মৈতৈ৫ লমতা, আসামঃ১৯ ফাগুন, মুসলিমঃ৪-রমজান-১৪৪৬ হিজরী।সূর্য উদয়ঃসকাল ০৫ঃ৫৭ঃ ৪২ এবং অস্তঃবিকাল ০৫ঃ৩৮ঃ ৪৫।চন্দ্র উদয়ঃসকাল ০৮ঃ৪২ঃ ৫২(৪) এবং অস্তঃরাত্রি ১০ঃ২০ঃ ৪৬(৪)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃপঞ্চমী (পূর্ণা) রাত্রিঃ০৭ঃ৫৯ঃ৫৩ দং ৩৫৫১৫ পর্যন্তনক্ষঃভরণী কাল ঘ ০৭ঃ১৭ঃ৪৬ দং ৩২২৭.৫ পর্যন্ত পরে কৃত্তিকাকরণঃবালব রাত্রিঃ০৭ঃ ৫৯ঃ৫৩ দং ৩৫৫১৫ পর্যন্ত পরে কৌলবযোগঃইন্দ্র। অমৃতযোগঃদিন ০৮ঃ১৮ঃ০০ থেকে - ১০ঃ৩৮ঃ১৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ৫৮ঃ২৬ থেকে - ০২ঃ৩১ঃ৫৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ ১৮ঃ৩৮ থেকে - ০৪ঃ৫২ঃ০৭ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৫ঃ৩৮ঃ৫১ থেকে - ০৬ঃ২৮ঃ০৭ পর্যন্ত, তারপর ০৮ঃ ৫৫ঃ৫৪ থেকে - ১১ঃ২৩ঃ৪১ পর্যন্ত, তারপর ০১ঃ৫১ঃ২৯ থেকে - ০৩ঃ৩০ঃ০০ পর্যন্ত।কুলিকবেলাঃ দিন ১২ঃ৫৮ঃ২৬ থেকে - ০১ঃ ৪৫ঃ১০ পর্যন্ত।কুলিকরাত্রিঃ১২ঃ ১২ঃ৫৭ থেকে - ০১ঃ০২ঃ১৩ পর্যন্ত।বারবেলাঃদিন ০৭ঃ২৫ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৩ঃ০৩ পর্যন্ত। কালবেলাদিন ০১ঃ১৫ঃ৫৭ থেকে - ০২ঃ৪৩ঃ৩৫ পর্যন্ত।কালরাত্রিঃ ০৭ঃ১১ঃ১৩ থেকে - ০৮ঃ৪৩ঃ৩৫ পর্যন্ত।গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃ রবিঃ ১০২০১৬৫২ (২৫) ১ পদ চন্দ্রঃ ০২৪৫৪২ (২) ৪ পদমঙ্গলঃ ২২২২২৪৯ (৭) ১ পদবুধঃ ১১৪২৬৪ (২৬) ১ পদবৃহস্পতিঃ ১১৮৪৭২৯ (৪) ৩ পদশুক্রঃ ১১১০৪৬১২ (২৬) ৩ পদশনিঃ ১০২৪১০২০ (২৫) ২ পদরাহুঃ ১১৬১৪৪৫ (২৬) ১ পদকেতুঃ ৫৬১৪৪৫ (১২) ৩ পদশুক্র বক্রি।লগ্নঃকুম্ভ রাশি সকাল ০৬ঃ ৩০ঃ৪৫ পর্যন্ত। মীন রাশি সকাল ০৮ঃ০১ঃ৪৯ পর্যন্ত। মেষ রাশি সকাল ০৯ঃ৪২ঃ২২ পর্যন্ত। বৃষ রাশি সকাল ১১ঃ৪০ঃ৪৫ পর্যন্ত। মিথুন রাশি দুপুর ০১ঃ৫৪ঃ০৬ পর্যন্ত। কর্কট রাশি বিকাল ০৪ঃ০৯ঃ৪৭ পর্যন্ত। সিংহ রাশি বিকাল ০৬ঃ২১ঃ ০৯ পর্যন্ত। কন্যা রাশি সন্ধ্যা ০৮ঃ ৩১ঃ১৯ পর্যন্ত। তুলা রাশি রাত্র ১০ঃ ৪৫ঃ২৯ পর্যন্ত। বৃশ্চিক রাশি শেষ রাত্রি ০১ঃ০১ঃ১৪ পর্যন্ত। ধনু রাশি শেষ রাত্রি ০৩ঃ০৬ঃ৩২ পর্যন্ত। মকর রাশি শেষ রাত্রি ০৪ঃ৫৩ঃ২৫ পর্যন্ত।

জখম ইন্দ্রানুজের বাবাকে ফোন শিক্ষামন্ত্রীর

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৪ মার্চ ঃ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের শনিবারের ঘটনায় শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর পদত্যাগের দাবিতে সরব হয়েছে একাধিক ছাত্র সংগঠন। তবে ছাত্র সংগঠনের এমন দাবির সঙ্গে সহমত নন জখম ছাত্র ইন্দ্রানুজের বাবা অমিত রায়। ইন্দ্রানুজের শারীরিক অবস্থার খোঁজখবর নিতে মঙ্গলবার সকালে অমিত রায়কে ফোন করেছিলেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। অমিতবাবু সংবাদমাধ্যমকে বলেন, সেদিনের ঘটনার জন্য টেলিফোনে উনি দুঃখপ্রকাশ করেছেন শিক্ষামন্ত্রী। তিনি জানিয়েছেন, এমন পরিস্থিতি তৈরি হোক তিনি চাননি। ঘটনায় তিনি নিজেও মর্মাহত। শীঘ্রই ইন্দ্রানুজের সঙ্গে দেখা করবেন বলেও অমিতবাবুকে জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী। সেই সূত্রেই ইন্দ্রানুজের বাবা বলেন, যে ঘটনা ঘটেছে তা অনভিপ্রেত ঠিকই, তবে এর জন্য আমি শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগ চাই না।

মধ্যমগ্রামের পুকুর থেকে উদ্ধার খুনে ব্যবহৃত বঁটি

দুরন্ত বার্তা, উত্তর ২৪ পরগনা, ৪ মার্চ ঃ আহিরীটোলা ট্রলিব্যাগ কাণ্ডে পিসিশাশুড়ি সুমিতা ঘোষ খুনের ঘটনায় উদ্ধার হল ব্যবহৃত অস্ত্র। মধ্যমগ্রামের বীরেশপল্লির পুকুর থেকে উদ্ধার হল খুনে ব্যবহার করা বঁটি। মঙ্গলবার সকালে ধৃত ফাল্গুনী ঘোষ ও তার মা আরতি ঘোষকে নিয়ে মধ্যমগ্রাম থানার পুলিশ সেখানে যায়। তদন্তকারীদের সঙ্গে ডুবুরিও ছিল। পুকুরে ডুবুরি নেমে সেই অস্ত্র উদ্ধার করে। পিসি শাশুড়ি সুমিতা ঘোষকে খুনের পর তাঁর দেহ তিন টুকরো করা হয়েছিল। নীল রঙের ট্রলিতে সেই মৃতদেহের খণ্ডাংশ ভরা হয়েছিল। মৃতার পা ট্রলিতে ভরতে সমস্যা হওয়ায় বঁটি দিয়ে দুটি পা কাটা হয়। দেহের অন্যান্য অংশও খণ্ড করার জন্য সেই বঁটি ব্যবহার হয়েছিল বলে খবর। সেই কাজের পর বাড়ির ঠিক উল্টো দিকের পুকুরে সেই বঁটি ও একটি হাতুড়ি ফেলে ফাল্গুনী ও আরতি। জেরার মুখে ধৃত মা-মেয়ে সেই কথা জানিয়েছিল বলেই খবর।

১৫ বছর পর বাড়লো সুন্দরবনের বাঘের সংখ্যা

দুরন্ত বার্তা, সুন্দরবন, ৪ মার্চ ঃ ১৫ বছর পর বাড়লো সু ন্দরবনের দক্ষিন রায়ের সংখ্যা। বিগত কয়েক দিন ধরে সুন্দরবনের লোকালয় থেকে শুরু করে সু ন্দরবনে ঘুরতে আসা পর্যটকরা বাঘের দেখা পায়। মৈপীঠের লোকালয়ে এমনকি বাড়ির উঠোনে বাঘ ঢুকে পড়ছে, সেই খবর বারবার শিরোনামে উঠে এসেছে। বাঘ ধরতে গিয়ে মৈপীঠে বন কর্মীরা বাঘের থাবায় আঘাতও পেয়েছে। শেষ সব রকম খোঁজ নিয়ে দেখা যায় এই উপদ্রবের কারণ আসলে বাঘের সংখ্যা বেড়েছে। গত ১৫ বছরে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের সংখ্যা বেড়েছে ২৮ টি। ২০২৫ সালের ব্যাঘ্র শুমারির রিপোর্টে এই খবর প্রকাশ্যে এসেছে। এতে দেখা যাচ্ছে, সুন্দরবনে বাঘের সংখ্যা পেরলো ১০০। ২০১০সালে বাঘ ছিল ৭৪ টি। ২০২৫-এ তা বেড়ে হল ১০২। তার মধ্যে সুন্দরবনেই ১০১টি। রাজ্যের বন দফতরের প্রতিমন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদা বলেন, সুন্দরবনের জঙ্গল বেড়েছে। ফলে বাঘের সংখ্যা ও ক্রমশ বাড়ছে। ২০২৫ সালের ব্যাঘ্র গণনা অনুযায়ী বাংলায় বাঘের সংখ্যা ১০২। কিন্তু বাঘ বাড়লেও খাদ্যের সংস্থান কমে যাওয়ার খাদ্যের টানে বারবার লোকালয়ে চলে আসছে এই দক্ষিন রায় বলে মনে করছেন বন্যপ্রেমীরা।

বাঙালি-বামপন্থা উখাত করতে বলপ্রয়োগের নিদান দিলেন তথাগত

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৪ মার্চ ঃ বাঙালি-বামপন্থা উখাত করতে গেলে বলপ্রয়োগ ছাড়া উপায় নেই। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় প্রসঙ্গে এই মন্তব্য পোষণ করলেন প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায়। মঙ্গলবার তিনি এক্সবার্তায় লিখেছেন, এসএফআই, এআইডিএসও, আইসা, ওয়েবকুপা, সকলকে নিয়ে যাদবপুরে ছয়লাপ। সকলেই কোন না কোন অন্য দলের বিরুদ্ধে অভিযোগে সোচ্চার। নির্বাচন কেন হচ্ছে না, গাড়ি কেন চাপা দিল, এই সব 'আওয়াজে যাদবপুর উত্তাল। এই সবের মধ্যে দিয়ে দুটি স্রোত বহমান। প্রবল স্রোত বামপন্থা - লাল বামপন্থা, দিদিমার বামপন্থা, দুয়েরই। কেবল একটি ক্ষীণ স্রোত প্রায় শুকিয়ে এসেছে। যে উদ্দেশ্যে বিশ্ববিদ্যালয় তৈরী সেই বিদ্যাদান ও বিদ্যার্জনের কি হচ্ছে? কিছু না, কারণ বাঙালি-বামপন্থাকে সমূলে উখাত না করতে পারলে লেখাপড়া হবে না। বাঙালি-বামপন্থা মানে বিশৃঙ্খলা, নৈরাজ্য মারামারি, খুনজখম, মিটিং-মিছিল, ইত্যাদি। একে উখাত করতে গেলে বলপ্রয়োগ ছাড়া উপায় নেই।

ভুয়ো সিমকাণ্ডে আরও দু'জনকে গ্রেফতার করল কলকাতা পুলিশ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৪ মার্চ ঃ ভুয়ো সিমকাণ্ডে আরও দু'জনকে গ্রেফতার করল কলকাতা পুলিশের সাইবার শাখা। ধৃতদের কাছ থেকে ১২৭৪টি চালু সিম এবং ৫টি ফিঙ্গারপ্রিন্ট স্ক্যানার পাওয়া গিয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, গত মাসে যাঁরা গ্রেফতার হয়েছিলেন এই ঘটনায়, তাঁদের জেরা করে তিলজলা থানা এলাকায় আরও এক জনের খোঁজ পান। তার পরেই পুলিশের সাইবার শাখার একটি দল তিলজলা থানা এলাকায় তল্লাশি অভিযানে যায় সোমবার। সেখানে পিকনিক গার্ডেন রোড থেকে শুভেন্দু গায়েন নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়। তাঁকে জেরা করে গিরিশ পার্ক থানা এলাকার বিধান সরণিতে আরও এক অভিযুক্তের হদিস পান তদন্তকারীরা। শুভেন্দুর থেকে ওই চালু সিমগুলি নেওয়ার কথা ছিল জিতেন্দ্র আগরওয়াল নামে এক ব্যক্তির। খবর পেয়েই জাল অভিযুক্তকে ধরার জন্য ফাঁদ পেতেছিল পুলিশ। অভিযুক্তের মোবাইলের দোকান রয়েছে। সোমবার রাতে জিতেন্দ্রকেও গ্রেফতার করে পুলিশ। তার কাছ থেকে ৫২টি সিল করা সিমকার্ড, ২টি ফিঙ্গারপ্রিন্ট স্ক্যানার, নগদ সাড়ে ৪৩ হাজার টাকা এবং একটি মোবাইল বাজেয়াপ্ত হয়। প্রসঙ্গত, সিম জালিয়াতির ঘটনায় ফেব্রুয়ারির শেষ থেকে এখনও পর্যন্ত মোট দশ জন গ্রেফতার হয়েছেন।

কলকাতায় ফের পারদ-পতন, শুষ্ক আবহাওয়া দক্ষিণ ও উত্তরবঙ্গে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৪ মার্চ ঃ বসন্তেই গরম বৃদ্ধি পাচ্ছে, পাল্লা দিয়ে বাড়ছে রোদের তেজও। বৃষ্টির দেখা নেই, আগামী কয়েকদিন দক্ষিণবঙ্গের পাশাপাশি উত্তরবঙ্গেও শুষ্ক থাকবে আবহাওয়া। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে আগামী দুই থেকে তিন দিন সর্বনিম্ন অথবা সর্বোচ্চ তাপমাত্রায় তেমন হেরফের হওয়ার সম্ভাবনা নেই। তার পরের দু'দিনে তাপমাত্রা দুই থেকে তিন ডিগ্রি কমতে পারে। উত্তরবঙ্গেও আপাতত বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। মহানগরী কলকাতায় ফের নামল ন্যূনতম তাপমাত্রা, মঙ্গলবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২২.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের চেয়ে ১.৭ ডিগ্রি বেশি। দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে বসন্তের আমেজ অনুভূত হলেও, মহানগরীতে গরম অনুভূত হচ্ছে। দক্ষিণবঙ্গের অন্যান্য জেলাগুলিতেও গরম বেশ ভালোই টের পাওয়া যাচ্ছে। আপাতত কোথাও বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই।

দিল্লিতে দোস্তি আর বাংলায় কুস্তির চেনা সূত্রে মানুষ অভ্যস্ত

যাদবপুর কাণ্ডে রাজনৈতিক ফায়দা কার হল?

শুভঙ্কর দাস, হুগলি, ৪ মার্চ ঃ রাজনীতি বড়ই বিচিত্র। এতে পরিস্থিতি কখন যে অনুকূল ও প্রতিকূল হবে, তা কেউ বলতে পারে না। সম্প্রতি যাদবপুর কাণ্ড তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতর শিক্ষামন্ত্রীর কনভয়ের ওপর চড়াও হয়ে বামপন্থীরা মনে করেছিলেন যে নাগরিক সমবেদনা নিজেদের দিকে টানতে তারা সক্ষম হবেন। কিন্তু তেমনটা হল না। উল্টে ঐক্যবদ্ধ ভাবে পথে নেমে প্রতিবাদ কর্মসূচী নিল তৃণমূল কংগ্রেস। ক্ষমতায় থাকলে শাসকদল রাজনৈতিক প্রতিবাদ কর্মসূচী গ্রহণ করার সুযোগ খুব একটা পায় না। আর পেলেও তার থেকে যে নাগরিক সমবেদনা পাওয়া যায় সে রকম কোনো নিশ্চয়তা থাকে না। কিন্তু যাদবপুর কাণ্ড নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিবাদ কর্মসূচী নাগরিক সমবেদনা পাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। প্রায় দেড় দশক রাজ্যে ক্ষমতায় রয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। স্বভাবত তার বিরুদ্ধে প্রতিষ্ঠান বিরোধী মনোভাব তৈরি হওয়াটাই স্বাভাবিক। ফলে তৃণমূলের কাছে যাদবপুর কাণ্ড মেঘ না চাইতেই জলের মতো হয়ে বর্ষণ করছে। পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে ভিকটিম কার্ড বা অত্যাচারিত হওয়ার ঘটনা থেকে রাজনৈতিক ফায়দা তোলাটা নতুন কোনো ব্যাপার নয়। এতে নাগরিক সমবেদনা পাওয়া যায়। ভোটবাক্সে এর সুফল মেলে। বর্তমানের ডিজিট্যাল যুগে তা আরো বেশি বড়ো হয়ে উঠেছে। শিক্ষামন্ত্রীর কনভয় ঘিরে বামপন্থীদের তাণ্ডব নাগরিক জীবন মেনে নেবে না। গাড়ির চাকার তোলায় শুয়ে পড়লেও তার প্রভাব বৃহত্তর রাজনৈতিক মঞ্চে পড়বে না। এতে টিভি চ্যানেলের বিকেলের আসর গরম করা যেতে পারে। কিন্তু বামেদের ভোটবক্সে লক্ষীলাভ হবে না। তারা এটা কিছুতেই বুঝতে চাইছে না যে উগ্র আন্দোলন করে আর জনমানসে সমর্থন জোটানো যাবে না। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসংসদ নির্বাচন করানোর দাবি পশ্চিমবঙ্গের বৃহত্তর রাজনৈতিক আঙিনায় কোনো প্রভাবই ফেলবে না। অন্যদিকে বাম নামক চেনা রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী পেয়ে উৎসাহ নিয়ে রাজনৈতিক প্রতিবাদ কর্মসূচী নিয়েছে তৃণমূল। যে দলটির অভ্যন্তরীণ গোষ্ঠীকোন্দল চলতে থাকার জল্পনা কিছুদিন আগে পর্যন্ত রাজনৈতিক মহলের চর্চায় ছিল, সেই দলটি আজ যাদবপুর কাণ্ডে সংঘবদ্ধ হয়েছে। এর আগে ২০১৩ সালে দিল্লিতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও রাজ্যের অর্থমন্ত্রী অমিত মিত্রকে ঘিরে বিক্ষোভের নামে হেনস্থা করার ঘটনায় কোনো প্রকারের রাজনৈতিক ফায়দা তুলতে পারেনি বামেরা। উল্টে রাজ্যবাসীর সমবেদনার আশীর্বাদ পেয়েছিল তৃণমূল। ২০১৪ সালের যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বামপন্থী পড়ুয়াদের হোক কলরব আন্দোলন পশ্চিমবঙ্গের বৃহত্তর রাজনৈতিক মঞ্চে কোনো প্রভাব ফেলতে পারেনি। অন্যদিকে দিল্লির বিধানসভা নির্বাচনে ঐতিহাসিক সাফল্যের পর পশ্চিমবঙ্গ জয়ের স্বপ্নে বিভোর বিজেপি। তৃণমূল বনাম বিজেপির দ্বিমাত্রিক রাজনৈতিক লড়াইয়ের মাঝে হঠাৎ যাদবপুর কাণ্ড যেন কিছুটা বিরতির কাজ করবে। এই বিরতির মধ্যে প্রধান ও প্রকৃত বিরোধী দলের ভূমিকায় নিজেদের তুলে ধরতে চাইবে বামেরা। তার প্রতিফলন সামাজিক মাধ্যমে পড়বে। কিন্তু বাংলার রাজনৈতিক মঞ্চে এই বিরতির পর আবার লড়াইটা তৃণমূল বনাম বিজেপিরই থাকবে। কারণ দিনের শেষে রাজনৈতিক সাংগঠনিক শক্তির নিরিখে বামেদের তুলনায় এগিয়ে বিজেপি। আর যাদবপুরে যতই বামেরা শাসক তৃণমূলের বিরোধিতা করুক না কেন দিল্লিতে গিয়ে ইন্ডিয়া জোটে সেই এক সঙ্গে বসেই বিজেপির বিরোধিতা করবে। দিল্লিতে দোস্তি আর বাংলায় কুস্তির চেনা সূত্রে মানুষ অভ্যস্ত। ফলে যাদবপুর কাণ্ড থেকে খালি হাতেই ফিরতে হবে বামেদের।

ঘাটের জলে লবণ বাড়ছে গঙ্গায়, ক্ষতির শঙ্কা জলপ্রকল্পে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৪ মার্চ ঃ ঘাটের কাছে গঙ্গাজলে বাড়ছে লবণের পরিমাণ। নোনা জলের মাত্রা ক্রমশ বাড়তে থাকলে ভবিষ্যতে কলকাতা পুরসভার জলশোধনাগার প্ল্যান্টগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। আর জলশোধনাগার প্ল্যান্ট ক্ষতি হলে জলসংকটে ভুগতে পারে মহানগর। এমনটাই আশঙ্কা করছেন পরিবেশবিদরা। ফিউচার ফর নেচার ফাউন্ডেশন নামে এক সংস্থার উদ্যোগে গঙ্গার ঘাটের জল ও জলজ প্রাণীদের নিয়ে সমীক্ষা শুরু হয়েছে। সমীক্ষার দায়িত্বে রয়েছেন পরিবেশ বিজ্ঞানী ড. স্বাতী নন্দী চক্রবর্তী। প্রথম ধাপের এই সমীক্ষায় কলকাতা থেকে বারাকপুর পর্যন্ত ঘাটগুলির জল পরীক্ষায় ব্যাপক মাত্রায় লবণাক্ত পদার্থের উপস্থিতি পাওয়া গিয়েছে। স্বাতী জানান, সাধারণত নদীর জলে ১০০ পিপিটি (পার্টস পার ট্রিলিয়ন) স্যালিনিটি বা লবণাক্ত থাকে। এটা স্বাভাবিক মাত্রা। এখানে ১৫০ পিপিটি পর্যন্ত স্বাভাবিক ধরা হয়। সেখানে গঙ্গার ঘাটের জলে লবণের মাত্রা কোথাও ২০০ পিপিটি, কোথাও ২৮০। এটা মাত্রাতিরিক্ত। এভাবে বাড়তে থাকলে কলকাতাবাসীর জন্য ভয়ের বিষয়। তাঁর বক্তব্য, জলে লবণের মাত্রা বৃদ্ধি পেতে থাকলে ভবিষ্যতে পরিস্রুত করতে গিয়ে পুর ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট গুলিই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। স্বাভাবিকভাবে এর প্রভাব শহরবাসীর ওপর পড়বে। জল সংকট দেখা দিতে পারে। গঙ্গার জলে লবণাক্ত প্রভাব বা মাত্রা বেড়েছে এ ব্যাপারে কলকাতা পুরসভার জল সরবরাহ বিভাগও ওয়াকিবহল। তবে এখনই ভয় পাওয়ার মতো সময় আসেনি, মত সংশ্লিষ্ট বিভাগের। শহরে একটা বড় অংশের পরিস্রুত পানীয় জল সরবরাহ করা হয় পলতা শোধনাগার থেকে। এ ছাড়া গার্ডেনরিচ, ওয়াটগঞ্জ, জোড়াবাগান ও ধাপার জয় হিন্দ প্ল্যান্ট থেকে জল সরবরাহ করা হয়। পুর-জল সরবরাহ বিভাগেরএকআধিকারিক জানান, গঙ্গার জলে লবণাক্ততা যে বাড়ছে না তা বলব না। এতে অবশ্য প্ল্যান্টে কোনও ক্ষতির সম্ভাবনা এখনই দেখছি না। সেখানে উন্নতমানের মেশিনও রয়েছে। গঙ্গার জলে লবণাক্তভাব এত বাড়ছে কেন? এক্ষেত্রে পরিবেশ বিশেষজ্ঞরা বিশ্ব উষ্ণায়নকে দায়ী করছেন। পরিবেশ বিজ্ঞানীদের কথায়, বিশ্ব উষ্ণায়নে প্রতি বছরে ২৬৭ বিলিয়ন টন হিমবাহ গলছে। এতে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বছরে প্রায় ০.৭৪ মিলিমিটার করে বাড়ছে। স্বাতী নন্দী চক্রবর্তী জানান, সমুদ্রপৃষ্ঠেরএই উচ্চতা বৃদ্ধি গঙ্গায় নোনা জলের মাত্রা বেশি হওয়ার অন্যতম একটা কারণ। সমুদ্রের নোনা জল নদীতে এসে মিশছে। যে কারণে কলকাতায় গঙ্গার পাড়েও এখন ম্যানগ্রোভ গজিয়ে উঠছে। জলজ প্রাণীর ওপরও প্রভাব পড়বে। এখন যেমন ফরাক্কায় কুমির ঢুকে পড়ছে। অদূর ভবিষ্যতে কলকাতার গঙ্গায়ও কুমির ঘুরতে দেখা গেলে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই।

'ফিরে পাওয়া' প্রকল্পে ১৩০ জনের হাতে হারানো মোবাইল ফোন তুলে দিল হাওড়া সিটি পুলিশ

সুমন আদক, হাওড়া, ৪ মার্চ ঃ সাইবার সচেতনতার পাশাপাশি 'ফিরে পাওয়া' প্রকল্পে ১৩০ জনের হাতে হারানো মোবাইল ফোন তুলে দিল হাওড়া সিটি পুলিশ। হাওড়া সিটি পুলিশের অন্তর্গত ছয়টি থানা এলাকায় গত দু'মাসে হারিয়ে যাওয়া মোবাইল ফোন উদ্ধার করে ১৩০ জনের হাতে ফিরিয়ে দেওয়া হলো পুলিশের তরফ থেকে। সোমবার ওই কর্মসূচি নেওয়া হয়। হাওড়া সিটি পুলিশের ডিসি নর্থ বিশপ সরকার বলেন, 'ফিরে পাওয়া' হাওড়া সিটি পুলিশের একটি রুটিন প্রোগ্রাম। যত মোবাইল হারিয়ে যায় এই প্রোগ্রামের মাধ্যমে সেইসব মোবাইল ফোন আসল মালিকদের হাতে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। শেষ ২ মাস ধরে যা মোবাইল উদ্ধার হয়েছে সেই মোবাইল ফিরিয়ে দেওয়ার কার্যক্রম ছিল। এদিন ৬টি থানা মিলিয়ে মোট ১৩০টি মোবাইল ফেরত দেওয়া হয়েছে। এর সঙ্গে ছিল সাইবার সম্পর্কিত সচেতনতা শিবির। সাইবার ক্রাইমের ক্ষেত্রে সচেতনতার অভাব আছে। আমাদের চেষ্টা থাকে সচেতনতার জন্য বলতে থাকা। সাইবার অপরাধীদের মোডাস অপারেন্ডি সবসময় পরিবর্তন হচ্ছে। নতুন নতুন আসছে। আমাদের দায়িত্ব সাইবার ক্রাইমের নতুন নতুন স্টাইল সম্পর্কে সচেতন করা যাতে তাদের ফাঁদে কেউ পা না দেন। মোবাইলের ক্ষেত্রে তা হারিয়ে যেতে পারে। প্রতিটি থানায় টেকনিক্যাল টিম আছে। আমাদের দায়িত্ব হারিয়ে যাওয়া সেই মোবাইল উদ্ধার করে ফেরত দেওয়া। সাইবার অপরাধীরা যত পরিমানে টার্গেট করে ততো পরিমাণে সফল হয়না। পুলিশ সেই সম্পর্কে সকলকে সচেতন করবে। যাতে মানুষের কষ্টার্জিত অর্থ প্রতারিত না হয়। এটা দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা আছে। আমাদের এই সচেতনতা করে যেতে হবে। এটা একটা কনটিনিউয়াস প্রসেস।

গ্রেফতার হলেন সুতন্দ্রার গাড়ির চালক

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৪ মার্চ ঃ পানাগড় কান্ডে গ্রেফতার হলেন সুতন্দ্রা চট্টোপাধ্যায়ের গাড়ির চালক রাজদেও শর্মা। এর আগে পানাগড় কান্ডে গ্রেফতার হয়েছিলেন বাবলু যাদব। বারবার বয়ান বদলের জেরে এবার গ্রেফতার হলেন সুতন্দ্রার গাড়ির চালক। মঙ্গলবার সকালে চন্দননগর থেকে গ্রেফতার করে কাঁকসায় নিয়ে যাওয়া হয়। পানাগড় দুর্ঘটনায় চালকের বয়ানে অসঙ্গতি রয়েছে এমন দাবি এর আগেও করেন সুতন্দ্রার মা। কেন বার বার বয়ান বদল? তা তদন্তকারীদের খতিয়ে দেখার অনুরোধ করেন তিনি। প্রসঙ্গত, গত ২৪ ফেব্রুয়ারি পানাগড়ে গাড়ি দুর্ঘটনায় প্রাণ যায় চন্দননগরের বাসিন্দা, একটি ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট সংস্থার কর্ণধার সুতন্দ্রা (২৭)-র। প্রাথমিক ভাবে অভিযোগ ওঠে, কয়েক জন মত্ত যুবক একটি সাদা গাড়ি করে এসে সুতন্দ্রাদের নীল গাড়িটিকে বার বার ধাক্কা দেন। তার ফলেই উল্টে যায় সুতন্দ্রাদের গাড়ি। ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয় তরুণীর। ঘটনার পর পর এমনই দাবি করেছিলেন ঘটনার সময় সুতন্দ্রার গাড়িতে থাকা সহকর্মীরা এবং গাড়িচালক। কিন্তু দিন কয়েক পরেই নিজের বয়ান বদলান রাজদেও। তিনি দাবি করেন, '(সুতন্দ্রা) কথাতেই' ১০০ কিলোমিটার বেগে গাড়ি ছুটিয়েছিলেন! আর তাতেই দুর্ঘটনা।

সুন্দরবনের হোগল নদীর বাঁধে ধস

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,জয়নগর, ৪ মার্চ ঃ সুন্দরবনের বিস্তীর্ণ এলাকায় নদী বাঁধে ধস।আর এবার ধস নেমেছে সুন্দরবনের বাসন্তী ব্লকের পুর ন্দর গ্রামে। অন্তত তিনশো মিটারের বেশি এলাকা জুড়ে বাঁধে ধস নেমেছে। হোগল নদীর বাঁধে ধসের ঘটনায় এই এলাকার মানুষ যথেষ্ট আতঙ্কিত। হঠাৎ ধস নেমেছে নদী বাঁধে।এলাকার মানুষের দাবী, বারে বারে এই এলাকায় বাঁধে ধস নামলেও পাকাপাকি ভাবে বাঁধ মেরামতির কোন উদ্যোগ নেওয়া হয়নি।বর্তমানে বাঁধের যাপরিস্থিতি তাতে এলাকার সাধারণ মানুষ দুশ্চিন্তায় রয়েছেন।যেভাবে বাঁধে ধস নেমেছে তাতে দ্রুত বাঁধের মেরামতির কাজ শুরু না হলে অদূর ভবিষ্যতে বাঁধ ভেঙে গ্রামে জল ঢুকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে বিস্তীর্ণ এলাকা। অনেকদিন ধরেই এই বাঁধ লাগোযা এলাকার অবস্থা খারাপ। মাঝে মধ্যেই ভাঙনের ঘটনা ঘটে চলেছে। তবে এবার বড় আকারে ধস নেমেছে। যদিও আপাতত নদীবাঁধে ধস মেরামতি শুরু করেছে প্রশাসন। কয়েকদিন আগে অমাবস্যার কোটালে নদীর ঢেউয়ের ঝাপটায় এই বিপত্তি ঘটে। শালবল্লা দিয়েও মাটি ধরে রাখার কাঠামো তৈরি করে নদীর ধারে বসাচ্ছেন সেচ দফতরের কর্মীরা।এ ব্যাপারে প্রাক্তন সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী তথা বাসন্তীর বিধায়ক শ্যামল মণ্ডল বলেন, অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে কাজ চলছে। ক্ষতিগ্রস্ত জায়গায় দ্রুত মেরামত হয়ে গেলে আর সমস্যা হবে না। তবুও আশংকায় ভুগছে এলাকার মানুষ।

যাদবপুর নিয়ে বামদের হুঁশিয়ারি কুণালের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৪ মার্চ ঃ যাদবপুর কান্ডে বামদের হুঁশিয়ারি দিলেন তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ। সোমবার বেশি রাতে তিনি এক্সবার্তায় তাঁর মতামত লিখেছেন। কুণাল লিখেছেন, আমাদের শিক্ষামন্ত্রীর উপর হামলা করল বামেরা। আমাদের অধ্যাপকদের মারা হল। আমাদের সম্মেলন আক্রান্ত হল। তারপর নাটক করে মিথ্যা দোষারোপ। যারা মন্ত্রীর গাড়িতে তান্ডব করল, বেয়ে.উঠল, তাদের কেউ চাকায় 'পিষে যাওয়ার' গল্প ছড়ালো, তার এক্স রে থেকে সব কিছু রিপোর্টে নিশ্চিত যে 'পিষে' যায়নি। অথচ এই গল্প ছড়িয়ে গুন্ডামির চেষ্টা। আরজিকরের 'আমি সোমা বলছি' বা ১৫০ গ্রামের মত নাটকবাজি। আর তারপর এইভাবে শিক্ষামন্ত্রীর বাড়ি টার্গেট করে হামলার পরিকল্পনা। পুলিশ বাধা দেওয়ায় বিশৃঙ্খলাকারীদের আপত্তি। অপপ্রচার। গোষ্ঠীবাজি করে জেলা সম্পাদক হওয়া কমরেড বিপ্লবী সাজতে মন্ত্রীর বাড়ি টার্গেট করে প্রচারমুখী রাজনীতি করছেন। আগুন নিয়ে খেলবেন না। আমরা সংযত। কিন্তু আমাদের কর্মীরাও নজর রাখছেন। ২০১১ সালের আগের ঔদ্ধত্য, অসভ্যতা নতুন করে বরদাস্ত করা হবে না। বাড়ি টার্গেট করে রাজনীতি হলে মনে রাখবেন সব ক্রিয়ার বিপরীত প্রতিক্রিয়ার সম্ভাবনার দরজা খুলে যায়। মানুষের দরবারে প্রত্যাখাত, ০ পাওয়া দল, কটা আগাছা এনে গুন্ডামি করবে, আর চারটে ক্যামেরার সামনে নাটকবাজি করবে, এসব চললে পরবর্তী প্রতিক্রিয়ার জন্য তৃণমূলকে দায়ী করবেন না।

৮ ও ৯ মার্চ গ্রিন লাইনে পরিষেবা বন্ধ থাকবে

কলকাতা, ৪ মার্চ ঃ হাওড়া মযদান থেকে সল্টলেক সেক্টর ভি পর্যন্ত সমগ্র পূর্ব-পশ্চিম মেট্রো করিডোর (গ্রিন লাইন) তে যোগাযোগ ভিত্তিক ট্রেন নিযন্ত্রণ (সিবিটিসি) সিস্টেমের পরীক্ষার জন্য মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা ০৮.০৩.২০২৫ (শনিবার) এবং ০৯.০৩.২০২৫ (রবিবার) (দুই দিন, শনিবার এবং রবিবার) আরেকটি সম্পূর্ণ ট্র্যাফিক ব্লক মঞ্জুর করতে চলেছে। এই সময়ের মধ্যে কেবল পূর্ব-পশ্চিম করিডোরে কোনও পরিষেবা উপলব্ধ থাকবে না। ০৭.০৩.২০২৫ সন্ধ্যা এবং ১০.০৩.২০২৫ সকালে পরিষেবাগুলি আংশিকভাবে প্রভাবিত হবে। শেষ মেট্রো পরিষেবা ০৭.০৩.২৫ (শুক্রবার)গ্রিন লাইন - ১শিয়ালদহ থেকে সল্টলেক সেক্টর ভি পর্যন্ত সন্ধ্যা ৭,০৩ মিনিটে (২১,৩৫ টার পরিবর্তে)সল্টলেক সেক্টর ভি থেকে শিয়ালদহ পর্যন্ত সন্ধ্যা ৭,০৫ মিনিটে (২১,৪০ টার পরিবর্তে)গ্রিন লাইন-২এসপ্ল্যানেড এবং হাওড়া ময়দান থেকে সন্ধ্যা ৭,০০ মিনিটে (২১,৪৫ টার পরিবর্তে)প্রথম মেট্রো পরিষেবা ১০.০৩.২৫ (সোমবার)গ্রিন লাইন - ১সল্টলেক সেক্টর ভি থেকে শিয়ালদহ পর্যন্ত সকাল ৮,০৫ মিনিটে (০৭,০৫ টার পরিবর্তে)শিয়ালদহ থেকে সল্টলেক সেক্টর ভি পর্যন্ত সকাল ৮,১৫ মিনিটে (০৬,৫৫ টার পরিবর্তে)গ্রিন লাইন-২সকাল ৮,০০ মিনিটে। এসপ্ল্যানেড এবং হাওড়া ময়দান থেকে (সকাল ৭,০০ টার পরিবর্তে) ব্লু লাইনে পরিষেবা স্বাভাবিকভাবে পরিচালিত হবে। গ্রিন লাইন মেট্রোর যাত্রীদের অসুবিধার জন্য আমরা গভীরভাবে দুঃখিত।

জমি বিবাদে বারুইপুরে বিজেপি নেতাকে মার, অভিযোগ তৃনমূলের দিকে

দুরন্ত বার্তা,বারুইপুর, ৪ মার্চ ঃ বিজেপি নেতাকে মার, অভিযুক্ত তৃণমূল,তবে অভিযোগ অস্বীকার তৃণমূলের।ভোট যত এগিয়ে আসছে রাজনৈতিক মারামারি, জায়গা দখল সহ একাধিক গন্ডগোল তত বা।বে।এবার প্রাক্তন এক সেনাকর্মীকে বেধড়ক মারধরের অভিযোগ উঠল প্রতিবেশী দুই যুবকের বিরুদ্ধে। বারুইপুর পুরসভার ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের ঘটনা। গোবিন্দ মণ্ডল নামে প্রাক্তন ওই সেনাকর্মী বিজেপি নেতা হিসেবে পরিচিত। অন্যদিকে, অভিযুক্ত সুব্রত ও প্রিযব্রত তৃণমূল কংগ্রেসের সমর্থক। বিজেপির দাবি,প্লান করেই তাদের নেতাকে মারধর করা হয়েছে। দলের তরফে পুলিশকে জানানো হয়। পুলিশ ব্যবস্থা না নিলে বৃহত্তর আন্দোলনের হুমকি দেন স্থানীয় নেতৃত্বে। তৃণমূল অবশ্য অভিযোগ মানেনি। এ ব্যাপারে স্থানীয় কাউন্সিলার তৃনমূল কংগ্রেসের নেতা স্বপন মন্ডল বলেন, পারিবারিক অশান্তির জেরেই এই ঘটনা ঘটেছে। এই ঘটনার সঙ্গে রাজনীতির কোনও সম্পর্ক নেই। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায় , বারুইপুর পৌরসভার ১৫ নম্বর ওয়ার্ডে একটি জায়গা নিয়ে গোবিন্দর সঙ্গে অভিযুক্তদের ঝামেলা চলছিল দীর্ঘদিনের। গোবিন্দর দাবি, তাঁর জায়গা দখল করার চেষ্টা করছেন অভিযুক্তরা। বিষয়টি নিয়ে তিনি আদালতের দ্বারস্থ হন। আর আদালতের তরফে অভিযুক্তদের সরে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছে বলে দাবি তাঁর। এর পরেই সোমবার ওই দুই যুবক আচমকাই তাঁর উপর আক্রমণ চালায় বলে অভিযোগ। লোহার রড দিয়ে এলোপাথাড়ি মারা হয়। ঘটনায় গুরুতর জখম হন গোবিন্দ। তাঁকে বারুইপুর মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখান থেকে তাঁকে চিত্তরঞ্জন হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। তবে পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে বারুইপুর থানার পুলিশ।

পারিবারিক কলহের জন্য 'প্রহৃত' ছাত্র পরীক্ষায় এবার আর বসা হলো না

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৪ মার্চ ঃ পারিবারিক কলহের জেরে 'প্রহৃত' ছাত্র। উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় এবার আর বসা হলোনা, ঘটনায় হতাশা পরিবারেই। ডোমজুড়ের সলপের ঘটনায় চাঞ্চল্য। পারিবারিক কলহের জেরে প্রহৃত হয়ে গুরুতর জখম হওয়ায় উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় বসতে পারলো না এক পরীক্ষার্থী। হাওড়ার ডোমজুড়ের সলপ-২ নম্বর পঞ্চায়েতের ওই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। জানা গেছে, গত ২৬ ফেব্রুয়ারি পারিবারিক বিবাদের জেরে কাকা ও খুড়তুতো ভাইয়ের হাতে প্রহৃত হন ওই ছাত্র।

বন্যা রোধে ইছামতীর নাব্যতা বৃদ্ধির উদ্যোগ রাজ্য সরকারের

সৌরভ দাশ,বসিরহাট,৪ মার্চ ঃ মৃতপ্রায় ইছামতী নদী কে বাঁচানোর উদ্যোগ রাজ্য সরকারের। বসিরহাট , হাসনাবাদ , স্বরূপনগর , বাদুড়িয়া সহ বিভিন্ন এলাকায় পলি জমে, চর পড়ে ক্রমেই মজে যাচ্ছে ইছামতী। ফলস্বরূপ প্রায়শই নদীর জল উপছে ঢুকছে নদী তীরবর্তী গ্রামে। জলের চাপে নদীর দুপাশে বাঁধ ভাঙছে, ক্ষতির মুখে পরতে হচ্ছে নদী তীরবর্তী এলাকার মানুষ কে। নদীর নব্যতা হ্রাস পাওয়ায় বন্যার প্রকোপ বাড়ছে, এই সমস্যা সমাধানে নদীর নাব্যতা বৃদ্ধির জন্য নদী থেকে পলি মাটি ও বালি তোলার পরিকল্পনা গ্রহন করেছে রাজ্য সরকার। এই পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে-টেন্ডার ডেকে বরাদ দেওয়া হবে সরকারের তরফে। পরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষে মঙ্গলবার বসিরহাটের ইছামতী নদীতে পরিদর্শন করলেন জেলা পরিষদের সভাধিপতি নারায়ণ গোস্বামী সহ সেচ দপ্তরের আধিকারিকরা । উপস্থিত ছিলেন বসিরহাট মহকুমা শাসক দপ্তরের আধিকারিক ও বসিরহাট পৌরসভার পৌরপ্রধানা সহ অন্যান্নরাও। পর্যবেক্ষন শেষে জেলা পরিষদের সভাধিপতি নারায়ণ গোস্বামী বলেন, নদীর পলি তোলা বা নদীর কাজ করা কেংদ্রীয় সরকারের কাজ তবে কেন্দ্র সরকার দীর্ঘদিন ধরে এই কাজ করছে না।

ntc industries limited
CIN : L70109WB1991PLC053562
Regd.Office: 149, B.T. Road, Kamarhati,
Kolkata-700 058, Ph: +91 7595046813,
e-mail id: investors@ntcind.com, Website: www.ntcind.com

অতিরিক্ত সাধারণ সভার নোটিশের সংশোধনী

এটি ১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ তারিখের নোটিশের প্রেক্ষিতে যা কোম্পানির অতিরিক্ত সাধারণ সভা (ইজিএম) আহ্বানের জন্য সদস্যদের কাছে বৃহস্পতিবার, ১৩ মার্চ, ২০২৫ তারিখ সকাল ১১,৩০ মিনিটে(আইএসটি) ভিডিও কনফারেন্সিং (ভিসি)অন্যান্য অডিও-ভিজ্যুয়াল মাধ্যম (ওএভিএম) এর মাধ্যমে পাঠানো হয়েছিল। ব্লক্সগ নোটিশটি ইতিমধ্যেই কোম্পানি আইন, ২০১৩ ('আইন') এর বিধান অনুসারে (আইনের অধীনে প্রণীত নিয়ম এবং কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া কর্তৃক ১৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ তারিখে জারি করা সার্কুলার অনুসারে) কোম্পানির সদস্যদের কাছে পাঠানো হয়েছে।
এখানে সংশোধনীর সংশোধনতথ্যের একটি অংশ দেওয়া হল যা ইজিএম নোটিশের অংশ হবেঃ শেয়ারহোল্ডিং প্যাটার্নের পরিসংখ্যানগুলি এই ধারণার উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে যে সমস্ত প্রস্তাবিত ইক্যুইটি শেয়ার যথাক্রমে শেয়ারহোল্ডারদের রেজোলিউশন নং ৬ উপ-পয়েন্ট নং ৯ এবং ১০ অনুসারে সাবস্ক্রাইব করা হবে এবং পরবর্তীকালে সমস্ত ইক্যুইটি শেয়ার ব্যবহার করা হবে বা ইক্যুইটি শেয়ারে রূপান্তরিত হবে। তবে, যদি কোনও ইক্যুইটি শেয়ার বা ওয়ারেন্ট সাবস্ক্রাইব না করা থাকে বা ব্যবহার না করা থাকে, তাহলে পরিসংখ্যানগুলি সেই অনুযায়ী সমন্বয় করা হবে।
ইজিএম নোটিশের এই সংশোধনীটি ইজিএম নোটিশের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হবে, যা ইতিমধ্যেই কোম্পানির শেয়ারহোল্ডারদের কাছে প্রচার করা হয়েছে এবং এই তারিখ থেকে, ইজিএম নোটিশটি সর্বদা এই সংশোধনীর সাথে একত্রে পঠিত হবে। ইজিএম নোটিশের অন্যান্য সমস্ত বিষয়বস্তু, এই সংশোধনী দ্বারা পরিবর্তিত বা পরিপূরক ব্যতীত, অপরিবর্তিত থাকবে।
ইজিএম এবং সংশোধনীর বিজ্ঞপ্তি কোম্পানির ওয়েবসাইট https:www.ntcind.comboard-and-general-meeting-intimations এও পাওয়া যাবে। এই তথ্য ন্যাশনাল সিকিউরিটিজডিপোজিটরি লিমিটেড (এমএসএডি)এর ওয়েবসাইট www.evoting.nsdl.com এবং স্টক এক্সচেঞ্জ যেমন, বিএসই লিমিটেড এবং ক্যালকাটা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড -এর ওয়েবসাইট যথাক্রমে https:www.bseindia.com এবং https:www.cse-india.com এও পাওয়া যাবে।

স্থানঃ কলকাতা
তারিখ ঃ ৫ মার্চ, ২০২৫

এনটিসি ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের জন্য
সাক্ষর-অনুশ্রী চৌধুরী
কোম্পানি সচিব এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
৩০ বর্ষ, দৈনিক ৯৪ সংখ্যা, বুধবার ২০ ফাল্গুন ১৪৩১

বিজ্ঞাপনে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ

বীন্দ্রনাথ কখনও বিজ্ঞাপনের মডেল হননি বটে। কিন্তু বিজ্ঞাপনদাতারা রবীন্দ্রনাথের থেকে তাদের পন্যের জন্য প্রশংসা সম্বলিত অভিমত পেতে তাঁর কাছে নিয়মিত দরবার করতেন। 'গোদরেজের' মত বিখ্যাত ভারতীয় কোম্পানি কবিকে দিয়ে একটি অভিমত লিখে নেয় তাদের সাবান সম্বন্ধে। কবি সানন্দে লিখে দিয়েছিলেন, গডরেজ সাবানের তুলনায় কোন বিদেশীয় সাবান এত উৎকৃষ্ট আছে কিনা তাহা আমার জানা নেই। ভবিষ্যতে আমি গডরেজ সাবান ব্যবহার করব বলিয়া স্থির করিয়াছি। রবীন্দ্রনাথের এই অভিমত বিজ্ঞাপন হয়ে বেরিয়েছিল ২৮ডিসেম্বর ১৩৩৫ সালে।বিরাট এক মিষ্টির হাড়ি নিয়ে একজন রবীন্দ্রনাথের কাছে হাজির হয়েছেন। না কবিতা,গল্প,নাটক দেওয়ার অনুরোধে নয়, অভিনব তাঁর আবদার। ভদ্রলোকের দোকানের মিষ্টি খেয়ে রবি কবিকে লিখে দিতে হবে অভিমত। এই বলে 'জলযোগ' নামের মিষ্টির দোকানের মালিক খানকতক সন্দেশ একটা প্লেটে তুলে কবির দিকে এগিয়ে দিলেন। আরেকটা হাঁড়ি থেকে বের করলেন চিনি পাতা দই। ভদ্রলোকের চাপাচাপিতে কবিকে দই; সন্দেশ দুই রকমের মিষ্টি খেতে হল। কবি লিখে দিলেন 'জলযোগ'-এর মিষ্টান্ন পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম। তৃপ্তিলাভ করিয়াছি। ইহার বিশেষত্ব আছে সেজন্য ইহা আদরনীয়। সেই সঙ্গে যে দধি সেবন করিলাম তাহা বিশেষ প্রশংসার যোগ্য।। নীচে রবীন্দ্রনাথের সাক্ষর। দেশের প্রখ্যাত কোম্পানি থেকে মিষ্টির দোকানদার সবার ওই একই আবদার কবি তাদের পন্যের প্রশংসা করে কয়েকটি লাইন লিখে দেবেন। বলা বাহুল্য অনেকের আবদার রবীন্দ্রনাথ রক্ষা করেছেন। কবির অভিমত নিয়ে মিষ্টি থেকে সাবান,কুন্তলীন তেল,স্নো,পাওডারের বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়েছে সমসাময়িক নানা পত্র পত্রিকায়। একবার 'শ্রীঘৃত' কোম্পানির কয়েকজন রবীন্দ্রনাথের কাছে এসে সেই একই রকম আবদার করলেন, তিনি যদি তাদের ঘি নিয়ে দু'কলম লিখে দেন। দই,সন্দেশ নিয়ে আমরা কবির অভিমত জেনেছি,চলুন এবার দেখি 'ঘি' নিয়ে বিজ্ঞাপনে কবি কি বললেন, রবীন্দ্রনাথ তাদের লিখে দিয়েছিলেন; 'বাংলাদেশে ঘৃতের বিকারের সঙ্গে সঙ্গে যকৃতের বিকার দুর্নিবার হয়ে উঠেছে। শ্রীঘৃত এই দুঃখ দূর করে দিয়ে বাঙালীকে জীবনধারনে সহায়তা করুক এই কামনা করি। ১লা বৈশাখ ১৩৪৪ শ্বরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর'শ্ববলা বাহুল্য এই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়েছিল সেকালের বিখ্যাত 'প্রবাসী'পত্রিকায়। 'কুন্তলীন' তেলের তখন ভীষণ কদর সেই সময়,রবীন্দ্রনাথ নিজেও এই তেল মেখেছেন। সাহিত্য রসিক প্রখ্যাত বাঙালি হেমেন্দ্রমোহন বসু এই তেলের প্রস্তুতকারক। রবীন্দ্রনাথের সাথে তাঁর সখ্য ছিল। এই সংস্থার তেল প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ অভিমতে লিখেছিলেন, কুন্তলীন তেল আমরা দুইমাস কাল পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি। আমার কোন আত্মীয়ের বহুদিন হইতে চুল উঠিয়া যাইতেছিল কুন্তলীন ব্যবহার করিয়া এক মাসের মধ্যে তাহার নতুন কেশোদগম হইয়াছে। এই তেল সুবাসিত এবং ব্যবহার করিলে ইহার গন্ধ ক্রমে দুর্গন্ধে পরিণত হয় না। নীচে সাক্ষর রবীন্দ্রনাথের। 'বাংলার বানী'পত্রিকায় প্রকাশিত।

দক্ষ অভিনেতা কেষ্ট মুখার্জি

কিংবদন্তি চিত্র পরিচালক ঋত্বিক ঘটক কেষ্ট মুখার্জিকে আবিষ্কার করেছেন বললে অত্যুক্তি হয় না। 'নাগরিক' ছবির শ্যুটিং শেষ হয় ১৯৫২ সালেই কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে যখন ছবিটি মুক্তি পায় ততদিনে ঋত্বিক - প্রয়াত হয়েছেন । পরপর অভিনয় করেছেন অনেকগুলি বাংলা ছবিতে যেমন 'বাড়ি থেকে পালিয়ে',যুক্তি তক্কো আর গপ্পো,'অযান্ত্রিক'। পরিচালক অসিত সেনের ডাকে বলিউড গেলেন ।'মা অউর মমতা'ছবিতে মাতালের ভূমিকায় অভিনয় করে বেশ জনপ্রিয়তাও পেলেন,এরপর একটার পর একটা হিন্দি ছবি আর কেষ্ট মুখোপাধ্যায়ের জন্য বরাদ্দ মাতালের চরিত্র। যখনই সিনেমার পরিচালকদের কোন মাতাল চরিত্রের প্রয়োজন হয়েছে তখনই পরিচালকরা কেষ্ট মুখার্জির কথা ভেবেছেন। দ্বিতীয়বার অন্য কারও কথা ভাবতেই হয়নি তাদের। অথচ কেষ্ট মুখার্জি জীবনে কখনও মদ ছুঁয়ে দেখেননি। মদ্যপের চরিত্রে চুটিয়ে অভিনয় করেছেন। তাঁর চেহারা দেখামাত্রই হেসে গড়িয়ে পড়তেন দর্শক। ৩০ বছরের দীর্ঘ অভিনয় জীবনে ৯০টিরও বেশি ছবিতে কাজ করেছেন কেষ্ট। এর মধ্যে অধিকাংশ ছবিতেই মদ্যপের চরিত্রে দেখা গিয়েছে তাঁকে। তারপরে একটু বয়স হয়েছে তাদের অনেকেই বলেন কেষ্ট মুখার্জি ছবিতে আছেন কিনা দেখে তবে সিনেমা হলে ঢুকতেন। অনেকেই হয়ত বিশ্বাস করবেন না যে, কেরিয়ারের প্রথম হিন্দি ছবিতে 'স্টিট ডাক্তার'-এর চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন কেষ্ট। সেই ছবি ছিল ঋষিকেশ মুখোপাধ্যায়ের 'মুসাফির'। অনেক ছবিতে ভিন্নমুখী চরিত্রে অভিনয় করে অভিনেতা কেষ্ট মুখার্জি বোঝাতে পেরেছিলেন আসলে তিনি অভিনয়টা জানেন। 'পরিচয়' ছবিতে অনেকগুলি দুষ্টু বাচ্চার গৃহশিক্ষকের ভূমিকায় তাঁর অভিনয় মনে রাখবেন সবাই। বিখ্যাত সব হিন্দি ছবি 'জঞ্জির','আপ কি কসম','শোলে' ছবিতে কেষ্ট মুখার্জির অভিনয় বোধহয় ভুলতে পারা অসম্ভব। রাজ কাপুরের সঙ্গে 'জিতা দিল', 'তিসরি কসম' ছবিতে অভিনয় করে তিনি বলিউডের একজন গণ্যমান্য কমেডিয়ান হয়ে উঠেছিলেন। ছবিতে তাঁর চরিত্র খুবই খুব অল্প সময়ের জন্য হলেও বিপুল জনপ্রিয়তা লাভ করেছিলেন। অনেক ছবিতে অভিনয় করলেও কেষ্ট মুখার্জি নিজে বলতেন সবথেকে বেশি আনন্দ পেয়েছেন 'শোলে' ছবিতে অভিনয় করে। 'শোলে', 'চুপকে চুপকে'র মত বড় বাজেটের ছবিতে নিয়মিত দেখা যেত কেষ্টকে। কিশোর কুমারের সাথে ঘনিষ্ঠ সখ্য ছিল। ১৯৭৯ সালে 'গোলমাল' ছবিতে কেষ্ট মুখার্জি, উৎপল দত্তের সঙ্গে অভিনয় করা একটি হাসির দৃশ্য আজও সবাই মনে রেখে দিয়েছেন। কেষ্ট মুখার্জির প্রয়াণ দিবস উপলক্ষে তাঁকে স্মরণ।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

ধর্ম হচ্ছে মানুষের বাহিক রূপ। তাকে জীবন সত্যে পরিণত করতে হয়। ধর্মকে সত্যপথে পরিচালিত করতে হয়। না হলে ধর্ম এক সময়ে মানুষের বিরুদ্ধাচারণ করতে থাকবে। মাই সর্ব সর্বশক্তিমান। যিনি মাতৃশক্তি লাভ করতে পেরেছেন তিনি অপদেবতাকে পরাস্ত করতে পেরেছেন। সেই কারণে দরকার মাতৃশক্তিকে অর্জন করা।। বলুন, মা শক্তি দাও। জ্ঞান দাও। বুদ্ধি দাও। ভক্তি দাও। মায়ের আশির্বাদ গ্রহণ করতে হবে। মা ভবতারিনী সবাইকে শক্তি দিয়ে থাকেন। শক্তিকে গ্রহণ করে মানব সভ্যতার বিকাশে জন্য কাজ করে যেতে হবে।

সাধক রামপ্রসাদ

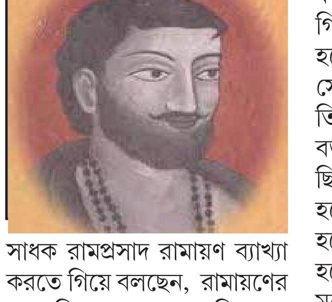

সাধক রামপ্রসাদ রামায়ণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন, রামায়ণের মধ্যে দিয়ে রামচন্দ্র সে সহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়েছেন সেটাই হচ্ছে ভারতীয় আদর্শ। যুদ্ধের দিন মাথা ঠাণ্ডা করে লড়াই করতে হবে। মাথা ঠাণ্ডা না করে লড়াই করলে যুদ্ধে জেতা একেবারে অসম্ভব। রাবণ রামের চেয়ে বড় যোদ্ধা ছিলেন। কিন্তু তিনি মাথা গরম করেছেন এবং অন্যায় করেছেন। অন্যায় করেছেন বলেই তাঁর স্ত্রী তাঁকে ভর্ৎসনা করেছেন। রাবণ শক্তি দম্ভ দেখাতে গিয়েছিলেন। শক্তি দম্ভ দেখালে হবে না। ধৈর্য ধরতে হবে। রাবণ শক্তি দম্ভ দেখিয়েছিলেন বলেই তিনি পরাজিত হলেন। মেঘনাদ বড় যোদ্ধা ছিলেন। বড় যোদ্ধা ছিলেন কুম্ভকর্ণ। তারা বড় বড় বীর হয়েও রামচন্দ্রের কাছে পরাজিত হচ্ছে অহংকার। এর একটি মাত্র কারণ হচ্ছে অহংকার। অহংকার পতনের মূল কারণ। মেঘনাদের কোনও অহংকার ছিল না। তিনি দাদার ইজ্জত রক্ষা করতে গিয়ে প্রাণ দিলেন। বিভীষণ দাদাকে বুঝিয়ে ছিলেন। কিন্তু দাদা রাবণ সেই কথা কান না দিয়ে তিনি অন্যায়ভাবে সীতাকে হরণ করেছিলেন। সীতা হরণ করতে রাবণ বিপদে পড়ে।

বাংলার লোক দেবী মা শীতলা সঙ্গে অনার্য এবং আর্য মিলন ঘটে যায় পুরাণ কাল থেকেই যা আজও বহাল

রবীন্দ্রকুমার শীল

এখনও পর্যন্ত সব লোক সাংস্কৃতিক গবেষকই শীতল দেবীকে একজন লৌকিক দেবী বলে সাব্যস্ত করেছেন বলে দেখতে পাওয়া যায়। এই লৌকিক দেবদেবীরা কিভাবে সৃষ্টি হয়েছেন? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা চলে যে, সুদূর অতীত থেকেই প্রত্যক্ষ জ্ঞানের অভাবের ফলে মানুষ বিভিন্ন কাল্পনিক বস্তুর সঙ্গে একটা কার্যকারণ যোগসূত্র স্থাপন করে এসেছে। সাধারণতঃ কোন কিছু নিয়ে অত্যধিক ভয়ই এই সম্বন্ধ স্থাপনের মূলে প্রেরণার সঞ্চার করে থাকে। আর এভাবেই অতীতে বাংলা তথা ভারতের লৌকিক দেবদেবীদের সৃষ্টি হয়েছিল। দেবী শীতলা সম্পর্কেও গবেষকদের এই বক্তব্য প্রযোজ্য। তাঁদের মতে,

অতীতের কোন একসময়ে বসন্ত-রোগের কারণ ও উপশমের উপায় নির্ণয় করতে না পেরেই মানুষ শীতলা দেবীর সৃষ্টি করেছিল। যদিও পিচ্ছিলাতন্ত্রে ও স্কন্দপুরাণে এই দেবীর উল্লেখ রয়েছে বলে দেখা যায়, কিন্তু তবুও অতীতে ইনি আর্যেতর সমাজের দেবী ছিলেন। বর্তমানে শুধু বাংলায় নয়, ভারতের বিভিন্ন জায়গায় ভিন্ন ভিন্ন নামে এই দেবীর অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। তবে এর মধ্যে শুধুমাত্র দাক্ষিণাত্যের শীতলম্মাদেবীর সঙ্গে শীতলা নামের মিল দেখতে পাওয়া যায়। গবেষকদের মতে, যদিও ষষ্ঠী, শীতলা ও লক্ষ্মীর বিষয়ে পাঁচালি-সাহিত্য প্রায় একইসময়ে রচিত হতে আরম্ভ হয়েছিল, তবুও সাহিত্যের বিষয়বস্তু হওয়ার বহু আগে থেকেই ষষ্ঠী ও লক্ষ্মী বিভিন্ন সাহিত্যে সসম্মানে উল্লিখিত হতে আরম্ভ হলেও, শীতলার কিন্তু তেমন ধরণের কোন উল্লেখ কোথাও দেখতে পাওয়া যায় না। অনেকের মতে, লক্ষ্মী ও ষষ্ঠীর সঙ্গে আদিম কৃষি-সমাজের যোগ থাকবার কারণে তাঁরা তাড়াতাড়ি সভ্য সমাজে প্রবেশ লাভ করতে পেরেছিলেন, কিন্তু শীতলা তেমন কিছু করতে পারেননি। এর কারণ হিসেবে বলা চলে যে, শীতলা শব্দটি শুধু যে অনার্য তাই নয়, বস্তুতঃ শীতলার মূর্তি-পরিকল্পনার মধ্যেও অনার্য ছাপই সুস্পষ্টভাবে দেখতে পাওয়া যায়। এমনকি বর্তমানেও শীতলার পূজারী ব্রাহ্মণরা মূলতঃ গ্রহবিপ্র এবং সাধারণতঃ নিম্নতর সমাজেই শীতলা-দেবীর সমধিক প্রভুত্ব দেখা যায়। একইসাথে একথাও উল্লেখ্য যে, যদিও পিচ্ছিলাতন্ত্রে, স্কন্দ পুরাণে ও স্তবকবচমালায় শীতলার ধ্যানমূর্তির নিদর্শন রয়েছে, তবুও কিন্তু সাধারণতঃ শিলাখণ্ডেই শীতলার পূজা করা হয়ে থাকে। এই প্রস্তর পূজা আসলে ভারতের অনার্য সংস্কারেরই দ্যোতক। শীতলার যে মূর্তিটি এখন দেখা যায়, সেটি পরবর্তীকালের কল্পনা ছিল।

অতীতে ময়ূরভঞ্জের ধর্মমন্দিরের সংলগ্ন যে শীতলামূর্তির পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল, সেটার সঙ্গে গবেষকরা পিচ্ছিলাতন্ত্রে বর্ণিত শীতলার ধ্যান ও মূর্তির সাদৃশ্য দেখতে পেয়েছিলেন। এছাড়া নেপালের প্রায় প্রত্যেক ধর্মচৈত্যেই শীতলার মূর্তি দেখতে পাওয়া যায়। আর বাংলার বহু জায়গাতেই শীতলাতলা ও ধর্মরাজতলা সংলগ্ন বলে দেখা যায়। শীতলা ও ধর্মের মধ্যেকার এই সম্বন্ধের জন্য আজও অনেকেই শীতলাকে বৌদ্ধ হারীতীর সঙ্গে এক বলে মনে করে থাকেন। ধর্মের সঙ্গে বৌদ্ধধর্মের সম্বন্ধ থাকলে তাঁদের এধরণের অনুমান করা হয়ত অসঙ্গত বলে মনে হত না। কিন্তু ধর্ম মূলতঃ সূর্য দেবতা। তাছাড়া যে হারীতীর সঙ্গে শীতলার সম্পর্ক স্থাপন করবার চেষ্টা করা হয়েছে, তাঁর সঙ্গে আদৌ বসন্তরোগের কোন ধরণের সম্পর্ক ছিল কিনা; একথা নিশ্চিতভাবে বলা সম্ভব নয়। অতীতে হারীতী মূলতঃ শিশুমারীনিবারক এবং সন্তানদাত্রী দেবীরূপে পরিচিত ছিলেন। তিনি হলেন যক্ষিণী, কুবেরের স্ত্রী। এছাড়া তাঁর মূর্তির সঙ্গে শীতলার ধ্যানস্থ মূর্তিরও কোন সাদৃশ্য দেখতে পাওয়া যায় না। তবে হারীতীর সঙ্গে একাধিক সন্তানের বিদ্যমানতা লক্ষ্য করা যায়, আর অতীতে পশ্চিমবঙ্গের কোন কোন জায়গায় শীতলা-মূর্তির সঙ্গেও সন্তান লক্ষ্য করা যেত। এথেকে অনেক গবেষক অনুমান করেন যে, অতীতের কোন একসময়ে হারীতী ও ষষ্ঠীর প্রথমদিকের ক্ষতিকারক গুণের প্রভাব শীতলার উপরে পড়েছিল।

বাংলার বহু জায়গায় ধর্মতলা ও মনসাতলা একত্র সংলগ্ন বলে দেখা যায়। এমনকি আজও অনেক জায়গায় মনসামূর্তিতেই শীতলা পূজা করবার বিধি প্রচলিত রয়েছে। তাছাড়া অতীতে বাংলাতে অনেক জায়গাতেও মনসা মূর্তির সঙ্গেও মানব সন্তানের দেখা পাওয়া যেত। সুতরাং এদিক থেকে একই রকমভাবে শীতলার সঙ্গেও সন্তানের যোগসূত্র স্থাপন করা যেতে পারে। মনসার আরেক নাম হল কানি। দুর্ভাগ্যের প্রতীকরূপে কানির উল্লেখ করা হয়েছিল বলে দেখা যায়। অনেকের মতে, মনসার এই কানি রূপটিই পরে শীতলাযা পরিণতি পেয়েছিল; এবং মনসা ও শীতলার মূর্তি এক ধরণের হওয়ার মধ্যে এই ইঙ্গিতই রয়েছে। এছাড়া শীতলার ক্ষতিকারক বৈশিষ্ট্যটিও এপ্রসঙ্গে স্মরণীয়।

অতীতে বিক্রমপুর অঞ্চল থেকে একটি পর্ণশবরীর মূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছিল। সধনমালা গ্রন্থে এই দেবীর যে ধ্যান পাওয়া যায়, সেটা এরকম ঃ তপর্ণশবরীং হরিতাং ত্রিমুখাৎ ত্রিনেত্রাং ষড়ভুজাং কৃ ষওশুক্ল দক্ষিণবামাননাং বজ্রপরশুশরদক্ষিণ করত্রয়াং কামু কপত্রচ্ছটাসপাশতর্জনীবামকরত্রয়াং সক্রোধহসিতাননাং নবযৌবনবতীং সপত্রমালাব্যাঘ্রচর্মনিবসনা মীষল্ল লম্বোদরীং উর্ধ্ব সংযতকেশীং অধো ৎশেষরোগমারীপদাক্রান্তাং অমো ঘসিদ্ধিমুকুটীম্।

উল্লেখ্য যে, পর্ণশবরী হলেন বৌদ্ধতান্ত্রিক দেবী, এবং বৌদ্ধশাস্ত্রে গণেশ হলেন বিঘ্নসৃষ্টিকারী দেবতা। তাঁকে এই মূর্তির নিম্নদেশে দেখতে পাওয়া যায়। এছাড়া এই মূর্তির পায়ের কাছে রোগাক্রান্ত এমন কয়েকটি মুমূর্ষু মানুষকে দেখা যায়, যাঁদের গায়ে চাকাচাকা দাগ, অর্থাৎবসন্ত-রোগের চিহ্ন রয়েছে। আর এই মূর্তির কাছ থেকে একজন বামদিকে গর্দভ পৃষ্ঠে ও আরেকজন ডানদিকে অশ্বপৃষ্ঠে পলায়ন করছেন বলে নজরে পড়ে। তাছাড়া কলকাতার জাতীয় সংগ্রহশালায় যে প্রাচীন পর্ণশবরী মূর্তিটি রক্ষিত রয়েছে, তাতে দেখা যায় যে, মূর্তির বাঁ পায়ের নিচে ভূশয্যাশায়ী গণেশ দলিত হচ্ছেন। আর সাধনমালায় পর্ণশবরীর এই মূর্তির যে ধ্যান পাওয়া যায়, সেটা এরকম ঃ অধো বিঘ্নান্ নিপাত্য সিতপদ্মচন্দ্রাসনে প্রত্যালীঢ়স্থাং হৃদ্বাম মুষ্টি -তর্জন্যাধো বিঘ্নগণান্ সন্তর্জ্য দক্ষিণবজ্রমুষ্টি প্রহারা ভিনয়ান।

গবেষকদের মতে, এই দুই বৌদ্ধ দেবতার সঙ্গে শীতলার সম্বন্ধ থাকা বিচিত্র কিছু নয়। শীতলাকে পূজা করলে বসন্ত ব্যাধি নিবারিত হয়, এই ধারণার মূলে শীতলার মারীনাশক গুণ বর্তমান রয়েছে। অন্যদিকে বিক্রমপুরের পর্ণশবরী মূর্তির সঙ্গেও বসন্তরোগ ও গাধার অস্তিত্ব লক্ষ্যণীয়।

আরও লক্ষ্য করবার বিষয় হল যে, কামরূপ কামাখ্যার দশমহাবিদ্যার অন্তর্গত ধূমাবতী মূর্তির হাতেও সুর্প দেখতে পাওয়া যায়। অতীতের কোন একসময়ে বাংলাতেও হিন্দুতান্ত্রিকতার বিশেষ প্রাধান্য ছিল। সুতরাং হিন্দুতান্ত্রিক স্মারক চিহ্নরূপে পরে শীতলার সঙ্গে এই সুর্প এসে যুক্ত হয়েছে কিনা, একথা বলা সম্ভব নয়। এপ্রসঙ্গে পিচ্ছিলাতন্ত্রে শীতলার স্থান লক্ষ্যণীয়।

একই সাথে ইতিহাস একথাও বলে যে, অতীতে একটা দীর্ঘসময় ধরে এদেশে জ্যেষ্ঠাদেবীর পূজার প্রচলন ছিল। এমনকি খৃষ্টীয় ষষ্ঠ-সপ্তম শতাব্দীতেও এই দেবীর মূর্তিনির্মাণের পরিচয় ইতিহাস থেকে পাওয়া যায়। মার্কণ্ডেয় পুরাণের দেবীমাহাত্ম্য অংশে এই দেবীকে সবধরণের সর্বনাশ ও বিঘ্নসৃষ্টিকারিণী অলক্ষ্মী দেবী বলা হয়েছে বলে দেখা যায়। এই দেবীরও বাহন হলেন গাধা এবং অস্ত্র হল ঝাঁটা। তাই শীতলার বাহন গাধা ও অস্ত্র ঝাঁটা হওয়ার মূলে এই দেবীর প্রভাব থাকাও বিচিত্র কিছু নয় বলেই গবেষকরা মনে করে থাকেন। তবে এক্ষেত্রে লক্ষ্য করবার বিষয় হল যে, এখনও পর্যন্ত জ্যেষ্ঠাদেবীর যতগুলি প্রাচীন মূর্তি পাওয়া গিয়েছে, সেগুলির বেশিরভাগই দাক্ষিণাত্যের। আর দাক্ষিণাত্যের শীতলম্মা হলেন বসন্ত-রোগের দেবী। (ক্ষুদ্রত্র— ঠ্ম দ্র ছ্ব— ত্মন্ড জত্বদ্র— দ্রত্ত্বখদ্মাত্ত ঋদ্রদ্ব— থ্নঠ্টখদ্র, ঞ্চ-৩৯৩৺৩৯৫) অন্যদিকে উড়িষ্যায় এবং দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গেই এখনও পর্যন্ত বেশীরভাগ শীতলামূর্তির সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। কিন্তু দাক্ষিণাত্যের শীতলম্মার কোন মূর্তি নেই, সেখানে তাঁকে পাথরে পূজা করা হয়। আর তাই জ্যেষ্ঠাদেবীর গাধা ও ঝাঁটা নিয়ে এই শীতলম্মাই অতীতের কোন একসময়ে শীতলারূপে উড়িষ্যায় ও বাংলায় প্রবেশ করেছিলেন কিনা; একথা বলা সম্ভব নয়। শীতলা পুজো এখন বাংলায় রমরম করে চলে। কেউ কেউ আবার মায়ের কৃপা পাওয়ার জন্য ডণ্ডি খাটে। রাস্তায় শুয়ে শুয়ে মা শীতলার কাছে উপস্থিত হয়ে প্রার্থনা লাভ করার ইচ্ছা প্রকাশ করে। এই কঠিন আজও বহাল।

লেখক ঃ রানা চক্রবর্তী।

নাসা থেকে সরছে না রাশিয়া

মহাকাশ গবেষনা নাসা থেকে সরছে না রাশিয়া। রাশিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল যে তারা ২০২৪ সালে আন্তর্জাতিক স্পেশ স্টেশন থেকে নাম প্রত্যাহার করে নেবে। তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে আমেরিকা ইউক্রেনকে যুদ্ধে সমর্থন করা। সম্পর্ক ত্যাগ করবে নাসার সঙ্গেও। কিন্তু রাশিয়ার বর্তমান প্রেসিডেন্ট পুতিন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন এখনই রাশিয়া স্পেস এজেন্সি নাসা ত্যাগ করছে না। রসকসমসের প্রধান ইউরি বরিসভ একই সিদ্ধান্ত পোষন করেছেন। রসকসমস থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে যতদিন না রাশিয়া অরবিটাল আউটপোস্ট তৈরি না করছে ততদিন আইএসএসে থাকা বাঞ্ছনীয়। এখনই নাসা ত্যাগ করতে চাইছে না রাশিয়া। আইএসএসে থাকা রাশিয়া মহাকাশচারীদের সরাবে না তারা। রাশিয়া মহাকাশচারীদের সরিয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে পরিস্থিতি দেখে। তারা নিজস্ব স্পেস সেন্টার তৈরি করার পরই তারা এই সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসতে পারে। তবে তার আগে নয়। রাশিয়া তাদের মহাকাশচারীদের কসমোনট বলে থাকে। গ্রীক শব্দ কসমস এর অর্থ হচ্ছে ব্রহ্মান্ড। সংবাদসূত্র থেকে জানতে পারা গিয়েছে ইউক্রেন যুদ্ধকে কেন্দ্র করে রাশিয়া আমেরিকার দ্বন্দ্ব দেখা দিয়ে শুরু করে দিয়েছে। রাশিয়া বারবার বলতে শুরু করে দিয়েছিল তাদের হাতে এমন অস্ত্র রয়েছে যা মহাকাশ যানকে ধ্বংস করে দিতে পারে। কিন্তু তারা করতে পারছে না তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে তারাও নাসার সঙ্গে মহাকাশ গবেষণায় যুক্ত রয়েছে। রাশিয়ার ওপরে একাধিক নিষেধাজ্ঞা তৈরি করার ফলে রাশিয়া একেবারে ক্ষিপ্ত হয়ে গিয়েছিল। সেই কারণে পুতিন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল তারা নাসার সঙ্গে মহাকাশ গবেষণা একেবারে বন্ধ করে দেবে। কিন্তু রাশিয়া এখনও পর্যন্ত মহাকাশ গবেষণার পোক্ত হয়ে উঠতে পারেনি। তার ফলেই তারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল যে মহাকাশ গবেষণা আইএসএস থেকে সরে আসবে। আমেরিকার মহাকাশচারীদের সঙ্গে কাজ করবে না। ইউক্রেন যুদ্ধের ফলে রসকসমস এর সঙ্গে সম্পর্ক খারাপ হতে শুরু করে দিয়েছিল। রাশিয়া নিজস্ব স্পেশ স্টেশন তৈরি করার চেষ্টা করছে সেটা করতে এক বছরের বেশি সময় লেগে যাবে। সেই কারণে তারা এখনই আইএসএস থেকে সরে আসছে না। জানতে পারা গিয়েছে রাশিয়া স্পেস স্টেশনের নাম হচ্ছে রস। রাশিয়া আগে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল ২০২৪ সালের পর নাসার সঙ্গে সম্পর্ক রাখবে না। কিন্তু এখন তারা সেই সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসছে। তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে রাশিয়া নিজেদের আউটপোস্ট তৈরি করতে পারেনি। যেদিন আউটপোস্ট তৈরি করতে পারবে সেদিন কিন্তু রাশিয়া নাসার সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করবে। তবে এখন আগের মতো কাজকর্ম চলবে। ইউক্রেন যুদ্ধ মহাকাশ গবেষণার ক্ষেত্রে কোনও রকম বাধা তৈরি করতে পারবে না বলে রাশিয়া মত প্রকাশ করতে শুরু করে দিয়েছে। রাশিয়ার মহাকাশ স্টেশন রস চালু না হওয়া পর্যন্ত তারা নাসার সঙ্গে মহাকাশ গবেষণায় রত থাকবে বলে জানান দিয়েছে। রস চালু না হওয়া পর্যন্ত মহাকাশ স্টেশন ত্যাগ করছে না রাশিয়ার মহাকাশচারীরা। তারা তাদের কাজ করবে নির্দিষ্ট নিয়ম অনুসারে। এখনই তারা ইন্টারন্যাশনাল স্পেস সেন্টার ত্যাগ করছে না। রাশিয়া মহাকাশ বিজ্ঞানীরা মনে করছেন আগামি ২০২৮ সালের মধ্যে তাদের নিজস্ব স্পেস স্টেশন তৈরি করে ফেলতে পারবে। এদিকে আমেরিকা রাশিয়ার ওপরে চাপ সৃষ্টি করতে শুরু করে দিয়েছে। তারা বলতে শুরু করেছে বিশ্ব জুড়ে যে খাদ্য সঙ্কট দেখা দিতে শুরু করে দিয়েছে তার জন্য রাশিয়া দায়ী। এদিকে বাংলাদেশ সরকার থেকে বলা হয়েছে শ্রীলঙ্কায় যে ধরনের গৃহ বিদ্রোহ শুরু হয়েছিল তার জন্য রাশিয়া দায়ী। রাশিয়া ইচ্ছাকৃতভাবে যুদ্ধ পাকিয়ে রেখে দিয়েছে। তার ফলে জ্বালানি সঙ্কট থেকে শুরু করে তেল এবং খাদ্য সঙ্কট দেখা দিতে শুরু করে দিয়েছে। টাকার লেনদেন হচ্ছে না। ব্যবসা একেবারে স্থির হয়ে বসে রয়েছে। শিল্পের উৎপাদন কমতে শুরু করে দিয়েছে। আন্তর্জাতিক বাজার একেবারে ফাঁকা হতে শুরু করে দিয়েছে। ব্যবসার করে কারোর কোনও লাভ হচ্ছে না। সব দেশই আর্থিক কষ্টে ভুগতে শুরু করে দিয়েছে। এদিকে জাপানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শিনজে আবে নিহত হওয়ার ফলে রাজনৈতিক বন্ধুর অভাব ঘটল। এখন সকলেই প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে বন্ধুত্ব রাখতে চাইছে। আমেরিকা থেকে শুরু করে রাশিয়া এমনকী ইউক্রেন পর্যন্ত। এদিকে চিন তার আগ্রাসী নীতি ত্যাগ করছে না। চিনের চেয়ারম্যান পরিস্কার করে বলে দিয়েছেন তারা তাদের স্বার্থের দিতে তাকিয়ে কাজ করবে। সেখানে কোনও রকম আপোষ করা হবে না। চিন বরাবরই চেষ্টা করছে বিশ্বের আর্থিক দিক দিয়ে দুর্বল করে দেওয়ার। সেটা করতে পারছে না তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে আমেরিকার শিল্পপতি থেকে শুরু করে ইউরোপ এবং জাপানের শিল্পপতিরা আন্তর্জাতিক জুড়ে ব্যবসা বাণিজ্যিক লেনদেন করতে শুরু করে দিয়েছে। তার ফলে বিশ্বের বিশেষ করে ইউরোপের বিদেশি মুদ্রা জমতে শুরু করে দিয়েছে। ইউরোপের শিল্পপতিদের চিন দেশে শিল্প গড়তে এক সময়ে আহ্বান করেছিল। চিন রাশিয়ার দিকে ঝুঁকে শুরু করেছে। চিন সরকার থেকে বলা হয়েছে যে ইউরোপ তাইওয়ানের সঙ্গে ব্যবসা করছে।

বাংলার সেরা তবলিয়া ছিলেন রাধাকান্ত নন্দী যাকে ছাড়া সঙ্গীত শিল্পী মান্না দে'র চলতো না

বিশেষ প্রতিবেদক

তবলা শেখার তীব্র আকাঙ্ক্ষায় ঠাকুর্দার লক্ষ্মীর ঝাঁপি থেকে টাকা, পয়সা নিয়ে বাড়ি থেকে পালিয়েছিলেন ভবিষ্যতের কিংবদন্তি তবলিয়া,বলা ভালো তবলার সম্রাট। যাঁকে নিয়ে প্রখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ ও তবলিয়া পণ্ডিত জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ মন্তব্য করেছিলেন,আমরা সবাই তবলা শিখে তবলা বাজাই আর রাধাকান্ত মায়ের পেট থেকেই তবলা-বায়া নিয়ে জন্মেছে। হ্যাঁ আমার আলোচ্য শিল্পী আজ প্রখ্যাত তবলিয়া শ্রী রাধাকান্ত নন্দী। আধুনিক বাংলা সঙ্গীতের জগতে এক আশ্চর্য রূপকথার জনক, অসামান্য এক শিল্পী ছিলেন তিনি।তাঁর তবলার সঙ্গতে গানগুলি পেয়েছিল অন্য এক

মাত্রা,তাঁর তবলায় তোলা বোলের ছোঁয়া পেয়ে সঙ্গীত পেয়েছিল অপরূপ এক গতিপথ যা দিয়ে অজস্র মুগ্ধ শ্রোতারা সুর,তালের সেই জাদুপথে বারংবার ছুটে গেছেন।

এই অসামান্য শিল্পীর রক্তেই ছিল সুর তালের মেলবন্ধন। রাধাকান্ত নন্দীর পিতা ছিলেন সঙ্গীত সম্রাজ্ঞী ইন্দুবালা দেবীর তবলিয়া। নাম- রোহিনীকান্ত নন্দী। রোহিনী কান্ত তবলা বাজানোর কাজ নিয়ে থাকতেন কলকাতায় কিন্তু রাধাকান্ত থাকতেন বরিশালেই। আনুমানিক ১৯২৮ মতান্তরে ১৯৩০ সালে রাধাকান্ত নন্দীর জন্ম।ঠাকুর্দা কালীচরণ নন্দী ছিলেন কীর্তনিয়া।তিনি গান গেয়ে ভিক্ষে করে যা পেতেন লক্ষ্মীর ঝাঁপিতে তাই রাখতেন, যদিও অনেক জমিজমা ছিল তাঁর কিন্তু বোষ্টমদের এটাই আচার হয়ে থাকে। রাধাকান্তের বাবা কলকাতা থেকে বাড়িতে আসতেন সংসারে অর্থ সাহায্য করবার জন্য।তখন বাবার কাছ থেকে এবং ঠাকুর্দার কাছ থেকেও রাধাকান্ত খোল,করতাল, মন্দিরা,তবলা ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্র বাজাতে শিখে নিয়েছিলেন।

বাবা রোহিনীকান্ত নন্দীর কাছ হতেই ছোটবেলা থেকে রাধাকান্ত শুনেছিলেন বড় বড় ওস্তাদ তবলিয়াদের নাম-ধাম এবং স্বপ্ন দেখতেন যে তিনিও বড় হয়ে তবলিয়াই হবেন। তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন ওস্তাদ তবলিয়া আহমেদজান থিরকুয়া,বেনারস ঘরানার পণ্ডিত আনোখেলাল মিশ্র প্রমুখদের নাম। ঠাকুর্দার লক্ষ্মীর ঝাঁপি থেকে পয়সা সরিয়ে পালানোর উদ্দেশ্যই ছিল কিশোর রাধাকান্তর এই আনোখেলালজীর কাছে এসে তবলা বাজানো ভালোভাবে রপ্ত করা। সহজে তো কিশোর রাধাকান্ত বেনারস ঘরানার পণ্ডিত আনো খেলাল মিশ্রের বাড়িতে পৌঁছতে পারেননি,বহু পথ ঘুরে, অনেক কষ্ট করে ভবঘুরে এক দলের সাথে খোল,করতাল বাজিয়ে, অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে সুদূর বরিশাল থেকে শেষে এসে পৌঁছলেন তার গুরুজীর বাড়ি। অবশ্য আনো খেলালজীকে গুরু হিসেবে প্রথমেই পাননি তিনি।কিশোর বালকের এইভাবে পালিয়ে আসা দেখে আনোখেলালজী যথেষ্ট অবাক হয়েছিলেন প্রথমে। শেষমেশ তাঁরই গোয়াল ঘরে, প্রতিদিন দুইবেলা গরুর দুধ দুইয়ে দেবার বদলে তিনি রাধাকান্তকে থাকতে দিতে রাজি হলেন এবং খাওয়া দাওয়া ও তবলা শেখাতেও আপত্তি করলেন না। ছয় বছর এইভাবে তাঁর গুরু আনোখেলালজীর কাছে তবলা তো শিখলেনই রাধাকান্ত, এছাড়াও ওখানেই জনৈক ব্যক্তির কাছ হতে শিখে নিলেন ঢোল বাজানোও! ধন্যি ছেলে বটে!

রূপকথার গল্পের মতনই আশ্চর্য জীবন কাহিনি ছিল যেন রাধাকান্ত নন্দীর। কিশোর বয়সে তবলা শেখবার আকাঙ্ক্ষা তাঁকে ঘরছাড়া করেছিল, তিনি পালিয়ে এসেছিলেন গুরুর খোঁজে পণ্ডিত আনোখেলাল মিশ্রের বাড়ি। নাড়া বেঁধে শিখেও নিলেন তবলার খুঁটিনাটি। কিন্তু সেই যে নিখোঁজ হলেন পরিবারের কাছে, দীর্ঘ সময় পেরিয়ে যাওয়ায় মা মনোমতী এবং তার অন্য ভাইবোনেরা ধরেই নিলেন রাধাকান্ত আর বোধহয় বেঁচে নেই। আবার পরিবারের সাথে মিলন হলো সুর,লয়ের হাত ধরেই নাটকীয়ভাবে।

বরিশালের দাঙ্গার সময় সপরিবারে পিতা রোহিনীকান্ত চিরকালের মতনই বরিশালের ভিটেমাটি ছেড়ে কলকাতার চিৎপুরে এসে বাধ্য হলেন। এই আঘাত সহ্য করতে না পেরে এর কবছরের মধ্যেই তিনি ইহলোকের মায়া কাটিয়ে পরলোকে চলে যান। তখন মা মনোমতী সহ দুই বোন ও দুই ভাইয়ের দায়িত্ব নেন রাধাকান্তের পরের ভাই চন্দ্রকান্ত। তিনি অসম্ভব সুন্দর বাঁশী বাজাতেন। ঊনিশ বছরের চন্দ্রকান্ত বিড়ি বেঁধে এবং অবসরে বাঁশী বাজিয়ে আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগলেন পরিবারের ভরণপোষণ চালিয়ে নিতে।

অপূর্ব বাঁশী বাজানোর গুণে মুগ্ধ হয়ে পাড়ার প্রভাবশালী এক জৈন পরিবারের সদস্য রাজা জৈনের সুপারিশে জুটে গেল ভালো একটি কাজ তাঁর। পার্শ্বনাথের মন্দিরে ভজনের সাথে বাঁশী বাদক হিসেবে যোগ দিলেন চন্দ্রকান্ত। সেখানেই খোল,তবলায় সঙ্গত করতেন তাঁর গুণী দাদা রাধাকান্ত। দুই ভাইয়ের নাটকীয় এবং অভাবনীয় ভাবেই দেখা হয়ে গেলো। রাধাকান্ত ফিরে পেলেন তাঁর ছেড়ে আসা পরিবারকে আর তাঁর পুরো পরিবার ফিরে পেলো তাদের হারিয়ে যাওয়া ছেলে/দাদাকে। মা মনোমতী হারানিধিকে ফিরে পেয়ে আনন্দে, আবেগে চোখের জলে বুক ভাসালেন।দুভাইয়ের মিলিত রোজগারে পরিবারের অনটন অনেকখানিই কেটে গেলো। ফিরে এলো সুখের দিন।

যে রাজা জৈনের কৃপায় পরেশনাথের মন্দিরে দুভাইয়ের মিলন,তিনিই এই দুই ভাইকে নিয়ে গেলেন মুজরোর আসরে বাজনার জন্য।

ঃ পাঠকদের দরবার ঃ
অভিনেতা চার্লি চ্যাপলিন

বিশেষ প্রতিবেদক

শিক্ষক ক্লাসে ঢুকে একটি ছাত্রকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ আমাদের শরীরে ক'টা কিডনি আছে ? ছেলেটি চটজলদি উত্তর দিলো ঃ- চারটে কিডনি স্যার। ছাত্রটির উত্তর শুনে ক্লাসের বাকি ছাত্ররা হো হো করে হেসে উঠলো। শিক্ষক বললেন তোমরা হাসি থামাও। তারপর অপর একটি ছাত্রকে বললেন, এবার দাঁড়াও। ছাত্রটি জিজ্ঞেস করলো, স্যার ক'টা কিডনি আছে বলবো, নাকি বেত আনবো? শিক্ষক বললেন, না ক'টা কিডনি আছে বলতে হবে না, বেতও আনতে হবে না, তুমি কিছু ঘাস নিয়ে আসো। একদম তাজা ঘাস। ছাত্র- ঘাস দিয়ে কি হবে স্যার? শিক্ষক- ক্লাসে একটা গাধা আছে তাকে খাওয়াবো। এই কথা শুনে আগের ছাত্রটি বললো, যাও ঘাস নিয়ে এসো, সেই সঙ্গে এক কাপ কফি ও আনবে। শিক্ষক রেগে বললো, কফি আনবে কেন, কফি কে খাবে? ছাত্রটির উত্তর- স্যার! কফি খাবো আমি, আর যে গাধা সে ঘাস খাবে। শিক্ষক- তাহলে গাধাকে ? ছাত্র- স্যার আপনি জিজ্ঞেস করেছিলেন আমাদের ক'টা কিডনি আছে ? আমার আর আপনার মিলিয়ে তো চারটেই কিডনি আছে। তাহলে আমি নিশ্চয়ই গাধা নই। শিক্ষক রেগে বললেন- তুই খুব বেশি বুঝিস, যারা বেশি বোঝে পরীক্ষায় তাদের আমি শূন্য দেই। অতএব তুমিও একটা নয় দুটো শূন্য পাবে। ছাত্রটির উত্তর- পরীক্ষায় আমাকে দুটো শূন্য দিলে আপনারই ক্ষতি হবে স্যার! সবাই বলবে আপনার ছাত্র ডাবল গোল্লা পেয়েছে। এতে আপনারই বদনাম হবে, আপনাকে সবাই চেনে, আমাকে তো কেউ চেনে না। ক্লাসে একটা হাসির রোল উঠলো। পরীক্ষা শেষে ওই শিক্ষক ছাত্রটির খাতায় একটা নোট লিখেছিলেন, তুমি প্রতিদিন ক্লাসে যে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দাও এবং বুদ্ধি দিয়ে সবাইকে হাসাও, তাতে আমার বিশ্বাস একদিন আমাকে হয়তো কেউ চিনবে না। তবে তোমাকে সারা পৃথিবীর মানুষ অবশ্যই চিনবে। আমি তোমার জন্য এই খাতায় আশীর্বাদ রেখে গেলাম।

সেদিনের সেই শিক্ষকের আশীর্বাদ পরবর্তীতে সত্যি হয়েছিল। ওই ছাত্রটি ছিলেন চার্লি চাপলিন। যাকে পৃথিবীর প্রায় সব মানুষই চেনে।

তারাশঙ্কর

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় আচমকাই লেখা ছেড়ে দিলেন। টানা তিন বছর কিচ্ছু লিখলেন না। অথচ সাহিত্যিক হিসেবে তিনি তখন মধ্যগগনে।

পরে আত্মজীবনীতে লিখেছেন, ''লিখতে ইচ্ছে হয় না। লিখি না। লেখা ছেড়েই দিলাম। বাড়ি থেকে বের হওয়া বন্ধ করলাম। বসে বসে ভাবি। আর কাঁদি। একলা কাঁদি। পুজোর সময় কাঁদি। রবীন্দ্রনাথের গান শুনে কাঁদি।''

শাক্ত-পরিবারের ছেলে। বাড়ির বিশ্বাস, মা তারার দয়ায় তার জন্ম হয়েছে, তাই তাঁর নাম রাখা হয়েছিল তারাশঙ্কর।

সে সময় এক সাধুকে মনে ধরলো তারাশঙ্করের। রক্তে আধ্যাত্মিকতা। মন অশান্ত, কিছুতেই যেন শান্তি পাচ্ছেন না। কীসের অতৃপ্তি বুঝতে পারছেন না। অথচ এরই মধ্যে রবীন্দ্র পুরস্কার, সাহিত্য আকাদেমির মতো বিখ্যাত পুরস্কার ও পেলেন কিন্তু পুরস্কার পাবার আনন্দ কই? কিছুই যেন স্পর্শ করছে না। ছটফট করছে ভেতরটা।

মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে ভুতুড়ে ভোটার ধরতে দুয়ারে মন্ত্রী

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৪ মার্চ ঃ মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে ভুতুড়ে ভোটার ধরতে দুয়ারে মন্ত্রী। যদিও পেলেন না কোন গরমিল। ফিরতে হলো খালি হাতে।

আগে বাংলাদেশী প্রধানের গ্রামে যান। ভুতুড়ে ভোটার ধরতে নয় তালিকায় সংযোজন করাতে গেছে তৃণমূল। এমন ভাবেই খোঁচা বিরোধীদের। প্রসঙ্গত দলের সাংগঠনিক সভাতে নেতাজি ইনডোর থেকে মমতা অভিযোগ করে ছিলেন বিজেপি চক্রান্ত করে ভিন রাজ্যের ভোটারদের এখানে ভোটার তালিকায় নাম সংযোজন করা হচ্ছে। দলের নেতাদের নির্দেশ দিয়ে ছিলেন নিজেদের এলাকায় গিয়ে গিয়ে ভোটার তালিকা খতিয়ে দেখতে। সেই নির্দেশ অনুযায়ী কলকাতা থেকে ফেরার পরেই এবার সক্রিয় হরিশ্চন্দ্রপুর বিধানসভার বিধায়ক তথা রাজ্যের প্রতিমন্ত্রী তাজমুল হোসেন। হরিশ্চন্দ্রপুর সদর, মহেন্দ্রপুর সহ বিভিন্ন এলাকায় বাড়ি বাড়ি যান মন্ত্রী। মিলিয়ে দেখেন ভোটার তালিকা। যদিও কোনরকম ত্রুটি পাননি তিনি। তাই ধরতে পারেন নি ভুতুড়ে ভোটার। অন্যদিকে তৃণমূলের এই কর্মসূচিকে নিয়ে ব্যাপক কটাক্ষের সুর বিরোধীদের গলায়। সম্প্রতি হরিশ্চন্দ্রপুর ১ নম্বর ব্লকের তৃণমূল পরিচালিত রশিদাবাদ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান লাভলী খাতুনের প্রধান পদ বাতিল হয়েছে। বাতিল হয়েছে জাল ওবিসি সার্টিফিকেট। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ তিনি বাংলাদেশের নাগরিক। এই নিয়ে বিরোধীদের মন্ত্রীকে পরামর্শ ভুতুড়ে ভোটার ধরতে হলে আগে সেই এলাকায় যান। সিপিএমের অভিযোগ তৃণমূল ভুতুড়ে ভোটার ধরার জায়গায় ভুতুড়ে ভোটার সংযোজন করবে। অন্যদিকে মন্ত্রীর দাবি ওই এলাকা পার্শ্ববর্তী বিধানসভা চাঁচলের অন্তর্গত। সমগ্র ঘটনা নিয়ে শুরু হযেছে রাজনৈতিক চাপানোতোর। বিধায়ক তথা মন্ত্রী তাজমুল হোসেন বলেন,মুখ্যমন্ত্রী আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন। সেই মতো বাড়ি বাড়ি যাচ্ছি। ভোটার তালিকা মিলিয়ে দেখছি। যাতে ভুতুড়ে ভোটার না থাকে। যদিও এদিন কোন গরমিল পাইনি। সিপিএমের রাজ্য কমিটির সদস্য জামিল ফিরদৌসের কটাক্ষ, ভুতুড়ে ভোটার ধরতে যাচ্ছে। নাকি ভুতুড়ে ভোটার সংযোজন করতে যাচ্ছে। তৃণমূলের কাজ তো সেটাই। বিজেপির জেলা কমিটির সদস্য কিষান কেডিয়া বলেন, মন্ত্রীর উচিত রশিদাবাদে যাওয়া। যেখানে তৃণমূল বাংলাদেশিকে প্রধান করেছিল। ওরা তো নিজেরাই বাংলাদেশীদের ভোটার তালিকায় ঢুকাচ্ছে। সব নাটক।

জনসংযোগে বেরিয়ে মানিকচক গ্রামীন হাসপাতালের পরিষেবা পরিদর্শন করে বিস্তর অভিযোগ, বিতর্কে সভাপতি

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৪ মার্চ ঃ তৃণমূলের কাজিয়া অব্যাহত। জনসংযোগে বেরিয়ে মানিকচক গ্রামীন হাসপাতালের পরিষেবা পরিদর্শন করে বিস্তর অভিযোগ, এমনকি সোশ্যাল মাধ্যমে হাসপাতালের বিভিন্ন সংরক্ষিত জায়গার লাইভ ভিডিও করে চরম বির্তকে মালদা জেলা যুব তৃণমূল সভাপতি। ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিকের অভিযোগ অনুমতি ছাড়া হাসপাতালের চেম্বারে প্রবেশ, চিকিৎসক ও কর্মীদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেছেন যুব তৃণমূল সভাপতি বলে অভিযোগ। যুব সভাপতির ভূমিকায় ক্ষুব্ধ মানিকচকের তৃণমূল বিধায়ক সাবিত্রী মিত্র। রাজ্য তৃণমূল নেতৃত্বের নির্দেশে নিজ নিজ বিধানসভায় জনসংযোগ ও ভুয়ো ভোটার খুঁজতে ঝাঁপিয়ে পড়েছে তৃণমূল নেতৃত্ব। ব্যতিক্রম নেই মালদায়, সোমবার মানিকচকের লাইব্রেরী বুথে জনসংযোগ কর্মসূচিতে যান মালদা জেলা যুব তৃণমূলের সভাপতি বিশ্বজিত মন্ডল সহ এলাকার যুব তৃণমূলের কর্মীরা। বাড়ি বাড়ি পৌঁছে এলাকাবাসীদের অভাব অভিযোগ শুনে নথিভুক্ত করেন তারা। তারপরেই মানিকচক গ্রামীন হাসপাতাল পরিদর্শনে যান, সেখানেই চিকিৎসা পরিষেবা নিয়ে সরব হন তিনি। হাসপাতালে পৌঁছে প্রথমেই কথা বলে চিকিৎসা করাতে আসা রোগীদের সঙ্গে। হাসপাতালের মহিলা, পুরুষ, এমারজেন্সি, আউটডোর সহ বিভিন্ন জায়গা পরিদর্শন করেন। কথা বলেন কর্তব্যরত চিকিৎসকের সাথেও। পরবর্তীতে ছুটে যান ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিকের কক্ষে, অবশ্য সেখানে সেই সময় উপস্থিত ছিলেন না ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক। সেখানেই জানতে পারেন ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক চেম্বারে রযেছেন। টাকার বিনিময়ে রোগী দেখছেন, সেখানেও রোগী থাকলেও ছিলেন না ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক। আর এই সমস্ত ঘটনায় সোশ্যাল মাধ্যমে লাইভ ভিডিও করে সকলের সামনে তুলে ধরেছেন মালদা জেলা যুব তৃণমূল সভাপতি। আর এই নিযেই শুরু হযেছে বিতর্ক,কিভাবে সরকারি একটি জাযগাযর এইভাবে সোশ্যাল মাধ্যমে ভিডিও করেন তিনি। এই বিষয়ে ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক অভিক সংকর কুমার বলেন, হাসপাতালের বিভিন্ন সংরক্ষিত জায়গার লাইভ ভিডিও করা হয়েছে। আমার অনুপস্থিতিতে অনুমতি ছাড়া আমার দপ্তরে প্রবেশ করেছেন এবং ভিডিও করেছেন। এমনকি চিকিৎসা পরিষেবা নিয়ে চিকিৎসক ও কর্মীদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেছেন বলে জানতে পেরেছি।তিনি আসবেন আমাদের আগাম কিছু জানাননি। এদিন উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা থাকার কারনে আমি হাসপাতালের বাইরে ছিলাম। এসেই এই বিষয়টি জানতে পারি। সমস্ত ঘটনা রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান তথা বিধায়ক সাবিত্রী মিত্রকে এবং জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিককে জানিয়েছি। যদিও এই প্রথম নই বেশ কিছুদিন আগে জনসংযোগ করতে গিয়ে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীর উপস্থিতির হার নিয়ম সোশ্যাল মাধ্যমে ভিডিও করে বিতর্কে জড়িয়ে ছিলেন তিনি।এবিষয়ে তিনি বলেন, হাসপাতালের পরিষেবা নিয়ে প্রতিনিয়ত অভিযোগ পাচ্ছিলাম তাই এদিন জনসংযোগের বেরিয়ে পরিদর্শন করি। এলাকাবাসীদের অভিযোগ সত্যি,সঠিক সরকারি পরিষেবা দেওয়া হচ্ছে না,টাকার বিনিময়ে চেম্বারে রোগী দেখা হচ্ছে। সরকারি এ্যাম্বুলেন্সে করে বেসরকারি নার্সিং হোমে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে সেও টাকার বিনিময়ে। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ সাধারণ মানুষকে সরকারি পরিষেবা পাচ্ছে কী না তা খতিয়ে দেখা, তাই করেছি। এদিন চিকিৎসক বা কর্মীদের সঙ্গে কোনো দুর্ব্যবহার করা হয়নি। আরও অনেক কিছুই অসংগতি রয়েছে। অনেক চেষ্টা করেও ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক এর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেনি। বিষয়টি মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ও ঊর্ধ্বতন নেতৃত্বকে জানাবো। যদিও মালদা জেলা যুব তৃণমূল সভাপতি বিশ্বজিত মন্ডলের ভূমিকায় বেজায় ক্ষিপ্ত মানিকচক বিধানসভার তৃণমূল বিধায়ক সাবিত্রী। তিনি বলেন,পরিষেবা নিয়ে কোন অভিযোগ থাকলে তা জানাতে হবে। তিনি কোন কিছু না জানিয়ে যে কাজ করেছেন তা একেবারে দল বিরোধী। আমি রাজ্য নেতৃত্বকে বিষয়টি জানিয়েছি।

দুর্গাপুরে নিকাশি সাফাই বন্ধ, মশার উপদ্রব, ডেঙ্গুর আতঙ্ক

দুরন্ত বার্তা, দুর্গাপুর, ৪ মার্চ ঃ দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চলজুড়ে অস্বাভাবিক মশার উপদ্রব ও ডেঙ্গুর আতঙ্ক ছড়িয়েছে। অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে নিকাশি ও আবর্জনা সাফাই বন্ধ। গ্রামীণ এলাকাগুলিতে ১০০ দিনের কাজ বন্ধ থাকায় নর্দমা ও জলাশয় পরিষ্কার করা হয়নি , ফলে মশা-মাছির সংখ্যা অস্বাভাবিকভাবে বেড়েছে। সন্ধ্যে নামতেই গৃহস্থের ঘরে মশার গুঞ্জন, ঘুম উড়িয়ে দিচ্ছে আতঙ্ক। বিজেপি নেতা রমন শর্মা বলেন, তৃণমূল কংগ্রেস সরকার নাগরিক পরিষেবা দিতে ব্যর্থ, কেন্দ্রীয় সাহায্য পেলেও দুর্নীতির কারণে কাজ হচ্ছে না। কংগ্রেস নেতা দেবেশ চক্রবর্তী জানান, পুরসভায় নির্বাচন না হওয়ায় প্রশাসক মণ্ডলী ব্যস্ত মেলা ও খেলাধুলায়, জনগণের ভোগান্তি বাড়ছে। পশ্চিম বর্ধমান জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক সেখ মহম্মদ ইউনুস জানান, এখনও ডেঙ্গু আক্রান্তের খবর নেই, তবে এ বছর সংক্রমণ বাড়তে পারে। পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে তিনি সাধারণ মানুষকে পরিস্কার- পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার ও মশারি ব্যবহারের পরামর্শ দেন।

হঠাৎ করেই অসুস্থ ৭ প্রসূতিঃ বিষ ইঞ্জেকশনের আতঙ্ক ছড়ালো বর্ধমান হাসপাতালে

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ৪ মার্চ ঃ দু'মাসের ব্যবধানে মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের বিষাক্ত স্যালাইন কান্ডের পর এবার বিষ ইঞ্জেকশনের আতঙ্ক ছড়ালো বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। সূত্রের খবর, সোমবার সন্ধ্যে থেকে বর্ধমান মেডিক্যালে অন্তত সাতজন প্রসূতি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। অভিযোগ, সোমবার বিকেলে নার্সরা ইঞ্জেকশন দেওয়ার পরই একাধিক প্রসূতি অসুস্থ হতে শুরু করে। কাঁপুনি, জ্বর, এমনকি কারও কারও খিঁচুনিও দেখা যায়। গোটা ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে চিকিৎসক, নার্সদের মধ্যেও। হাসপাতালের তরফে দ্রুত অসুস্থ প্রসূতির পরিজনদের ফোন করে ডেকে নেওয়া হয়। অন্যদিকে গোটা ঘটনার জন্য ভুল ইঞ্জেকশন দেওয়ার অভিযোগে সরব হয় রোগী ও তাদের পরিজনরা। প্রসূতিদের পরিবারের সদস্য জয়দেব মণ্ডল, সুমন দাস, শেখ রহমতুল্লারা জানিয়েছেন, তাদের রোগী প্রসূতি বিভাগে ভর্তি রয়েছেন। সন্তান জন্ম দেবার পর সকলেই ভাল ছিল। সোমবার সন্ধ্যায় তাদের পরিবারের প্রসূতিদের একসাথে তিনটি ইনজেকশন দেওয়া হয়। তার পর থেকেই একের পর এক প্রসূতি অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাদের কাঁপুনি হতে থাকে। জ্বরও চলে আসে। পরিবারের সদস্যরা আরও দাবি করেন ঘটনার পর হাসপাতালের পক্ষ থেকে তাদের ডেকে পাঠানো হয়। কিন্তু কোনোভাবেই উপরে যেতে দেওয়া হয় না। তাদের সন্দেহ, প্রশক্ষিত নয় , এমন কেউ এই ইনজেকশন দিয়েছে। তাই এই ঘটনা ঘটেছে। তবে প্রসূতি অসুস্থতার কথা কার্যত স্বীকার করে নিয়ে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ মৌসুমী বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, অ্যালার্জিটিক সমস্যা থেকে সাতজন অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। এখন তারা সুস্থ রয়েছেন। কীভাবে সাতজন রোগীর শরীর অসুস্থ হয়ে পড়ল তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। গোটা ঘটনাকে কেন্দ্র করে মঙ্গলবারও বর্ধমান মেডিক্যালে রোগী ও তাদের পরিজনদের মধ্যে আতঙ্ক দেখা গেছে। ঘটনার জেরে অনেকে এদিন হাসপাতাল থেকে রোগীদের ছুটি করিয়ে নিয়েও চলে যান। উল্লেখ্য, এই বছরের শুরুতে বিষাক্ত স্যালাইনের জেরে প্রসূতি মৃত্যুর অভিযোগে শোরগোল তৈরি হয়েছিল মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। ওই ঘটনায় হাসপাতালের সুপার-সহ ১২ জন চিকিৎসককে সাসপেন্ডও করেছিল রাজ্য স্বাস্থ্য দফতর। যদিও সম্প্রতি সেই সাসপেনশন প্রত্যাহার করে নেওয়া হয় মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপে। মেদিনীপুরে বিষাক্ত স্যালাইন কান্ডের পর বর্ধমানে বিষ ইঞ্জেকশন, সরকারি হাসপাতালে স্বাস্থ্য পরিষেবার মান ও দায়বদ্ধতা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন সাধারণ মানুষ।

মুখ্যমন্ত্রীর সাধের বিশ্ববাংলা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিক্ষোভ

দুরন্ত বার্তা, বোলপুর, ৪ মার্চ ঃ তিন মাসের বকেয়া বেতন দিতে হবে। চতুর্থ শ্রেণির কর্মী পদে জমিদাতাদের চাকরি দিতে হবে। এই দাবিতে শান্তিনিকেতনে মুখ্যমন্ত্রীর সাধের বিশ্ববিদ্যালয়ে বিক্ষোভ দেখাল তৃণমূল। রীতিমতো পতাকা নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে বিক্ষোভ দেখায় তৃণমূল। ঢুকতে বাধা দেওয়া হয় উপাচার্যকে। পরে পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি স্বভাবিক করে। বোলপুরে বিশ্বভারতীর আদলে বিশ্ববিদ্যালয় গড়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই মতো বোলপুরের শিবপুর মৌজায় শিল্পের জন্য অধিগ্রহণ করা জায়গায় বিশ্ববাংলা বিশ্ববিদ্যালয় গড়ার সিদ্ধান্ত নেয়। ২০২০ সালে বিশ্ববাংলা বিশ্ববিদ্যালয়ের পথ চলা শুরু হয়। সেখানে চুক্তিভিত্তিতে নিরাপত্তারক্ষী, বাগানের মালি, সুইপার পদে বেশ কিছু লোক নেওয়া হয়। মূলতঃ জমিদাতাদের চাকরিতে নিয়োগ করা হয়েছিল। কিন্তু তিন মাস ধরে তারা বেতন পাচ্ছেন না বলে অভিযোগ। তারই প্রতিবাদে এদিন এলাকার রায়পুর সুপুর পঞ্চায়েতের উপপ্রধান নিখিল বাছার নেতৃত্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের গেটের সামনে বিক্ষোভ দেখানো হয়। ঢুকতে বাধা দেওয়া হয় অধ্যাপক থেকে উপাচার্যকে। নিখিল বাছা বলেন, আমরা এর আগেও উপাচার্যকে বলেছিলাম তিনমাসের জায়গায় আপনি একমাসের বেতন দেন। বাকি দুমাসের আসতে আসতে দেবেন। কিন্তু উপাচার্য আমাদের কথা মানেননি। বুঝতে পারছি না টাকা দিতে উপাচার্যের কিসের অসুবিধা। এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয় গড়ার সময় রূপপুর, সুপুর, কাশীপুরের মানুষ এবং বোলপুর পুরসভা যথেষ্ট সহযোগিতা করেছিল। কিন্তু উপাচার্য কিছু দালালের মাধ্যমে অস্থায়ী পদে বহিরাগত লোক নিয়োগ করছেন। কিন্তু আমাদের দাবি স্থানীয় এবং জমিদাতাদের মধ্যে থেকে ওই পদে চাকরি দিতে হবে। বহিরাগত যাদের নিয়োগ করা হয়েছে তাদের নিয়োগ বাতিল করতে হবে। উপাচার্য বলেন, নয় মাস আগে উচ্চ শিক্ষা দফতরে আবেদন জানানো হয়েছে। আশা করি, মার্চ মাসেই বকেয়া বেতন হয়ে যাবে। হিডকো, পিডব্লিওডি এর দায়িত্বে আছে। তারাই মেনটেনান্স করে। এখন যদি সব বন্ধ থাকে, তাহলে কী হবে? এক কোটি টাকা ব্যায়ে বাগান হয়েছে। সেটা নষ্ট হয়ে গেলে হবে না। মনে রাখতে হবে, এটি মুখ্যমন্ত্রীর তৈরী মডেল বিশ্ববিদ্যালয়। যাকে অনুসরণ করবে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো প্রতিষ্ঠান। তাই এর গুরুত্ব আছে। আজকে একজন বিজ্ঞানীর কালটিভেশন নিয়ে বক্তব্য ছিল। এভাবে আন্দোলন করে আঁটকানো যায় না। ছাত্রদের আঁটকানো হয় নি ঠিকই, কিন্তু শিক্ষকরা না ঢুকলে কারা ক্লাস নেবেন? এদিন নিখিল বাছারের অভিযোগ খণ্ডন করেন উপাচার্য। বহিরাগত লোক নিয়োগ করা হয়নি। যিনি অভিযোগ করছেন তাঁর দেওয়া তালিকা ধরেই লোক নিয়োগ করা হয়েছে। উনার তালিকা থেকে কাউকে বাদ দেওয়া হয়নি। কারন আমি তো জানি না এখানে কার জমি রয়েছে। স্বাভাবিক ভাবেই আমাকে পার্টির কাছে যেতে হয়েছে। পার্টি যাদের নাম দিয়েছে তাদের চাকরি দিয়েছি। আর বেতন তো সরকার না দিলে আমার কিছু করার নেই। তবে আমি চেষ্টা করছি বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছ থেকে বেতন দেব। কিন্তু এরকম করলে কিছুই করা যাবেন। সরকার যেদিন দেবে সেদিন দেব।

দোলের আগে মায়াপুর ইসকন চন্দ্রদয় মন্দিরে চুরি দুটি টাকা ভর্তি প্রণামী বাক্স

দেবাশিস কংশবণিক, মায়াপুর, ৪ মার্চ ঃ নিজস্ব কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও রাতের আঁধারে দু-দুটি টাকা ভর্তি প্রণামী বাক্স চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য মন্দিরনগরী মায়াপুরে। ইসকনের প্রধান কেন্দ্র নদীয়ার মায়াপুর ইসকনের চন্দ্রদয় মন্দির থেকে দুটি প্রণামী বাক্স চুরি। চন্দ্রদয় মন্দিরের ভেতরে একটি পঞ্চতত্ত্ব ও অন্যটি রাধা মাধবের দুটি প্রনামী বাক্স চুরি করে এক ভক্ত। ইতিমধ্যেই সেই প্রণামী বাক্স দুটি চুরি করার সিসিটিভি ফুটেজ ভাইরাল হয়েছে সমাজ মাধ্যমে। জেলা ও স্থানীয় পুলিশ সূত্রে জানা যায়, শনিবার আনুমানিক রাত দেড়টা নাগাদ গোটা মন্দিরের ভেতরে সন্দেহজনকভাবে ঘোরাফেরা করছিল এক ভক্ত। পরবর্তীতে সুযোগ বুঝে পরপর দুটি প্রণামী বাক্স মন্দিরের ভেতর থেকে নিয়ে চলে যায়। এরপর টাকা ভর্তি প্রণামী বাক্সগুলি একটি মহিলা বাথরুমে নিয়ে যায়। সেখানে দুটি বাক্স ভেঙে প্রচুর পরিমাণে প্রণামীর টাকা নিলেও খুচরো পয়সা ফেলে রেখে যায়। উল্লেখ থাকে যে, রবিবার থেকে শুরু হয়েছে একশোটি দেশের পাঁচশো বিদেশি সহ প্রায় ১৫ হাজার ভক্ত সমাগমে ৭২ কিমি নবদ্বীপ মন্ডল পরিক্রমা। তার ঠিক আগের রাতে ইসকনের প্রধান কেন্দ্র মায়াপুরের চন্দ্রদয় মন্দিরে বিগ্রহের সামনে থেকে দু-দুটি প্রণামি বাক্স চুরির ভক্তদের মধ্যে রীতিমতো কৌতূহলের সৃষ্টি হয়েছে। যদিও মায়াপুর ইসকন চন্দ্রদয় মন্দির কর্তৃপক্ষের তরফে এখনও পর্যন্ত পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের করা না হলেও স্বতঃস্ফূর্তভাবে একটি শুয়োমোটো মামলা রুজু করে ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু করেছে নবদ্বীপ থানার পুলিশ। নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গেছে, যে ভক্ত এমন কান্ডটি ঘটিয়েছে প্রকৃতপক্ষে সে একজন নাবালক। জানা যায়, সে অন্য ভক্তদের সঙ্গে মায়াপুর ইসকনের নবদ্বীপ মন্ডল পরিক্রমায় যোগ দিতে এসেছিল। ইতিমধ্যেই এমন কান্ডটি যে ঘটিয়েছে তাকে চিহ্নিত করেছে পুলিশ। তার বাড়ি হাওড়া জেলার পাঁচলা থানা এলাকার শুভআড়া গ্রামে। যদিও ঘটনার পর থেকে বেপাত্তা খুদে ওই ভক্ত। ইতিমধ্যেই ইসকনের তরফ থেকে তার খোঁজে তল্লাশি অভিযান শুরু করা হয়েছে। ঠিক কি কারনে ভক্ত বেশে এমন কাণ্ড ঘটালো তা ভেবে পাচ্ছে না কেউই। অন্যদিকে ইসকনের নিজস্ব নিরাপত্তা কর্মীর দ্বারা কড়া নিরাপত্তা থাকে গোটা মন্দির সহ ইসকনের প্রতিটি এলাকা। নিরাপত্তা ব্যবস্থা থাকাকালীন কিভাবে এই ধরনের চুরির ঘটনা ঘটলো তা নিয়ে ইতিধ্যেই উঠতে শুরু করেছে প্রশ্ন। মন্দির থেকে প্রণামী বাক্স চুরির বিষয়ে মায়াপুর ইসকনের জনসংযোগ আধিকারিক রসিক গৌরাঙ্গ দাস জানান, শনিবার গভীর রাতে কীর্তন মেলা শেষ হবার পর এমন একটা ঘটনা ঘটেছে। সিসিটিভি ফুটেজ ধরে তার তদন্ত চলছে। তবে যে এই এমন কাণ্ড ঘটিয়েছে, আশা করি সে ধরা পড়ে যাবে। অন্যদিকে ইসকন মন্দিরে প্রণামী বাক্স চুরির বিষয়ে কৃষ্ণনগর পুলিশ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (গ্রামীন) উত্তম ঘোষ জানান, মায়াপুর ইসকন মন্দির থেকে দুটি প্রণামী বাক্স চুরির ঘটনা ঘটেছে। তিনি আরও জানান, পুলিশের পক্ষ থেকে একটি শুয়োমোটো মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করা হয়েছে।

লটারি কিনে রাতারাতি কোটিপতি হলেন ঠিকাদার

দুরন্ত বার্তা, পুরুলিয়া, ৪ মার্চ ঃ ১৫০ টাকা খরচ করে লটারির টিকিট কিনেছিলেন পুরুলিয়ার হুড়া এলাকার এক ব্যক্তি। ভাবতেই পারেননি নিমেষে খুলে যাবে কপাল। কপালগুণে লটারি কেটে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে কোটিপতি হলেন ওই যুবক। তবে একই সঙ্গে ভয়ও দানা বাঁধে মনে। টিকিট নিয়ে গোটা রাত থানাতেই কাটান তিনি। পুরুলিয়ার হুড়ার আমঘাটা গ্রামের বছর বাসিন্দা পার্থজিত মাহাতো ও তাঁর দাদা কৃপাসিন্ধু। পার্থজিত পেশায় একজন ঠিকাদার। তিনি জানান, শনিবার দুপুরে হুড়ার কুলগোড়ায় দেড়শো টাকা দিয়ে নাগাল্যান্ড রাজ্যের ডিয়ার লটারি কিনেছিলাম। ওইদিন রাত ৮ টার খেলায় আমার টিকিটে এক কোটি টাকা বাধে। তার কথায়, বেশি টাকা পুঁজি না থাকায় এতদিন ছোট খাটো সরকারি কাজ করতাম। এই প্রাইজ পাওয়ার পর বড় কাজ করতে পারব ভেবে ভীষণ খুশি হয়েছি। তবে খুশির মধ্যেই ভয় চেপে বসেছিল তাঁর মনে। যদি কেউ কেড়ে নেয় লটারির ওই টিকিট। তাই তিনি এক বন্ধুর চার চাকার গাড়িতে করে দাদা কৃপাসিন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে দ্রুত হুড়া থানায় পৌঁছান। সেখানে ডিউটিরত অফিসারকে বিষয়টি জানানোর পরে নিয়ম মোতাবেক সেটি থানার মালখানায় সেফ কাস্টডিতে রাখা হয়। পাশাপশি ওই যুবক এবং তাঁর দাদাও সেখানে থেকে যান। তবে ওই রাতে তাঁরা আর খাওয়াদাওয়া করেননি। একদিকে খুশি অন্যদিকে ভয়ে না খেয়েই বিনিদ্র রজনী পার করেন পার্থজিত।

বানারহাট খুনে দোষীর যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৪ মার্চ ঃ তিন বছর আগে জলপাইগুড়ির বানারহাটে শিপ্রানুস টোপ্পো নামের এক ব্যক্তি খুন হন। সেই মামলায় পুলিশ গ্রেফতার করে মাইকেল কুজুর নামের এক ব্যক্তিকে। মঙ্গলবার সেই মামলার সাজা ঘোষণা করল জলপাইগুড়ি জেলা আদালতের ফাস্ট ট্র্যাক ফার্স্ট কোর্ট। ২০২২ সালের ১৮ জুন শিপ্রানুস টোপ্পোর বাড়িতে ঢুকে তাঁকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে খুন করেন মাইকেল কুজুর। সেই খুনের মামলায় দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন তিনি। তার যাবজ্জীবন সাজার ঘোষণা করেছেন জলপাইগুড়ি জেলা আদালতের ফাস্ট ট্র্যাক ফার্স্ট কোর্টের বিচারক স্বাতী মুখোপাধ্যায়।

চাঁদের মাটিতে নতুন মাইল ফলকে নাম জড়াল হুগলির প্রিয়াঙ্কার

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ৪ মার্চ ঃ আমেরিকার বেসরকারি মহাকাশ গবেষণা সংস্থা ফেরিফ্লাই এরোস্পেস এর ব্লু ঘোস্ট ওয়ানের সঙ্গে চাঁদের মাটিতে অবতরণ করল বাংলার মেয়ের ফ্যাশন ডিজাইন। চাঁদের মাটিতে নতুন মাইল ফলকের সঙ্গে নাম জড়াল বাংলার। যুগান্তকারী অবদানের জন্য হুগলির ফ্যাশন ডিজাইনার প্রিয়াঙ্কা মল্লিককে ইউনিভার্সাল ফ্যাশন ডিজাইনার স্বীকৃতি দিল নাসা। প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছেন মার্কিন রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্পও। হুগলি জেলার দাদপুর থানার বাদিনান গ্রামের বাসিন্দা প্রিয়াঙ্কা মল্লিক। ইতালির মিলান থেকে ফ্যাশন ডিজাইন ডিগ্রি করার মাধ্যমে তার ফ্যাশন দুনিয়ায় পা রাখা। বিভিন্ন দেশে , বিভিন্ন সংস্থায় তার ডিজাইন ইতিমধ্যেই প্রশংসিত হয়েছে। ২০২৩ সালে ৬ই মে রাজা চার্লস ও রানীর করোনেশনের সময় প্রিয়াঙ্কার ডিজাইন দ্য ইটারনাল রোজ ড্রেস ফর হার ম্যাজেস্টি কুইন ক্যামিলার এবং রাজা চার্লস ৩ এর জন্য প্রজাপতি ব্রোচ খুবই পছন্দ করেন তারা। রাজা, রানী, বাকিংহাম প্যালেস সহ বিভিন্ন জায়গা থেকে তার কাছে শুভেচ্ছা বার্তা এসে পৌঁছায়। এবার প্রিয়াঙ্কার তৈরি করা সেই দুটি ডিজাইন চাঁদের মাটিতে পৌঁছে গেল। রবিবার ভারতীয় সময় দুটো চার মিনিটে নাসার-র সহযোগিতা ফেরিফ্লাই এরস্পেস-এর ব্লু ঘোস্ট লুনার ল্যান্ডার পা রাখে। গত ১৫ জানুয়ারি পৃথিবী থেকে রওনা দেয় ব্লু ঘোস্ট। সেই মিশনের লাইফশিপ পিরামিডে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে প্রিয়াঙ্কা মল্লিক এর দুটো ডিজাইন। প্রিয়াঙ্কা মল্লিক হলেন প্রথম ফ্যাশন ডিজাইনার যার সৃষ্টি ডিজাইন প্রথম চাঁদে পৌঁছাল। গত ১৫ জানুয়ারি মিশন শুরুর পরেই নাসা থেকে ইউনিভার্সাল ফ্যাশন ডিজাইনার স্বীকৃতি পান প্রিয়াঙ্কা। ডোনাল্ড ট্রাম্প সাক্ষরিত শুভেচ্ছা বার্তা ই - মেল মারফত এসে পৌঁছায় অজ পাড়া গায়ের বাড়িতে। তাতে প্রিয়াঙ্কার ডিজাইনের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট। এর আগে বাকিংহাম প্যালেস থেকেও ডাকযোগে শুভেচ্ছা বার্তা এসেছিল তার আবেদনের জন্য। প্রিয়াঙ্কা জানান, এই ডিজাইন গুলো আমি ভার্চুয়ালি কোম্পানিকে পাঠাই। এবং তারা জানায় এটা লাইভ শিপ পিরামিড এর মধ্যে একটা টেকনোলজির সাহায্যে অন্তর্ভুক্ত করা হবে, যেটা হাজার হাজার বছর অবধি চাঁদের মাটিতে রয়ে যাবে। এটা হিউম্যান কালচার হিউম্যান ফ্যাশন আর্টকে সারা ব্রহ্মাণ্ডে ছড়িয়ে দেবে। আমাদের সমাজ শেষ হয়ে গেলেও পরবর্তী সমাজ এসে দেখতে পাবে পৃথিবীর সংস্কৃতি ,ফ্যাশন কি ছিল। ঐতিহাসিক সাফল্যে উচ্ছসিত প্রিয়াঙ্কা। তিনি আরও বলেন, আমি কতটা খুশি তা ভাষায় প্রকাশ করতে পারছি না। এটা এমন একটা স্বপ্ন সফল হল যেটা আমি জীবনে কল্পনাও করতে পারিনি।

হিমঘরের উদ্বোধন

দুরন্ত বার্তা, বোলপুর, ৪ মার্চ ঃ ফড়েরা যাতে চাষীদের লাভের গুড় খেতে না পারে, তাই সরাসরি চাষীদের কাছ থেকে আলু কিনছেন মানবিক মুখ্যমন্ত্রী।

মঙ্গলবার উত্তর অজয় হিমঘর সমবায় লি. উদ্বোধনে বললেন বীরভূম জেলাপরিষদের সভাপতি ফায়েজুল হক তথা কাজল সেখ। বীরভূম জেলা বিপণন আধিকারিক রাকেশ চট্টোপাধ্যায় জানান, পটাটো প্রকিওরমেন্ট প্রকল্পে জেলার উত্তর অজয় হিমঘর সমবায় লি. এবং নলহাটি থেকে একশো মেট্রিক টন করে মোট দুশো মেট্রিক টন আলু কেনা হবে। পটাটো প্রকিওরমেন্ট প্রকল্পে ৯ টাকা প্রতি কেজি এবং সুফল বাংলা ১০ টাকা প্রতি কেজি দরে কেনা হবে। এই প্রকল্প চাষী থেকে সাধারণ মানুষের উপকারের জন্য করা হয়েছে। নতুন আলু উঠলে, আলুর দাম কমলে চাষির ক্ষতি, তাই চাষীদের কাছে আলু কেনে সরকার। আবার যখন আলুর দাম বাড়ে তখন সরকারি স্টলে ন্যায্য মূল্যে সেই আলু বিক্রি করা হয়। এর ফলে উভয়েই উপকৃত হয়।

লাউদোহায় পিএইচই রিজার্ভারে তালা গ্রামবাসীদের

দুরন্ত বার্তা, দুর্গাপুর, ৪ মার্চ ঃ রমজান মাসে তীব্র জলসংকটের জেরে মঙ্গলবার উত্তেজনা ছড়াল দুর্গাপুর ফরিদপুর ব্লকের রাঙামাটি গ্রামে। দীর্ঘদিন ধরে পানীয় জল না পাওয়ায় ক্ষুব্ধ বাসিন্দারা স্থানীয় পিএইচই রিজার্ভারে তালা লাগিয়ে দেয়, যার ফলে আশপাশের গ্রামগুলিতে জল সরবরাহ বন্ধ হয়ে যায়। পরে প্রশাসনের আশ্বাসে তালা খোলা হয়। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, এক বছর আগে জলস্বপ্ন প্রকল্পের পাইপলাইন বসানো হলেও পানীয় জল সরবরাহ শুরু হয়নি। রমজান মাসে জল সংকট তীব্র হওয়ায় ক্ষোভ আরও বেড়েছে। স্থানীয় বাসিন্দা বলেন, এক ফোঁটা পানীয় জলও মিলছে না, অথচ ভোটের সময় জলকষ্ট মেটানোর আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল। খবর পেয়ে পিএইচই আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে পৌঁছান। ক্ষুব্ধ গ্রামবাসীরা জানান, পর্যাপ্ত জল সরবরাহ নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত তালা খোলা হবে না। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে পুলিশ ও প্রশাসনের হস্তক্ষেপে আপাতত ট্যাঙ্কার মারফত জল সরবরাহের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। দুর্গাপুর ফরিদপুর ব্লকের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক অর্ঘ্য মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন, শীঘ্রই পাইপলাইনের বাকি কাজ সম্পন্ন করে নলবাহিত জল সরবরাহ চালু করা হবে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ার পর ঘণ্টাখানেকের মধ্যে গ্রামবাসীরা রিজার্ভারের তালা খুলে দেয়।

ছাত্রীর শ্লীলতাহানির অভিযোগ, দমদমের স্কুলে উত্তেজনা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৪ মার্চ ঃ সরকারি স্কুলে ছাত্রীর শ্লীলতাহানির অভিযোগকে কেন্দ্র করে মঙ্গলবার দমদম ভারতীয় বিদ্যামন্দির স্কুলে তুমুল উত্তেজনা ছড়ায়। অভিভাবকরা বিক্ষোভ দেখায়। দমদম থানায় অভিযোগ দায়ের হয়েছে। কাঠগড়ায় স্কুলেরই প্রধান শিক্ষক। সোমবার ঘটনাটি ঘটে ওই স্কুলে। ছাত্রীদের অভিযোগ, উনি অনেক দিন ধরেই স্কুলে নোংরামি করছেন। অভিযোগ, অষ্টম শ্রেণির এক ছাত্রীকে নিজের ঘরে ডেকেছিল অভিযুক্ত প্রধান শিক্ষক। সেখানে তিনি ওই পড়ুয়ার সঙ্গে আপত্তিকর আচরণ করে বলে অভিযোগ। নির্যাতিতার কথায়, বুকের জামা ধরে টান মারে। গোপনাঙ্গে হাত দেয়। বাড়ি ফিরে পরিবারকে পুরো বিষয়টা জানায় সে। এর পরই স্কুলের অন্যান্য অভিভাবকরা জানতে পারেন। মঙ্গলবার সকাল থেকেই স্কুলে এসে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন তাঁরা। প্রধান শিক্ষকের গ্রেফতারির দাবি করেন। তাঁদের কথায়, এর আগেও অভিযুক্ত অনেক ছাত্রীর শ্লীলতাহানি করেছেন। প্রতিবাদ করেও কোনও লাভ হয়নি। রোজই কোনও না কোনও ছাত্রীর গায়ে হাত দিতেন ওই শিক্ষক। এদিন স্কুলে তুলকালাম হলেও গরহাজির ছিল অভিযুক্ত প্রধান শিক্ষক। তদন্ত শুরু হয়েছে।

NOTICE

I Buddhadeb Samadder S/O Late Hiranmoy Samadder by faith Hindu of 49/1J Tollygung Road, PO: Tollygung, PS:Tollygung (Now Kalighat), Kolkata - 700026, WB, had purchased a land/property scheduled below from Power of Attorney holder Shri Keshab Ranjan Nagha, S/O Kalipada Nagha, by faith Hindu of 48/1 Subarban School Road PO+PS: Bhabanipur, Kolkata-700025 WB South 24 Paraganas, WB, Book - 4, Volume 1194/1991, Pages from 55-58, Being No-1194 for the year 1991, date 23.12.1991, DSR Alipur, 24 Pgs(S). If anybody has any objection on mutation of said property/land, please inform office of the BL & LRO, Block Kolkata in writing or over e mail - bllroatm@gmail.com within one month from the date of this advertisement. Land schedule at Mouza Purba Putiary, JL No-43, RS Khatian-373 LR Khatian-456, LR Dag No-437, under PS Regent Park.

PUBLIC NOTICE

In the 2nd Labour Court At. Ahmednagar
Before Shri. Abhijeet G. Deshmukh, Judge, Labour Court And Commissioner For Employees Compensation Act, 1923.
W.C.A. (Distribution) No. 63/2024
CNR No. MHLC160002252024
Applicants- Sudhangshu Manohar Mandal & others
Versus
Opponents- Marshal Waire Industries Owner Omprakash Kashinath Zikare & another

It is brought to the notice of public for information that opponents No. 2 has deposited the compensation amount of Rs. 10,00,000/- (Ten Lakh Rupees Only) in this court to the person who were dependent on deceased Shushant Sudhangshu Mandal. Therefore it is brought to the notice that, Sudhangshu Manohar Mandal Age-65, Budhrani Sudhangshu Mandal Age-63 Both R/o. Guniyara Neturiya, (Puruliya) West Bengal - 723133. In that sense this notice informs that, These persons appeared in this case as dependents and demanded compensation amount. If there is any dependent of the deceased other than above mentioned, they should appear in this court within 30 days form the publication of this notice and submits their written statement. During this period if nobody appeared then it will presume that nobody is dependent on deceased except these applicants and necessary order will be passed.

Next Date of this case is 10/02/2025.

By Order
I/C. Secretary
Labour Court, Ahmednagar (Maharashtra)

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ ইএনজিজি-০৯/২৪-২৫ (ওপেন), তারিখ ঃ ২৮.০২.২০২৫। চিফ ওয়ার্কস ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, কাঁচরাপাড়া ওয়ার্কশপ, পশ্চিমবঙ্গ, উত্তর ২৪-পরগণা, পিন-৭৪৩১৪৫ কর্তৃক ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এর মাধ্যমে খ্যাতনামা কন্ট্রাক্টর যাঁরা প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতা ও আর্থিক সঙ্গতি সম্পন্ন ও যাঁদের রেলওয়ে/সিপিডব্লুডি/পিডব্লুডি/এমইএস/ সেচ অথবা কোন সরকার অধিগৃহীত সংস্থায় অনুরূপ ধরনের কাজ সম্পাদনের বাঞ্ছনীয় পূর্ব অভিজ্ঞতা আছে তাঁদের কাছ থেকে ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **ক্রমিক নং ঃ ১। টেন্ডার নং ঃ ডব্লুটি-২৩-২৪-২৫। কাজের বিবরণ ঃ** কাঁচরাপাড়া ওয়ার্কশপ-এঃ সিটিআর(এস) ৫.০ টিকেএম। **টেন্ডার মূল্যমান ঃ** ২,৩৩,৯৮,০৯৩.৩৬ টাকা। **বায়না মূল্য/বিড সিকিউরিটি* ঃ** ২,৬৭,০০০ টাকা। **ক্রমিক নং ঃ ২। টেন্ডার নং ঃ ডব্লুটি-২৪- ২৪-২৫। কাজের বিবরণ ঃ** কাঁচরাপাড়া ওয়ার্কশপ-এঃ কাঁচরাপাড়া ওয়ার্কশপের অধিক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত জলের পাইপলাইন পরিবর্তন সমেত বিভিন্ন কলোনির জল সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নতিকরণ। **টেন্ডার মূল্যমান ঃ** ২,৩৪,৬৮,৩৬৪.১৭ টাকা। **বায়না মূল্য/বিড সিকিউরিটি* ঃ** ২,৬৭,৪০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য (অ-ফেরৎযোগ্য) ঃ** শূন্য (ক্রমিক নং ১ ও ২ প্রতিটির জন্য)। **স্বীকৃতি পত্র ইস্যু করার তারিখ থেকে কার্য সম্পাদনের সময়সীমা ঃ** ১২ মাস (ক্রমিক নং ১ ও ২ প্রতিটির জন্য)। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ** ২৪.০৩.২০২৫ (ক্রমিক নং ১ ও ২ প্রতিটির জন্য)। *এল. নং-২০২০/সিই-১/সিটি/৩ই/ জিসিসি/ পলিসি, তারিখ ঃ ৩০.১২.২০২০-তে দর্শিত অনুযায়ী রেলওয়ে বোর্ড নির্দেশ দিয়েছে যে ৩১.১২.২০২১ তারিখ পর্যন্ত কোন ওয়ার্কস টেন্ডারের জন্য কোন ইএমডি নেওয়া যাবে না। কিন্তু যেহেতু এখন পর্যন্ত এই মর্মে কোন পরবর্তী নির্দেশ পাওয়া যায়নি, সেহেতু ইএমডি পদ্ধতি আগের মতোই চালু থাকবে। কাজের পরিধি শুধুমাত্র কাজের ইঙ্গিতবাহী, বিস্তারিত বিবরণের জন্য ভারতীয় রেলওয়ে ই-টেন্ডারিং সাইট (আইআরইপিএস) অর্থাৎ **https://www.ireps.gov.in** দেখুন। **বিজ্ঞাপনের সময়কাল ঃ** যে সময়কালে টেন্ডার সংক্রান্ত সকল তথ্য পাওয়া যাবে কিন্তু প্রস্তাব জমা দেওয়া যাবে না। **প্রস্তাব জমার সময়কালঃ** টেন্ডার খোলার আগের পনেরো দিন, যে সময়কালে টেন্ডারদাতারা তাঁদের প্রস্তাব জমা করতে পারেন। টেন্ডার বন্ধ হবে **২৪.০৩.২০২৫ দুপুর ২টা** এবং টেন্ডার খোলা সংক্রান্ত কর্মীবৃন্দ ও নেট সংযোগ লভ্যতার সাপেক্ষে ঐ একই দিনে দুপুর ২.৩০ মিনিটের পরে যে কোন সময়ে টেন্ডার খোলা হবে।

(MISC-362/2023-24)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway
easternrailwayheadquarter

ফ্যাশন ও রূপ চর্চা

পিওর সিল্ক কেনার আগে এই টিপস আপনার কাজে লাগবেই

ট্রেনে-বাসে বাদুরঝোলা হয়ে অফিসে দৌড়। কাজের চাপে হাতে সময় কম। তাই অনেক সময় শাড়ি পরা হয় তো সেভাবে হয় না। কিন্তু শাড়ি পরতে কমবেশি সকলেই ভালোবাসেন। যাঁরা শাড়ি মাঝেমধ্যে হলেও পরেন তাঁরা পিওর সিল্ক পছন্দ করেন। আলমারি কমপক্ষে একটা হলেও থাকে পিওর সিল্ক। বাজারে এখন হাজার রকমের পিওর সিল্ক বিক্রি হয়। তার উপর আবার বর্তমানে বাজার কাঁপাচ্ছে সেমি পিওর সিল্ক শাড়ি। অসাধু ব্যবসায়ীরা আবার বেশি দাম নিয়ে নকল পিওর সিল্ক বিক্রি করেন। সেক্ষেত্রে দাম দিয়েও ঠকে যান ক্রেতা। জেনে নিন কোন কোন দিক খতিয়ে দেখে পিওর সিল্ক কেনা উচিত। আসল পিওর সিল্ক স্পর্শতেই টের পাওয়া সম্ভব। হাত দিলেই দেখবেন অতিরিক্ত মোলায়েম। শাড়ি অত্যন্ত ঠান্ডা হবে বোঝা যাবে তা আসল। সিন্থেটিক শাড়ি অতটা মোলায়েম হবে না। তা কিছুটা খসখসে। পিওর সিল্ক শাড়ির একটি কোণ জোরে চেপে ধরুন। আসল পিওর সিল্ক শাড়ির কোঁচকানো ভাব চলে যাবে তাড়াতাড়ি। সিন্থেটিক হলে ওই ভাঁজ ইস্ত্রি ছাড়া দূর করা অসম্ভব। আসল পিওর সিল্ক কিনা তা আগুন জ্বালিয়ে পরীক্ষা করে দেখতে পারেন। পিওর সিল্ক পোড়ানোর সময় চুল পোড়ার গন্ধ পাবেন। সিন্থেটিক শাড়ি পোড়ানোর সময় প্লাস্টিকের গন্ধ পাওয়া যাবে। ছাইয়ের মধ্যেও তফা রয়েছে। জল দিয়েও নিমেষে পরীক্ষা করে দেখা সম্ভব পিওর সিল্কটি আসল কিনা। শাড়ির এক কোণে দুফোঁটা জল দিন। আসল পিওর সিল্কের উপর জল বেশি দূর ছড়াবে না। শুষেও নেবে তাড়াতাড়ি। আর সিন্থেটিক শাড়ির উপর পড়া জল ছড়াবে বেশি। শুকতেও সময় লাগবে বেশিক্ষণ। শাড়ির ঔজ্জ্বল্য প্রমাণ দেবে তা পিওর সিল্ক নাকি সিন্থেটিক। পিওর সিল্ক উজ্জ্বল রংয়ের হলেও তা চকচক করবে কম। সিন্থেটিক শাড়ির ঔজ্জ্বল্য তুলনামূলক অনেক বেশি হবে।

রোজ ফাউন্ডেশন ব্যবহার করছেন, ক্ষতি করছেন না তো!

সাজগোজ করতে ভালোবাসেন অনেকেই। প্রায় প্রতিদিনই মেকআপ করেন। কমপক্ষে ৯-১০ ঘণ্টা টানা মেকআপ করে থাকেন। মেকআপ করছেন মানেই ফাউন্ডেশন একেবারে বাধ্যতামূলক। স্কিনটোন অনুযায়ী বেছে বেছে ফাউন্ডেশন ব্যবহার করলেন। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সু ন্দর তো লাগছে। কিন্তু ত্বকের ক্ষতি হচ্ছে। রোজ রোজ ফাউন্ডেশন ব্যবহার করলেও কি হয়, জেনে নিন বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে।

১. প্রতিদিন ফাউন্ডেশন ব্যবহারের ফলে রোমকূপের মুখ বন্ধ হয়ে যায়। তার ফলে ব্রণর সমস্যা বাড়তে পারে।

২. ফাউন্ডেশন ব্যবহারের পর না পরিষ্কার করলে ত্বকে ময়লা বসে যেতে শুরু করে। তার ফলে ত্বকের উজ্জ্বলতা কমতে থাকে। ব্ল্যাকহেডস, হোয়াইটহেডস এবং ব্রণর সমস্যা বাড়ে।

৩. দিনের পর দিন ফাউন্ডেশন ব্যবহারের ফলে ত্বকের সমস্যা হতে পারে। ত্বকে লালভাব, চুলকানি হতে পারে। সেক্ষেত্রে তড়িঘড়ি চিকিসকের পরামর্শ নিতে হবে।

৪. ফাউন্ডেশন অতিরিক্ত ব্যবহারের ফলে ত্বক আর্দ্রতা হারায়। স্বাভাবিক ঔজ্জ্বল্য হারাতে থাকে ত্বক।

৫. সময়ের চেয়ে অনেক আগে ত্বক বুড়িয়ে যাওয়ার নেপথ্য কারণও হতে পারে ফাউন্ডেশনের অতিরিক্ত ব্যবহার।

বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন, তাই ফাউন্ডেশন কেনার ক্ষেত্রে কোনও কার্পণ্য করবেন না। অবশ্যই স্কিনটোনের কথা মাথায় রেখে যেমন ফাউন্ডেশন কিনবেন। ঠিক তেমনই ফাউন্ডেশনে কী কী উপাদান রয়েছে, তা মাথায় রাখতে হবে। বিশেষত, ভিটামিন সি, গ্রিন টি যুক্ত ফাউন্ডেশন ব্যবহার করাই শ্রেয়। আর অবশ্যই ফাউন্ডেশন ব্যবহারের পর ভালো করে মুখ পরিষ্কার করতে হবে। নইলে ত্বকের দফারফা হতে বেশি সময় লাগবে না।

এই সময় ত্বক ও চুলের যত্ন নেবেন যেভাবে

বাতাসে গরমের হালকা আঁচ পাওয়া যাচ্ছে। আবার রাতের বুকে খানিকটা হিম বুঝি আজও জমা আছে। আবহাওয়ার এই বৈপরীত্যের মধ্যে সুস্থ থাকতে নিজের যত্ন নিতে হবে। ব্যস্ততার মধ্যেও নিজেকে একটু সময় দিন। এক রূপবিশেষজ্ঞ জানালেন, পর্যাপ্ত ঘুম, আরামদায়ক পোশাক, ত্বক ও চুল পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে এ সময়। ত্বকের ধরন বুঝে বেছে নিতে হবে ময়েশ্চারাইজার। দিনে ও রাতে দুই ভাগে মোট ছয়টি ধাপে ত্বকের যত্ন নিতে পারেন এ সময়। সকালের প্রথম ধাপ ত্বক পরিষ্কার করা। এরপর ময়েশ্চারাইজার লাগানোর পালা। বসন্তের রোদের পরশ ভালো লাগলেও কিন্তু নিয়মমাফিক সানস্ক্রিনসামগ্রী ব্যবহার করতেই হবে। এটি ত্বকের যত্নের তৃতীয় ধাপ। রাতের যত্নের প্রথম ধাপও ত্বক পরিষ্কার করা। দ্বিতীয় ধাপে আছে টোনার। বাড়ির সাধারণ উপকরণই টোনার হিসেবে ব্যবহার করা যায়। শুষ্ক ত্বকের টোনার হতে পারে তরল দুধ। তৈলাক্ত ত্বকের জন্য আবার শসার রস দারুণ টোনার। তৃতীয় ধাপ অবশ্য প্রয়োজনমাফিক। এটি হলো সিরাম ব্যবহার। সিরাম প্রয়োগের পর জেড রোলার বা গুয়াশা ব্যবহার করা ভালো। চতুর্থ ধাপে আছে ময়েশ্চারাইজার। পঞ্চম ধাপে লিপবাম।

বাড়িতেই তৈরি করতে পারেন ক্লিনজার ও সিরাম

ত্বকের অবস্থা বুঝে ক্লিনজার ও সিরাম বেছে নেওয়ার পরামর্শ দিলেন বিশেষজ্ঞরা। চাইলে কিন্তু বাড়িতেও এমন ক্লিনজার ও সিরাম তৈরি করতে পারেন, যেগুলো সব ধরনের ত্বকেই প্রয়োগ করা যায়, জানালেন রাহিমা সুলতানা। ক্লিনজার তৈরির জন্য চালনিতে চেলে নিন মসুর ডালের বেসন। যতটা বেসন নেবেন, ততটাই নিন শসার রস। একই পরিমাণ ডাবের জল নিন। সব উপকরণ মিশিয়ে কিউব আকারে ডিপফ্রিজে রেখে দিন। এক সপ্তাহ ব্যবহার করতে পারবেন। একটি কিউব বের করে মুখে ঘষলেই পরিষ্কার হয়ে যাবে। হাতে সময় থাকলে জল দিয়ে মুখ ধুয়ে ফেলার আগে ১০ মিনিট অপেক্ষা করুন। সিরামের জন্য সিকি কাপ তিসি আর সিকি কাপ চাল একসঙ্গে নিয়ে অন্তত দুই কাপ জলে সেদ্ধ করতে হবে। পুরু পেস্টের মতো হয়ে এলে চুলা থেকে নামিয়ে মার্কিন কাপড় দিয়ে ছেঁকে নিন। পুরোপুরি ঠান্ডা হয়ে এলে দুটি ভিটামিন ই ক্যাপসুলের নির্যাস যোগ করুন। এই সিরাম কাচের কৌটায় ফ্রিজে রেখে সাত দিন দিতে পারেন।

তৈলাক্ত ত্বকের জন্য দে। চা-চামচ বেসন এবং আধা চা-চামচ মধু নিন। সঙ্গে কাঁচা হলুদের রসও নিন আধা চা-চামচের একটু কম। সব উপকরণ মিশিয়ে নিলেই হয়ে যাবে দারুণ প্যাক। ত্বকে দৃশ্যমান ছিদ্র (পোর) না থাকলে এই প্যাকে যোগ করতে পারেন কয়েক ফোঁটা লেবুর রস। শুষ্ক ত্বকের জন্য একমুঠ চাল সেদ্ধ করে ব্লেন্ড করে নিন। তাতে যোগ করুন ২ চা-চামচ দুধ। সঙ্গে কাঁচা হলুদের রসও নিন আধা চা-চামচের একটু কম। মিশ্র ত্বকের জন্যও একমুঠ চাল সেদ্ধ করে ব্লেন্ড করে নিতে হবে। তবে এতে যোগ করতে হবে কেবল আধা চা-চামচ মধু। যাঁদের ব্রণ আছে, তাঁরা দুই চা-চামচ দুধের সঙ্গে এক চা-চামচ মধু মিশিয়ে নিন। কাঁচা হলুদের রসও নিন আধা চা-চামচের একটু কম।

স্ক্র্যাবিং করতে-তৈলাক্ত ত্বকের জন্য এক চা-চামচ চালের গুঁড়া আর দুই চা-চামচ বেসন মিশিয়ে নিয়ে প্রয়োজনমতো জল যোগ করুন।

চুলের যত্নে- চুলের পুষ্টির জন্য সপ্তাহে দু-তিন দিন নারকেল তেল মালিশ করুন। ২০-৩০ মিনিট পর শ্যাম্পু করে ফেলুন। খুশকি থাকলে চুলের গো।ায় লেবুর রস ঘষে এরপর নারকেল তেল মালিশ করুন। এ ছাড়া চুলের ধরন অনুযায়ী কিছু হেয়ারপ্যাক তৈরির পদ্ধতি জেনে নিন-

রুক্ষ-শুষ্ক চুলের জন্য একটা মাঝারি আকারের কলার সঙ্গে তিন-চার চা-চামচ কাঠবাদামের তেল মিশিয়ে নিন। নিষ্প্রাণ, জমাটবাঁধা ভাব চলে এলে একটা মাঝারি আকারের কলা, তিন চা-চামচ টক দই আর একটা ডিম মিশিয়ে নিন। চুল পড়ে যাওয়ার সমস্যা এড়াতে প্যাক তৈরির জন্য মেথিগুঁড়ার সঙ্গে প্রয়োজনমতো জলপাই তেল মিশিয়ে নিন। চুলের আগা ফেটে গেলে টক দইয়ের সঙ্গে প্রয়োজনমতো জলপাই তেল মিশিয়ে নিন। রেশমি চুল পেতে একমুঠ চাল সেদ্ধ করে নিন। এর সঙ্গে যোগ করুন একটি অ্যালোভেরার নির্যাস এবং দুই চা-চামচ জলপাই তেল। মাথার ত্বক যদি তৈলাক্ত হয়, তাহলে এক চা-চামচ মধুর সঙ্গে আধা চা-চামচের একটু কম পরিমাণ লেবুর রস যোগ করে নিন। অ্যালোভেরা মণ্ড নিন সিকি কাপড় সঙ্গে নিন সিকি কাপ টক দই আর একখানা ডিম। মেথিগুঁড়া আর আমলকীগুঁনাও নিন এক টেবিল চামচ করে। সব উপকরণ একসঙ্গে ব্লেন্ড করলেই হয়ে যাবে দারুণ এক হেয়ারপ্যাক। এই প্যাক যেকোনো ধরনের চুলেই প্রয়োগ করা যাবে।

কোঁকড়া চুলের কোমলতা এবং উজ্জ্বলতার জন্য অন্য একটি প্যাকও লাগানো যেতে পারে। এ জন্য সমপরিমাণ তিসি এবং চাল নিন। চালের চার গুণ পরিমাণ জল নিয়ে আলাদাভাবে সেদ্ধ করে গুঁড়া করে নিন। তিসির চার গুণ পরিমাণ জল নিয়ে আলাদাভাবে জ্বাল দিয়ে জেল তৈরি করুন। এরপর একসঙ্গে মিশিয়ে নিন। ঠান্ডা অবস্থায় এতে একটি ভিটামিন ই ক্যাপসুলের নির্যাস যোগ করুন।

মুম্বাই শহরে অ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠান

মুম্বাই, ৪ মার্চ ঃ রবিবারের সন্ধ্যায় বসন্তের ছোঁয়ায় মুম্বাই শহরে অনুষ্ঠিত হলো আরো এক অ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠান। সমুদ্র তীরবর্তী জুহু'র দ্য ক্লাব-এ অনুষ্ঠিত এই সন্ধ্যায় অ্যাওয়ার্ড তুলে হয় বলিউডের অন্যতম মিউজিক্যাল ভয়েস ট্রেনার সুমন ব্যানার্জী'র হাতে। ২ মার্চ আয়োজিত প্রথম বর্ষ স্টার ফিউশন অ্যাওয়ার্ড এদিন আরো যাঁদের হাতে তুলে দেওয়া হয় তাঁদের মধ্যে ছিলেন সুরকার দিলীপ সেন সহ হিতেন প্যাটেল,

অরবিন্দ ওগেলা, এসিপি সঞ্জয় পাটিল, জারা খান প্রমুখ।

কাশ্মীর-মণিপুর ইস্যুতে পাল্টা প্রতিক্রিয়ায় রাষ্ট্রসংঘকে আয়না দেখাল ভারত

৪ মার্চ ঃ ভারতের জম্মু ও কাশ্মীর এবং মণিপুর নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ রাষ্ট্রসংঘের মানবাধিকার কমিশনের প্রধানের। এই ঘটনায় পালটা তোপ দাগল ভারত।

মানবাধিকার কমিশনের প্রধান ভলকার তুর্কের মন্তব্যকে 'ভিত্তিহীন' ও 'অবাস্তাব' বলে উল্লেখ করলেন রাষ্ট্রসংঘে ভারতের স্থায়ী প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত অরিন্দম বাগচি। রাষ্ট্রসংঘকে রীতিমতো আয়না দেখিয়ে বাগচি জানালেন, অবাঞ্ছিত কিছু ঘটনাকে হাতিয়ার করে তার সুবিধা নেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। জেনেভার ৫৮ তম অধিবেশনে মানবাধিকার সংক্রান্ত বিশ্ব তালিকায় ভারতের মণিপুর এবং জম্মু ও কাশ্মীরের কথা উল্লেখ করেছিলেন তুর্ক। যার অর্থ হল, বিশ্বতালিকায় অন্যান্য জায়গার পাশাপাশি ভারতের এই দুই অঞ্চলে মানবাধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে। আন্তর্জাতিক মঞ্চে ভারতের এই অপমানের তীব্র প্রতিক্রিয়া দেন অরিন্দম বাগচি। তিনি জানান, বিশ্বের সবচেয়ে বড় গণতন্ত্রের দেশ ভারত। সুস্থ, প্রাণবন্ত এবং বহুত্ববাদী সমাজের অন্যতম উদাহরণ এই দেশ। এখানকার নাগরিকদের শক্তি ও উদারতা আরও ভালোভাবে বোঝা উচিত সকলের। ভারত সম্পর্কে এমন মন্তব্য এর আগেও করা হয়েছে। তবে প্রতিবার তা ভুল বলে প্রমাণিত হয়েছে। একইসঙ্গে জম্মু ও কাশ্মীর প্রসঙ্গে বাগচি বলেন, জম্মু ও কাশ্মীরে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। পঞ্চায়েত নির্বাচনে রেকর্ড হারে মানুষ সেখানে ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন। পর্যটন ক্ষেত্রের উন্নতির পাশাপাশি ব্যাপকহারে আর্থিক উন্নয়ন চলেছে। সেই সময় রাষ্ট্রসংঘের মতো দায়িত্বশীল আন্তর্জাতিক মঞ্চের এমন মন্তব্য কোনওভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। পাশাপাশি মণিপুর প্রসঙ্গে বলেন, মণিপুরের অশান্ত অঞ্চলে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে সরকারের তরফে সমস্ত রকম উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। পুনর্বাসন প্রক্রিয়াও চলছে। একইসঙ্গে জানান, রাষ্ট্রসংঘের মতো আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলির দেশের আভ্যন্তরীণ সমস্যাগুলি বোঝার ক্ষেত্রে আরও সংবেদনশীল হওয়া উচিত।

তবে কাশ্মীর ও মণিপুরের মানবাধিকার নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করলেও সংখ্যালঘু নির্যাতন ও সন্ত্রাসবাদের জনক হিসেবে পরিচিত পাকিস্তান নিয়ে একটি মন্তব্যও করতে দেখা যায়নি তুর্ককে। পাকিস্তানের প্রতি তুর্কের এই ' স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্নের মুখে। যদিও গাজা, বাংলাদেশ ও আফগানিস্তান নিয়েও এদিন উদ্বেগ প্রকাশ করতে দেখা গিয়েছে রাষ্ট্রসংঘকে। দেখা যাক কি হয়। সবাই তার জন্যই তাকিয়ে দেখছেন।

রাশিয়ার উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা শিথিলের পথে হোয়াইট হাউস

৪ মার্চ ঃ ডোনাল্ড ট্রাম্পের আমেরিকার বিদেশনীতির এমন আকস্মিক রঙ বদলকে এভাবেই ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। রুশ-ইউক্রেন যুদ্ধের মাঝেই সাদা বাড়ির অধীশ্বর হয়েই কূটনীতির ঘোড়ার লাগাম একেবারে বিপরীত দিকে ঘুরিয়ে ফেলেছেন ট্রাম্প। ইউরোপকে কাঁচকলা দেখিয়ে পুতিনপ্রেমে মগ্ন তিনি। সেই লক্ষ্যেই এবার জানা যাচ্ছে, রাশিয়ার বিরুদ্ধে অতীতের মার্কিন নিষেধাজ্ঞা শিথিল করতে চলেছে হোয়াইট হাউস। জোরকদমে শুরু হয়েছে সেই কাজ। মার্কিন প্রশাসন সূত্রে জানা যাচ্ছে, রাশিয়ার সঙ্গে কূটনৈতিক এবং অর্থনৈতিক সম্পর্ককে উন্নত করে তুলতে আগ্রহী আমেরিকা। সেই লক্ষ্যেই ঠিক কোন কোন ক্ষেত্রে রাশিয়ার উপর নিষেধাজ্ঞা চাপিয়েছে আমেরিকা তার খসড়া তালিকা তৈরি হচ্ছে। ইতিমধ্যেই বিদেশ দপ্তর ও রাজস্ব দপ্তরকে এই খসড়া তালিকা তৈরির নির্দেশ দিয়েছে হোয়াইট হাউস। জানা যাচ্ছে, এই তালিকা থেকে উঠে আসা বিষয়গুলি নিয়ে আগামীদিনে মস্কোর সঙ্গে আলোচনা করবে হোয়াইট হাউস। আমেরিকার এই তপরতা প্রকাশ্যে আসতেই বিশ্ব রাজনীতিতে শোরগোল শুরু হয়েছে। ' আমেরিকার এই রাশিয়া প্রেম ভালো চোখে দেখছে না ইউরোপ। এই

তপরতা ইউক্রেনের সর্বনাশ ডেকে আনতে পারে বলেও আশঙ্কা করা হচ্ছে। উল্লেখ্য, দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় ফিরে রুশ নীতি বদলে ফেলেছেন ট্রাম্প। রাশিয়ার সঙ্গে চিনের জোট ভাঙতে পুতিনকে কাছে টানার চেষ্টা করছেন। তাই তিনি ' করেছেন এই যুদ্ধকে। প্রথম থেকে জেলেনস্কিকেই মস্কোর সঙ্গে সমঝোতার পথে হাঁটার বার্তা দিচ্ছেন তিনি। এছাড়া এতদিন ইউক্রেনকে যা যা সাহায্য করেছে আমেরিকা, তা এবার সুদে-আসলে বুঝে নিতে চান ব্যবসায়ী ট্রাম্প। তাই খনিজ চুক্তি করতে চেয়েছিলেন। জেলেনস্কিও রাজি হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু শুক্রবারের বৈঠকে উত্তপ্ত বাক্য বিনিময়ের পর সেই খনিজ চুক্তির অপমৃত্যু হয়। অন্যদিকে, পুতিন ট্রাম্পকে প্রস্তাব দিয়েছেন ইউক্রেনের অধিকৃত জমির খনিজ ভাগাভাগি করে নেওয়ার। এই পরিস্থিতিতে পুতিন প্রেমে একাধিক ফায়দা দেখছেন দুঁদে ব্যবসায়ী ট্রাম্প। ইউক্রেনের সঙ্গে বন্ধুত্বে আমেরিকা শুধুমাত্র ৫০০ মিলিয়ন ডলারের বিনিময়ে নিজেদের প্রাপ্য খনিজ সম্পদটুকুই পেত। পুতিনের হাত ধরলে প্রাপ্য আদায় তো বটেই রাশিয়ার দখল নেওয়া অধিকৃত জমির ভাগ নেওয়া যাবে। এবং বর্তমানে আমেরিকার প্রধান শত্রু হয়ে ওঠা চিনের থেকে রাশিয়াকে সরিয়ে আনা সম্ভব হবে। রুশ-মার্কিন কূটনৈতিক সম্পর্কের আবহে হোয়াইট হাউসের এই খসড়া তৈরির নির্দেশে অনুমান করা হচ্ছে, মস্কোর সঙ্গে সম্ভবত কোনও চুক্তি করতে চাইছেন ট্রাম্প

Name Change

I, Binay Jaiswal (Old Name) S/O Late Arun Kumar Jaiswal, residing at BA-9/1, RABINDRA PALLY, SPACE TOWER, JYANGRA, P.S.- BAGUIATY, NORTH 24 PGS- 700059, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Binay Kumar Jaiswal (New Name) as declared before the notary public at Kolkata, dated 04/03/2025. Binay Kumar Jaiswal (New Name) and Binay Jaiswal (Old Name) both are same and identical person.

Name Change

I, Afruja Molla, Afroja Sahaji (Old Names) W/O , Ataur Shahajee, residing at 0149, Hakimpur Uttar Para, Swarupnagar, North 24 Parganas, Pin- 743273, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Afroja Shahajee (New Name) as declared before the notary public at Kolkata, dated 04/03/2025. Afroja Shahajee (New Name) and Afruja Molla, Afroja Sahaji (Old Names) all are same and identical person.

Name Change

I,PRITILATA SARKAR BISWAS(OLD NAME),WIFE OF DIPANKAR BISWAS, RESIDING AT JAGATPUR BAZAR,ASWINI NAGAR,BIDHANNAGAR - 700159, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS PRITILOTA BISWAS(NEW NAME) VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 04/03/2025.THAT PRITILATA SARKAR BISWAS(OLD NAME) AND PRITILOTA BISWAS (NEW NAME) BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, S ROY (AS PER DL NO WB 0119840279000), SON OF DURGA CHARAN ROY,RESIDING AT 85 RUBY PARK,HALTU, KOLKATA - 700078,WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SANDIP ROY VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE LD 1ST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE AT ALIPORE ON 04/03/2025.THAT S ROY AND SANDIP ROY BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, Dilip Jana (Old Name) son of Hrishikesh Jana, residing at 332, Ward-11, Bijay Krishna Maity Sarani, Contai, P.S.- Contai, East Medinipur, Pin- 721401, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Dilip Kumar Jana (New Name) as declared before the notary public at Kolkata, dated 04/03/2025. Dilip Kumar Jana (New Name) and Dilip Jana (Old Name) both are same and identical person.

Name Change

I, RAMSHANKAR MAHATO(AS PER DL NO WB05 20190004761),SON OF SHIW MANGAL MAHATO, RESIDING AT 37/4H DR G.S BOSE ROAD,TILJALA, KOLKATA - 700039,WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS RAMA SHANKAR MAHATO VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE LD 1ST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE AT ALIPORE ON 04/03/2025,THAT RAMSHANKAR MAHATO AND RAMA SHANKAR MAHATO BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, Sonali Jana (Old Name) wife of Dilip Kumar Jana, residing at 332, Ward-11, Bijay Krishna Maity Sarani, Contai, P.S.- Contai, East Medinipur, Pin- 721401, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Sonali Das Jana (New Name) as declared before the notary public at Kolkata, dated 04/03/2025. Sonali Das Jana (New Name) and Sonali Jana (Old Name) both are same and identical person.

Name Change

I, Mohammad Julfikar Ali Gazi (Old Name) S/O Md Mosharruf Ali Gazi, residing at Kalyan Pur Road, Near Padmapukur High School, P.O.- Baruipur, South 24 Pgs, Pin- 700144, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Md Julfikar Ali Gazi (New Name) as declared before the notary public at Kolkata, dated 04/03/2025. Md Julfikar Ali Gazi (New Name) and Mohammad Julfikar Ali Gazi (Old Name) both are same and identical person.

Name Change

I, Sumit Jhawar (Old Name) S/O Pradip Kumar Jhawar, residing at 79, Salt Lake, Block-CJ, Sector-II, P.O.- Sech Bhawan, P.S.- Bidhannagar East, Dist.- Bidhannagar, Pin- 700091, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Sumit Kumar Jhawar (New Name) as declared before the notary public at Kolkata, dated 04/03/2025. Sumit Kumar Jhawar (New Name) and Sumit Jhawar (Old Name) both are same and identical person.

Name Change

I, Lily Dutta (Old Name) wife of Binay Kumar Jaiswal, residing at BA-9/1, RABINDRA PALLY, SPACE TOWER, JYANGRA, P.S.- BAGUIATY, NORTH 24 PGS- 700059, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Dolly Jaiswal (New Name) as declared before the notary public at Kolkata, dated 04/03/2025. Dolly Jaiswal (New Name) and Lily Dutta (Old Name) both are same and identical person.

Name Change

I , Shyamali Sarkar D/O- Narendra Nath Bose resident of Udayanpalli, P.O.- Shripalli, P.S.-Burdwan, Dist- Purba Bardhaman, West Bengal, PIN- 713103, have changed my name and shall henceforth be known as 'SHYAMALI BOSE' vide an affidavit before the Notary Public at Purba Bardhaman on 04/03/2025. That Shyamali Sarkar and Shyamali Bose both are same and one identical person.

Name Change

I , Jahir Ali SK S/O- Anowar Sekh resident of Khagragarh Dakshin Para, P.O.- Rajbati, P.S.-Burdwan, Dist- Purba Bardhaman, West Bengal, PIN- 713104, have changed my name and shall henceforth be known as 'JAHIR SEKH' vide an affidavit before the Notary Public at Purba Bardhaman on 04/03/2025. That Jahir Ali SK and Jahir Sekh both are same and one identical person.

Name Change

I, CHALAUDDIN LASKAR (AS PER DL NO WB20 20190003826),SON OF MD RUHUL AMIN LASKAR, RESIDING AT GOKARNEE MOGRAHAT DIAMOND HARBOUR - I,24 PARGANAS SOUTH Pincode - 743355, WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MD CHALAUDDIN LASKAR VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE LD 1ST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE AT ALIPORE ON 04/03/2025.THAT CHALAUDDIN LASKAR AND MD CHALAUDDIN LASKAR BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, Jayesh Debnath (Old Name) wife of Jahar Kumar Debnath, residing at Manikpur Subhash Block Rajpur Sonarpur Harinavi, Kolkata- Baruipur, 700148, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Kakali Debnath (New Name) as declared before the notary public at Kolkata, dated 04/03/2025. Kakali Debnath (New Name) and Jayesh Debnath (Old Name) both are same and identical person.

Name Change

I, Priya Das (old name) wife of Abhijit Nath, residing at Tower-33, Flat-7C, Genexx Valley Joka, Kolkata- 700104, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Priya Nath (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 04/03/2025. Priya Nath (New Name) and Priya Das (old name) both are same and identical person.

Name Change

I, Sk Ansar Ali (old name) son of Naba Dhali, residing at Chandpur, Badehugli, Sonarpur, S 24 GPS, Pin- 700145, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Sk Md Ansar Ali (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 04/03/2025. Sk Md Ansar Ali (New Name) and Sk Ansar Ali (old name) both are same and identical person.

Name Change

I, Chameli Laskar (old name) wife of Basir Ahmed Laskar, residing at Vill.- Goran Bose, P.O.- Bharatgarh, P.S.- Basanti, Dist.- South 24 Pgs, Pin- 743312, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Chameli Sardar (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 04/03/2025. Chameli Sardar (New name) and Chameli Laskar (old name) both are same and identical person.

Name Change

I, Bikash Mandal (Old Name) S/o Debendra Nath Mandal Residing at G-24/4, Karunamoyee Housing Estate, Salt Lake, Sector 2, Sech Bhaban, District - North 24 Parganas, West Bengal, Pin - 700091, India have Changed my name and shall henceforth be known as Bikas Chandra Mandal (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 14/2025 Dated 04-03-2025. Bikash Mandal (Old Name) and Bikas Chandra Mandal (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Manjura Begum Sk(old Name) wife of Nur Islam Sk, residing at village - Biki Hakola, P.O - Biki Hakola, P.S - Panchla, District- Howrah, PIN- 711322, West Bengal.My actual D.O.B is 11/03/1950 as per Adhaar card but erroneously recorded in passport 07/07/1955 .I have changed my name and shall henceforth be known as Monjura Begum Sk(New Name) wife of Noor Islam Sk as declared vide Affidavit LD. Executive Magistrate, 1st Class, 2nd court at Howrah, date- 03/03/2025. Manjura Begum Sk(old Name) and Monjura Begum Sk(New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Montu Mallick S/o Late Soleman Mallick Residing at Vill - Chengail Sekh Para, P.o - Chengail, P.s - Uluberia, District - Howrah, Pin- 711308 West Bengal India shall henceforth be known as Mantu Mallick. I declare that Montu Mallick and Mantu Mallick is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 03-03-2025.

Name Change

I, Aditi Chakrabartty (Old Name) D/o Somnath Ajaykumar Chakrabartty Residing at Flat No-7D, Block No-1, Sugam Sudhir Pre No-444, Southkumrakhali, Mahamayatala, District - Kolkata, Pin - 700103 West Bengal India shall henceforth be known as Aditi Somnath Chakrabartty (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Date 04-03-2025. Aditi Chakrabartty (Old Name) and Aditi Somnath Chakrabartty (New Name) both as same and one identical person.

নাম পরিবর্তন

আমি Shikha Majumder (পুরাতন নাম) স্বামী Pralay Kanti Majumder পিতা Tapan Halder ঠিকানা Vill - Chandpara (Debipur), P.o - Chandpara Bazar, P.s - Gaighata, District- 24 Pgs(N), Pin- 743245, West Bengal India Ld. Additional Chief Judicial Magistrate (First Class) at Bongaon, North 24 Parganas Dated 05-01-2025 -এর Affidavit no 1398 দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Shika Majumder Halder (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Shika Majumder Halder (নতুন নাম) ও Shikha Majumder (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

Name Change

I, TAHARA KHATUN(OLD NAME) W/O AFSAR ALI RESIDING AT S.B.V.PATEL ROAD,TITAGARH,PS-KHARDA,DIST-NORTH 24 PARGANAS,PIN-700119,WEST BENGAL,INDIA, HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS TAHERA BEGAM (NEW NAME) VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 04/03/2025. THAT TAHARA KHATUN (OLD NAME) AND TAHERA BEGAM (NEW NAME) BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, Rumela Paul (old name) wife of Kaustav Basu and daughter of Kohinoor Paul (father) & Ruma Paul (mother), residing at D/20 Ramgarh, PO Naktala, Kolkata - 700047, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Rumela Basu (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 04/03/2025. Rumela Basu (New Name) and Rumela Paul (old name) both are same and identical person.

Name Change

I,SOUMITA DAS (OLD NAME) W/O SUDIPTA DAS, RESIDING AT VILL-ANDUL DAKSHIN PARA,PO-ANDUL MOURI,PS - SANKRAIL,DIST - HOWRAH,PIN-711302,WEST BENGAL,INDIA, HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SOUMITA SANTRA DAS (NEW NAME) VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 04/03/2025. THAT SOUMITA DAS (OLD NAME) AND SOUMITA SANTRA DAS (NEW NAME).BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I,ANAND PASARI(OLD NAME) S/O LATE BISWANATH PASARI RESIDING AT FD-371,SALT LAKE CITY,SECTOR-III,PS-BIDHANNAGAR SOUTH,DIST-NORTH 24 PARGANAS,PIN-700106,WEST BENGAL,INDIA, HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ANAND KUMAR PASARI (NEW NAME) VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 04/03/2025. THAT ANAND PASARI (OLD NAME) AND ANAND KUMAR PASARI (NEW NAME) BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, Mohammad Mosaraf Hossain (Old Name) S/O- Md Tajamul Hoque residing at Vill & Po-Malancha, Ps-Samsherganj , Dist-Jangipur, West Bengal, Pin- 742202 do hereby decrale that I have changed my name from Mohammad Mosaraf Hossain to Md Mosaraf Hossain and hencefort I shall be known as Md Mosaraf Hossain (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 04/03/2025 . My name Md Mosaraf Hossain & Mohammad Mosaraf Hossain both are same and one identical person.

Name Change

I, Mohammad Tajamul Hoque & Tazamul Haque (Old Name) S/O-Mokbul Hossain residing at Vill & Po-Malancha, Ps-Samsherganj , Dist-Jangipur, West Bengal, Pin- 742202 do hereby decrale that I have changed my name from Mohammad Tajamul Hoque & Tazamul Haque to Md Tajamul Hoque and hencefort I shall be known as Md Tajamul Hoque (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 04/03/2025 . My name Md Tajamul Hoque (new name) & (old name) Mohammad Tajamul Hoque & Tazamul Haque both are same and one identical person.

Name Change

I,Arabali Saikh (Old Name) S/O–Gafur Saikh resident of Vill-Shiyalmara,Po-Radharghat, Ps-Berhampore, Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin-742187 do hereby decrale that I have changed my name from Arabali Saikh to Arab Saikh and hencefort I shall be known as Arab Saikh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 04/03/2025.My name Arab Saikh & Arabali Saikh both are same and one identical person.

Name Change

1/ Ansar molla S/O- Late morsed ali molla, 2/ Sultana parvin W/O- Mohid hossain sk of Vill+P.O- syamnagar, PS- Kashipur, Dist- South 24 Parganas, PIN- 700135. had purchased a land/property, Schedule below, from Power of Attorney Holders 1/ sk sofik hossain 2/ Najibul molla POA No. 8569/2024 A.D.S.R. Bhangar, Deed No. 8720/2024 A.D.S.R Bhangar. If any body has any objection on mutation of said land property please inform office of BL & LRO, Bhangore Block-II, in writing or over email- BLROBHA@gmail.com within one month from the date of this advertisement Land Schedules Mouza- syamnagar J/L. No. 21. Dag Ng 1680 Area 3.50 Satak, under LR Khatian No-326, and Mouza-Joynagar, JL. No. 22, dag no. 92, area 1 satak.

Name Change

Jhumpa bibi W/O- MD Sahidul islam of Vill+P.O- syamnagar, PS- Kashipur, Dist- South 24 Parganas, PIN- 700135. had purchased a land/property, Schedule below, from Power of Attorney Holders 1/ sk sofik hossain 2/ Najibul molla POA No. 8569/2024 A.D.S.R. Bhangar, Deed No. 8711/2024 A.D.S.R Bhangar. If any body has any objection on mutation of said land property please inform office of BL & LRO, Bhangore Block-II, in writing or over email- BLROBHA @gmail.com within one month from the date of this advertisement Land Schedules Mouza- syamnagar J/L. No. 21. Dag Ng 1680 Area 3.50 Satak, under LR Khatian No-326, and Mouza-Joynagar, JL. No. 22, dag no. 344, area 1 satak.

স্ত্রীর অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে আত্মঘাতী স্বামী

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ৪ মার্চ ঃ স্ত্রীর অত্যাচারে একের পর এক বলি! অতুল, মানবের কাহিনী শুনে শিউড়ে উঠেছিল গোটা দেশ। কিছুদিন আগেই মানব শর্মা স্ত্রীর অত্যাচারের কথা বলার পর সমাজকে পুরুষদের জন্য ভাবার কথা বলে গিয়েছিল। এবার সেই ছায়া বাংলাতেও। রাজকুমার সাধুকা নামে ব্যক্তিকে ঝুলন্ত অবস্থায় উদ্ধার করে তার স্ত্রীই। জানা গিয়েছে, ২০ বছর বিয়ে হয়েছে রাজকুমার এবং জিনিয়ার। রাজকুমারের বাড়ি কৃষ্ণনগরের হাতারপাড়াতে। স্বামীর জলের দোকান। ঠিক তার পাশেই স্ত্রীর মুদির দোকান। এদিন দোকানেই সিলিং ফ্যানে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন রাজকুমার। কোনওক্রমে ঘটনার টের পেয়ে সেখানে যান তার স্ত্রী জিনিয়া। সঙ্গে সঙ্গে তাকে হাসপাতালেও নিয়ে যান স্ত্রী। কিন্তু সেখানে নিয়ে গেলে তাকে মৃত ঘোষণা করা হয়। রাজকুমারের বাবা অভিযোগ করেন যে, স্ত্রীর অত্যাচারেই তাঁর ছেলে এই চরম পদক্ষেপ নিতে বাধ্য হয়েছে। তিনি আরও অভিযোগ করেন যে,

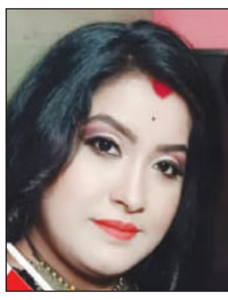

বৌমা আমার ছেলের কাছ থেকে সমস্ত টাকা- পয়সা কেড়ে নিত। এই সব সে আর সহ্য করতে না পেরে সুইসাইড করে নিয়েছে। রাজকুমার-জিনিয়া এক সন্তানের বাবা-মাও। তাদের সন্তান উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থী। বাবার এই চরম সিদ্ধান্তে তার উপরে অনেকটা প্রভাব পড়বে। পুলিস সূত্রে জানা গেছে, রাজকুমার সুইসাইড করার আগে মোবাইলে মেসেজ করে যে সে সুইসাইড করবে। তবে তিনি কাউকে দোষারোপ করে কিছু লেখেননি। ইতিমধ্যেই পুলিস তদন্ত শুরু করেছে। মৃতের বাবা-মা ছেলের মৃত্যুর দায়ী বৌমাকে করছে। বাবা-মায়ের অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিসের জালে জিনিয়া।

সকল বয়সী মহিলাদের জন্য বিনামূল্যে ক্যারাটে প্রশিক্ষণ শুরু

দুরন্ত বার্তা, দক্ষিণ দিনাজপুর, ৪ মার্চ ঃ বর্তমান সময়ে নারী ও তাদের সুরক্ষা ভীষণ ভাবে সারা ভারতবর্ষ তথা এই রাজ্যে বিরাট প্রশ্নের মুখে। ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে শিশু কন্যার পাশাপাশি যে কোন বয়সের নারীদের সাথে স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, হাসপাতাল, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, চাকুরিস্থল, এমন কি তার পারিবারিক বৃত্তের মধ্যেও যৌন নির্যাতন, ধর্ষণ, গণ ধর্ষণ ও খুন ঘটে চলেছে। এটা সারা ভারতবর্ষ জুড়েই ঘটে চলেছে গত কয়েক মাস আগে এই রাজ্যে আর জি কর কাণ্ড অতি ভয়ঙ্কর ভাবে এক তরুণী ডাক্তার কে ধর্ষণ করে মেরে ফেলা হয়েছে, যার ফলে সারা রাজ্য তথা দেশ জুড়ে অভূতপূর্ব গণ আন্দোলন সংঘবদ্ধ হয়েছে। চারিদিকে হাজার হাজার ডাক্তার, নারী, পুরুষ, শিশু, বালক, বালিকা, কিশোর, কিশোরী রাস্তায় নেমেছে। তাই সমাজের মহিলাদের স্বশক্তিকরণ করার লক্ষ্যে ওয়ার্ল্ড ট্র্যাডিশনাল শোতোকান ক্যারাটে ফেডারেশনের (নর্থ বেঙ্গল) , দক্ষিণ দিনাজপুর শাখার প্রধান - প্রশিক্ষক শংকর কুমার মন্ডল এর পক্ষ থেকে সমাজের স্বশক্তিকরণে মহিলাদের নিয়ে দুর্গা বাহিনী গড়ে তুলেছেন বালুরঘাট টাউন ক্লাব ময়দানে। বর্তমানে প্রতি রবিবার করে বিকেলে চারটে থেকে সাড়ে ছয়টা পর্যন্ত ২০০ এর বেশি সকল বয়সী মহিলাকে আগামী পাঁচ বছরের জন্য সম্পূর্ণ বিনামূল্যে ক্যারাটে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। পাশাপাশি দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার গোপালগঞ্জে রাজীব গান্ধী যুব কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের দোতলায় প্রতি বৃহস্পতিবার বিকেল পাঁচটা থেকে সাতটা পর্যন্ত এবং প্রতি রবিবার সকাল আটটা থেকে এগারোটা পর্যন্ত সকল বয়সী মহিলাদের নাম নথিভুক্ত সম্পূর্ণ বিনামূল্যে করা হচ্ছে। আগামী পাঁচ বছরের প্রশিক্ষণ এর জন্য প্রবেশ মূল্য ফ্রি করা হয়েছে ক্যারাটে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে। শিহান শংকর কুমার মন্ডল ডিরেক্টর অ্যান্ড চিফ ইন্সট্রাক্টর ওয়ার্ল্ড ট্রাডিশনাল শোতোকান ক্যারাটে ফেডারেশন (নর্থ বেঙ্গল) মহিলাদের স্বশক্তিকরণ করার লক্ষ্যে সমাজের সকল বয়সী মহিলাদের এই দুর্গা বাহিনীতে অংশগ্রহণ করার জন্য আহ্বান করেছেন।

ফরাক্কা পরিদর্শনে স্বীকারোক্তি বাংলাদেশি প্রতিনিধিদলের প্রধানের

দুরন্ত বার্তা, ফরাক্কা, ৪ মার্চ ঃ দীর্ঘদিন যাব গঙ্গা-পদ্মা জলবণ্টন নিয়ে অভিযোগ বাংলাদেশের যে গ্রীষ্মের মরশুমে ফরাক্কা ব্যারাজ থেকে তারা পর্যাপ্ত জল পায় না। যদিও ভারতের তরফে বার বার দাবি করা হয়েছে,

জলপ্রবাহের স্বাভাবিক ওঠানামার কারণে জলের পরিমাণ কমবেশি হয়ে থাকে। মঙ্গলবার ভারতের সেই দাবিকেই মান্যতা দিলেন বাংলাদেশের প্রতিনিধি দলের প্রধান মহম্মদ আবুল হোসেন। এদিন ফরাক্কা ব্যারাজ পরিদর্শন করে ইন্দো-বাংলাদেশ জয়েন্ট রিভার কমিশনের বাংলাদেশের ১১ সদস্যের নেতা আবুলের স্বীকারোক্তি, প্রাকৃতিক কারণেই জলপ্রবাহ কমে থাকে নদীতে। ওপার বাংলায় ভারত বিদ্বেষের আবহে বাংলাদেশের প্রতিনিধিদলের এই সফর ছিল তাৎপর্যপূর্ণ। সোমবার শতাব্দী এক্সপ্রেসে ফরাক্কার উদ্দেশ্যে রওনা দেন বাংলাদেশের প্রতিনিধি দলটি। সন্ধ্যে নাগাদ নিউ ফরাক্কা স্টেশনে পৌঁছান তাঁরা। প্রতি প্রতিনিধিদের স্বাগত জানান ফরাক্কা ব্যারেজের জেনারেল ম্যানেজার আরডি দেশপান্ডে। এর পর মঙ্গলবার সকালে ব্যারাজ পরিদর্শন করেন প্রতিবেশী দেশের নদী বিশেষজ্ঞরা। গঙ্গা থেকে পদ্মায় প্রবাহিত জলের পরিমাণ ও অবস্থা খতিয়ে দেখেন তাঁরা। গঙ্গা থেকে জল কী প্রক্রিয়ায় পদ্মায় প্রবাহিত হচ্ছে, তা সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ করে দলটি। ব্যারাজ পরিদর্শনের পর ইন্দো-বাংলাদেশ জয়েন্ট রিভার কমিশনের বাংলাদেশের প্রতিনিধিদলের প্রধান মহম্মদ আবুল হোসেন বলেন, জানুয়ারি মাসে আমাদের জল প্রবাহ ভালো ছিল। ফেব্রুয়ারিতে কমেছে। জল কমা একটা প্রাকৃতিক বিষয়। আরও বলেন, যাবতীয় কার্যক্রম জলবণ্টন চুক্তি অনুযায়ী বাস্তবায়ন হচ্ছে। চুক্তির মেয়াদ বাড়ার বিষয়টি বিবেচনা করবে বিশেষ কমিটি। কলকাতায় রুটিন বৈঠক হবে। আগামী ৬ মার্চ ইন্দো- বাংলাদেশ জয়েন্ট রিভার কমিশনের ৮৬ তম বৈঠকে দুই দেশের প্রতিনিধিরা গঙ্গা-পদ্মার জলবণ্টন ছাড়াও তিস্তা-সহ ৫৪ টি আন্ত ঃসীমান্ত নদীর বিষয়ে আলোচনা করবেন। পরদিন ৭ মার্চ কলকাতায় একটি বিলাসবহুল হোটেলে কারিগরি পর্যায়ের মিটিং হবে বলেও জানা গেছে। ৮ মার্চ কলকাতা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে নির্দিষ্ট উড়ানে ঢাকা রওনা হবেন বাংলাদেশের প্রতিনিধিদল। প্রসঙ্গত, হাসিনার পতনের পরে দুই দেশের সম্পর্কের অবনতির শুরু। সংখ্যালঘু অত্যাচার, চিন্ময় প্রভুকে গ্রেপ্তারি নিয়ে তপ্ত পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল ওপারে। ভারত বিদ্বেষের সেই আবহে গঙ্গা-পদ্মা জলবণ্টন চুক্তি নিয়ে বৈঠকে বাংলাদেশের প্রতিনিধি দলের ভারত সফর তাৎপর্যপূর্ণ। শুধু দুই দেশের কূটনৈতিক সম্পর্কের দিক থেকেই নয়, ভবিষ্যতের জলসম্পদ ব্যবস্থাপনার জন্যও গুরুত্বপূর্ণ এই সফর।

ছয় পুরসভা নিয়ে বৈঠকে অনুব্রত বার্তাঃ কাউন্সিলরের কাজ কতটা হলো, মনিটরের দায়িত্ব চেয়ারম্যানের

দুরন্ত বার্তা, বোলপুর, ৪ মার্চ ঃ ছয় পুরসভা নিয়ে বৈঠকে অনুব্রত বার্তাঃ কাউন্সিলরের কাজ কতটা হলো, মনিটরের দায়িত্ব চেয়ারম্যানের। বর্ধিত রাজ্যকমিটির বৈঠকে দলনেত্রীর নির্দেশের একদিন পর বোলপুরে বর্ধিত জেলা কমিটির বৈঠক ডাকেন জেলা সভাপতি অনুব্রত মণ্ডল। সেখানে উপস্থিত ছিলেন জেলা কমিটির চেয়ারম্যান আশীষ বন্দ্যোপাধ্যায়, মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা, অভিজিত সিনহা সহ জেলার ছয়টি পুরসভার চেয়ারম্যান ও কাউন্সিলাররা। এদিনের বৈঠকে মূলতঃ ছাব্বিশের ভোটকে পাখির চোখ করে পার্টির নির্দেশিকা বলা হয়েছে। এদিন অনুব্রত বলেন, কাউন্সিলরকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, সেটা চেয়ারম্যানরা বলতে পারবেন না। কাজ কতটা এগোলো, তার তদারকি করতে হবে। কাউন্সিলরের কাজের রিপোর্ট জমা দিতে হবে। কাউন্সিলররা ওয়ার্ডে কমিটি গঠন করে কাজ করতে হবে। বাড়ি বাড়ি ঘুরতে হবে। বিধায়করা ঘুরছেন। তেমনি তাদের ঘুরতে হবে। তাহলে জনসংযোগ বাড়বে। ভোটের আর দেরি নেই। আরেকটা কথা, এই ভোটার লিস্ট ২৪-২৫ সালের। ২৫-২৬ সালের আরেকটা নতুন ভোটার লিস্ট হবে। সেখানে কার নাম ঢুকলো বা বাদ গেছে সেটা দেখতে হবে। তাহলে একশো শতাংশ ভোট হবে। সমস্ত কাউন্সিলরদের কাজের রিপোর্ট রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সীর কাছে আট তারিখের মধ্যে পাঠিয়ে দেব। মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা বলেন, ছয়টি পুরসভায় আমাদের ফলাফল কিছুটা খারাপ। এবার সেটা মেকআপ করে লিড দিতে হবে। পাশাপাশি এদিন চন্দ্রনাথ বলেন, মুখ্যমন্ত্রী বিজনেস বৈঠক করেছেন। তা নিয়ে বিরোধীরা কুমন্তব্য করেছেন। কিন্তু এই শিল্প বৈঠকের মাধ্যমে ৪০ শতাংশ প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত। বাংলাকে বঞ্চিত করেও তার উন্নয়ন কেন্দ্র আটকাতে পারছে না। একমাত্র আমাদের মুখ্যমন্ত্রী নিজে ধরেছেন দিল্লি, মহারাষ্ট্র বা হরিয়ানায় কিভাবে একই এপিক নাম্বারে ভোটার তালিকা তৈরী হয়েছে। এব্যাপারে আমরা কর্মীদের সজাগ রেখেছি। আশীষ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, আমরা বাড়ি বাড়ি যাচ্ছি। এতে জনসংযোগ বাড়বে।

পারিবারিক বিবাদ! বৌদিকে কুড়ুলের কোপ, আহত ৩

দুরন্ত বার্তা, ঝাড়গ্রাম, ৪ মার্চ ঃ একের পর এক কুড়ুলের কোপ। আর তাতেই মৃত্যু এক মহিলার। আহত ৩ জন মহিলা। ঝাড়গ্রামের বিনপুর থানার অন্তর্গত এড়গোদা অঞ্চলের ধুধুপাল গ্রামে। সোমবার রাত ১০ টার সময় পারিবারিক বিবাদকে কেন্দ্র করে অশান্তি চরম আকার নেয়। অভিযুক্ত রঞ্জিত পাত্র নামে এক ব্যক্তি তার নিজের বৌদিকে কুড়ুল দিয়ে মাথায়, হাতে আঘাত করতে থাকে। সেই ঘটনা দেখে আহত মহিলার মেয়ে এবং বৌমা ছুটে এলে তাদের মাথায় কুড়ুলের আঘাত করে। আটকাতে গেলে তাদের হাতেও কোপ মারে কুড়ুলের। লুটিয়ে পড়ে মেয়ে আর বৌমা। প্রতিবেশীরা ছুটে এলে তাদের দিকে কুড়ুল নিয়ে তেড়ে যায় এবং প্রতিবেশী এক মহিলার হাতে মাথায় ধারালো অস্ত্র দিয়ে কোপ দেয়। এরপরই বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যায় অভিযুক্ত। তড়িঘড়ি এলাকার সাধারণ মানুষ মৃত রাধারানী পাত্র-সহ আহত ৩ জনকে শিলদা প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্রে নিয়ে যায়। ডাক্তাররা দেখার পর রাধারানী পাত্রকে মৃত বলে ঘোষণা করে এবং মৃতর মেয়ে অঞ্জলি দাস ছেলের বউ জয়িতা পাতর এবং প্রতিবেশী চম্পা সবর এই ৩ জনকে ঝাড়গ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে রেফার করে। ঘটনাস্থলে অতিরিক্ত পুলিস সুপার বিশাল পুলিস বাহিনী-সহ বিনপুর থানার আইসিকে নিয়ে ঘটনা স্থলে উপস্থিত হয়। অভিযুক্ত রঞ্জিত পাতরকে নিরস্ত্র করে অস্ত্র সমেত গ্রেফতার করে। ঘটনার জেরে এলাকায় আতঙ্ক। রাতেই ওই এলাকায় অ্যাডিশনাল এসপির নেতৃত্বে পৌঁছায় বিশাল পুলিশ বাহিনী। রাতেই গ্রেফতার করা হয় ওই যুবককে। মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে।

৪ দফা দাবিতে বাঁকুড়া ১ নং ব্লক আঁচুড়ী B.P.H.C তে আশা কর্মীদের B.M.O.H কে ডেপুটেশন। ছবি- স্বপন দাস

প্রতি গ্রীষ্মেই এক ছবি, জল নেই! স্থায়ী সমস্যা সমাধানে নেমেছে পুরসভা

দুরন্ত বার্তা, পুরুলিয়া, ৪ মার্চ ঃ গ্রীষ্মকাল এলেই জলকষ্টে ভোগে পুরুলিয়াবাসী। প্রতি বছরই এই ছবি। ভরা গ্রীষ্মে জেলার বিভিন্ন প্রান্তের গ্রামাঞ্চলগুলিতে দেখা যায় তীব্র জলকষ্ট। বাদ যায় না শহর পুরুলিয়াও। গ্রীষ্মের মরশুমে পুরুলিয়া পুরসভার বিভিন্ন ওয়ার্ডে দেখা যায় পানীয় জলের হাহাকার। চলে জলের দাবিতে পথ অবরোধ, আন্দোলন। দোরগোড়ায় তো প্রায় এসেই গেল গ্রীষ্মকাল। সেই ভাবনা আগেই ভেবেছেন ভুক্তভোগীরা। পুরুলিয়া শহর জুড়ে যাতে সেই জলকষ্টের ছবি এবারেও আর না দেখা যায়, তার আগাম ব্যবস্থা করার দাবি তুলেছেন শহরবাসীরা। তাঁরা জানাচ্ছেন, জলের জন্য মাস প্রতি শহরবাসীর কাছে নেওয়া হয় সংযোগ প্রতি ১০০ টাকা! এটি জলকর! তাই জলকর যখন নেওয়া হচ্ছে, তখন জলের স্থায়ী সমস্যার সমাধান হবে না কেন? তাই বহুদিনের পুরনো এই জল-সমস্যা মেটানোর দাবিতে এবার সরব হয়েছেন শহরবাসী। ওদিকে অশ্য জানা গেছে, প্রখর গ্রীষ্মে শহর জুড়ে পানীয় জল সরবরাহ সচল রাখতে আগাম পদক্ষেপ করছে পুরুলিয়া পুরসভা। গ্রীষ্ম পড়তেই পুরুলিয়ার কংসাবতী নদীগর্ভ কার্যত জলশূন্য হয়ে যায়। সেই পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে শহরে ২৩ ওয়ার্ডে গ্রীষ্মকালীন সময়ে পানীয় জলের স্থায়ী সমস্যা সমাধানে কোমর বেঁধে নেমে পড়েছে পুরসভা। পুরুলিয়া পুরসভার পুরপ্রধান বলেন, শহর- লাগোয়া কংসাবতী নদী। রয়েছে সেই নদী-লাগোয়া তেলিডি ও শিমুলিয়া পাম্প হাউস। নদীগর্ভের ডিপ টিউবয়েল। এই সবগুলির সংস্কারের কাজ শুরু করার পাশাপাশি শহর জুড়ে ছড়িয়ে থাকা পাইপ লাইন ও টিউবয়েলগুলিও সচল রাখার জন্য সংস্কারের কাজ শুরু হয়েছে। জল অপচয় বন্ধ করার জন্য সচেতন করা হচ্ছে শহরবাসীকে। পুরসভার আশ্বাস সার হবে, নাকি এবার গ্রীষ্মে জলকষ্টের সেই পুরনো ছবিটা বদলাবে? এখন সেদিকেই তাকিয়ে সকলে।

শিক্ষামন্ত্রীকে গ্রেপ্তারের দাবিতে মিছিল দার্জিলিং জেলা বামফ্রন্টের

দুরন্ত বার্তা, দার্জিলিং, ৪ মার্চ ঃ অবিলম্বে ব্রাত্য বসুকে গ্রেফতার করতে হবে, এই দাবিতে আজকে মিছিল করলো দার্জিলিং জেলা বামফ্রন্ট। তারা দাবি করেছে যেভাবে শিক্ষামন্ত্রী শিক্ষাকে কলঙ্কিত করেছে তার জন্য তার চরম শাস্তি হওয়া উচিত। দার্জিলিং জেলা বামফ্রন্টের তরফ থেকে জানানো হয়েছে যতদিন না পর্যন্ত শিক্ষামন্ত্রীকে গ্রেফতার করবে ততদিন পর্যন্ত তারা বড় আন্দোলন করবে। এই অন্যায় মেনে নেওয়া যায় না। তাদের জন্য আলাদা আলাদা ভাবে কোন নিয়ম করলে সেটা সরকারেরই দেখা উচিত। এদিন দার্জিলিং জেলা বামফ্রন্টের মিছিল শিলিগুড়ির হিলকার রোড থেকে শুরু হয়েছে, এই মিছিল- উপস্থিত ছিলেন সিপিএমের দার্জিলিং জেলা যুব এবং মহিলা কর্মীরা।

দুই জায়গায় ভোটার তালিকায় নাম তৃণমূল নেত্রীর

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ৪ মার্চ ঃ ভুতুড়ে ভোটার ও ভুয়ো ভোটার খুঁজতে গিয়ে কিছুটা সমস্যায় পড়লো তৃণমূল। এমনিতেই অভিযোগ বহু বাংলাদেশিকে ভোটার কার্ডে আগেই নাম তোলানো হয়েছিল। এবার খোদ নদীয়ার তৃণমূল নেতৃ শেফালী খাতুনের বিরুদ্ধে অভিযোগ। খোদ তৃণমূলেরই নেত্রীর নাম রয়েছে দুই জায়গার ভোটার লিস্টে! অথচ নেত্রী জানেনই না! নাকাশিপাড়ার ভোটার লিস্টেও নাম রয়েছে তৃণমূল নেত্রী শেফালি খাতুনের, আবার কালীগঞ্জ বিধানসভার তালিকাতেও জ্বলজ্বল করছে তাঁর নাম। সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়ে যায় সেই দুই ভোটার তালিকা। বিরোধীদের হাতে এসে গেছে নতুন অস্ত্র। তারাও সেই উদাহরণ নিয়ে মাঠে নেমে পরেছেন। সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়ে যায় সেই দুই ভোটার তালিকা। এরপরই নড়েচড়ে বসল নির্বাচন কমিশন। নেওয়া হল ব্যবস্থা। শেফালি খাতুনের পরিচয় শুধুমাত্র তৃণমূল নেত্রী হিসেবে নয়, তিনি কালীগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতিও। প্রশ্ন হল, তৃণমূল নেত্রীর নাম দুই বিধানসভার ভোটার তালিকায় উঠল কীভাবে? জানা গেছে, ওই তৃণমূল নেত্রীর শ্বশুরবাড়ি নাকাশিপাড়া বিধানসভার পালিতবেঘিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতে। পরে তাঁরা কালীগঞ্জের দেবগ্রামে চলে যান। সেখানেই ভোটার কার্ড করিয়ে নেন। শেফালি খাতুনের দাবি, তিনি জানতেন না যে এভাবে দু জায়গায় তাঁর নাম রয়েছে।

জলপাইগুড়ি চা নিলাম কেন্দ্রটিকে চাঙ্গা করতে বিশেষ ছাড়ের ব্যবস্থা

কলকাতা, ৪ মার্চ ঃ শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রকের অধীনে থাকা জলপাইগুড়ি চা নিলাম কেন্দ্রটিকে চাঙ্গা করতে বিশেষ ছাড়ের ব্যবস্থা করেছে জলপাইগুড়ি চা নিলাম কমিটি। সাত দিনের মধ্যে চা কিনলে দুই শতাংশ এবং ১৪ দিনের মধ্যে কিনলে এক শতাংশ হারে ছাড় দেওয়া হবে বলে কমিটির বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। নিলাম প্রক্রিয়াটিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে একটি অ্যাড হক কমিটিও গঠন করা হয়েছে। সোমবার করে চায়ের নিলাম হবে বলে স্থির হয়েছে। উল্লেখ্য চা জোগানের অভাবে প্রায় ১১ বছর বন্ধ থাকার পরে আগামী ৩১ মার্চ থেকে এই কেন্দ্রটিতে আবার চা নিলাম প্রক্রিয়া শুরু হতে চলেছে।

বিজ্ঞপ্তি

আমি ভূতনাথ সরদার পিতা-জিতেন সরদার সাং + পোঃ- কুলবেড়িয়া থানা- কে এল, সি. জেলা-দ ঃ ২৪ পরগনা আমি কুলবেড়িয়া মৌজায় ১৯৬৬ সালে ১৫২৭নং কোবলা দলিল মুলে ৭৭৫ দাগে ২২ শতক এবং ১৯৫৭ সালে ১৫০৭ নং কোবলা দলিল মুলে ১১০ / ৪১৮ দাগে ১৫ শতক জমি খোসলাল সেখ পিতা- হেদায়েত সেখ সাং+ পোঃ- কুলবেড়িয়া থানা- কে. এল. সি. জেলা-দ ঃ ২৪ পরগনা এর নিকট হইতে খরিদ করি কিন্তু বর্তমানে উক্ত দলিল দুটি আমি খুঁজে পাচ্ছি না এবং উক্ত দলিল দুটির জন্য আমি জমি বিক্রি করতে পারছি না যদি কোন ব্যক্তি উক্ত দলিল দুটি পাইয়া থাকে তাহলে আমার এই ঠিকানায় যোগাযোগ করিবে মোবাঃ নং ৭০৬৩২৭৪৩৭৩

ইতি
ভূতনাথ সরদার

OFFICE OF THE DHULAURI GRAM PANCHAYAT
Domkal, Murshidabad
NOTICE INVITING e-TENDER NO-(1) NO-19/PBG-IBRD & PBG SFC/2024-25, (2) 20/5th SFC/2024-25

For and on behalf of the Prodhan, Dhulauri Gram Panchayat, invites sealed percentage rate tenders for total 2(Two) Nos. different works. Source of Fund: **5 th SFC & PBG-IBRD & PBG SFC/2022-23.** Intending bidders may download tender documents from e-procurement portal of our website **http://wbtenders.gov.in** from **03.03.2025 at 12.00 Hours to 11.03.2025. up to 12.00 Hours.** The pre- qualification documents alone will be opened on **19.03.2025 at 12.00 hours.**

Sd/- Prodhan
Dhulauri Gram Panchayat

জলপাইগুড়ি মেডিক্যালে অমিল জলাতঙ্কের প্রতিষেধক, ক্ষোভ

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৪ মার্চ ঃ জলাতঙ্কের প্রতিষেধক নেই জলপাইগুড়ি মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে। কুকুর, বিড়ালের কামড় বা আঁচরে জখম রোগীদের মঙ্গলবার সকাল থেকেই ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে। এর ফলে রোগী ও তাঁদের পরিজনদের মধ্যে ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। অ্যান্টি র‍্যাবিস ভ্যাকসিন না পেয়ে চরম বিপাকে পড়েছেন রোগীরা। প্রতিদিন জলপাইগুড়ি মেডিক্যালে কুকুর, বিড়াল, বাঁদরের কামড়, আঁচরে জখম শতাধিক মানুষ ভ্যাকসিন নিতে আসেন। অথচ এদিন সকাল থেকে সেই ভ্যাকসিন না পেয়ে চরম ক্ষুব্ধ তাঁরা। কেন ভ্যাকসিন নেই? তা নিয়ে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল থেকে বলা হচ্ছে, এখন ভ্যাকসিন নেই। পরে যোগাযোগ করতে হবে। কর্তৃপক্ষ অবশ্য কিছু জানাতে নারাজ। রোগীদের দাবি,

আমমোক্তারনামা

আতিকুল ইসলাম, পিতা- মৃত ইউনুস আলি, সাং- জাগুনপাড়া, পোঃ- জঙ্গীপুর, থানা- রঘুনাথগঞ্জ, জেলা- মুর্শিদাবাদ, জঙ্গীপুর A.D.S.R. অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত গত **ইং ২০২৪ সালে** Book-I, 17192 নং **আমমোক্তার দলিল মূলে মঞ্জিরা সেলিনা** আমাকে আমমোক্তার নিযুক্ত করেন।
উক্ত আমমোক্তার অনুযায়ী **মুর্শিদাবাদ জেলার সমস্ত মৌজাস্থিত সম্পত্তি** হইতেছে।
উক্ত সম্পত্তি রেকর্ড হলে বা কোন Dispute থাকলে বিজ্ঞাপন প্রকাশ হওয়ার পরবর্তীতে ৩০ দিনের মধ্যে B.L. & L.R.O. RAGHUNATHGANJ-I অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

Thanamakua Gram Panchayt
Vill & P.O.-Podrah, Sankrail,Howrah
NOTICE INVITING E-TENDER

E-TENDER NOTICE ARE INVITED VIDE NIT NO-32/TGP/2024-25(SL-1 to 4) AND 33/TGP/2024-25(SL-1 TO 4) BID SUBMISSION START DATE:- 04/03/2025 AT 10:30 Hrs. BID SUBMISSION CLOSING : 10/03/2025 12:30Hrs. BID OPENING DATE : 12/03/2025 12:30HRS. PLEASE LOOK FOR DETAILS www.wbtenders.gov.in & UNDERSIGNED GP OFFICE.

SD/-PRADHAN
THANAMAKUA GRAM PANCHAYAT

পূর্ব রেলওয়ে

ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে স্টেশনের সন্নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য সেচ/সিপিডব্লুডি/এসইবি/এমইএস অথবা অন্য কোনও সরকার অধিগৃহীত সংস্থায় রেজিস্ট্রিকৃত সমেত অনুরূপ ধরনের কাজে অভিজ্ঞতা এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক সঙ্গতিপন্ন এরূপ টেন্ডারদাতার থেকে অনলাইনে নিম্নলিখিত ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **[সিনিয়ার ডিইএন/৩/হাওড়া] ই-টেন্ডার নম্বরঃ ৩৫৬_২০২৪-২৫, তারিখ ঃ ২৮.০২.২০২৫। কাজের বিবরণ ঃ** এইএন/নবদ্বীপ ধাম-এর অধীনে এসএসই/ডব্লু/নবদ্বীপ ধাম-এর শাখায় বাঘনাপাড়া, সমুদ্রগড়, বলাগড়, সোমরা বাজার ইত্যাদি স্টেশনে গেট লজসমূহের চারপাশে গ্রিল দেওয়ার ব্যবস্থা সহ এলসি গেট লজসমূহের মেরামতি ও সংস্কার এবং টাইলস বসানো সমেত প্ল্যাটফর্মের উচ্চতা বৃদ্ধির মাধ্যমে প্ল্যাটফর্মের উন্নতিসাধন। **আনুমানিক ব্যয়ঃ** ১,৮৩,২৬,৯৮৪.৭৩ টাকা। **বায়নামূল্যঃ** ২,৪১,৬০০ টাকা। **সম্পাদনের সময়সীমাঃ** স্বীকৃতি পত্র ইস্যু করার তারিখ থেকে ০৬ (ছয়) মাস। যদি টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বন্ধের তারিখ কোনো কারণবশতঃ ঘোষিত ছুটির/বন্ধের/ধর্মঘটের দিন হয়, সেক্ষেত্রে অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখের পরিবর্তন হবে না কারণ আইআরইপিএস-এর ওয়েবসাইটে আবেদনের ক্ষেত্রে টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে কোনো প্রস্তাব দাখিলের অনুমতি নেই। যদিও অনলাইনে টেন্ডার খোলা হবে পরবর্তী কাজের দিন। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ২১.০৩.২০২৫ তারিখে দুপুর ২.০০টা। টেন্ডারের বিশদ বিবরণ ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এ পাওয়া যাবে। টেন্ডারদাতাদের উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের প্রস্তাব জমা দিতে অনুরোধ করা হচ্ছে। ইএমডি ও টিডিসি বাবদ অর্থপ্রদান– ই-টেন্ডারিং-এর জন্য বায়নামূল্য জমা (ইএমডি) ও টেন্ডার নথির মূল্য (টিডিসি) বাবদ অর্থপ্রদান শুধুমাত্র নেট ব্যাঙ্কিং বা পেমেন্ট গেটওয়ে-র মাধ্যমে গৃহীত হবে। **দ্রষ্টব্যঃ** আইআরইপিএস (ই-টেন্ডার পোর্টাল)-এ আহ্বান করা টেন্ডারের ক্ষেত্রে ফিক্সড ডিপোজিট রিসিট (এফডিআর)-কে ইএমডি হিসাবে গ্রাহ্য করা হবে না। কোনো ম্যানুয়াল অফার গ্রাহ্য হবে না।

(HWH-642/2024-25)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট **www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in**-এও পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway
easternrailwayheadquarter

NOTICE OF PROPERTY MUTATION APPLICATION

This is to inform you that Mr. Rituraj Goswami has purchased land from Mr. Pradip Saha and Mrs. Tapasi Saha, acting as Power of Attorney Holders. He is applying for B.L.& L.R.O. mutation to register the property in his name. If any one has objection notify within seven days. Property details as below :- Address - A/134, Sonali Park, Mouza-Bansdroni, J.L. No.045, Dag Ho.911, Khatian No.241, District South 24-Parganas. Contact Name:- Rituraj Goswami.
Mobile No. 7003746473.

Sd/- SWAPAN MAJUMDAR
Advocate, High Court Calcutta
Taxation Accounts & Company
Law Enrolment No 325/96

Office of the
Purbasthali-I Panchyat Samity
SRIRAMPUR, PURBA BARDHAMAN
NOTICE INVITING e-TENDER

1. Tender Reference No- P-1/10/470/EO/5th SEC (2024-25), Dated-**25/02/2025**
Tender ID: **2025_ZPHD_820293_1** has been floated Development of Manimilan Park fund 5th SEC (2023-24).
Look for detail you may visit **www.wbtenders.gov.in** and office notice board.

Sd/-
Executive Officer
Purbasthali-I Panchyat Samity
Srirampur, Purba Bardhaman

JANGIPUR MUNICIPALITY
P.O. – Raghunathganj, Dist.-Murshidabad
e-TENDER NOTICE

NIeQ No: **MAD/ULB/JM/Electric/NIQ1/24-25 (1stCall)**, e-Quotation are invited by the Executive Officer, Jangipur Municipality, from the eligible contractors for Supplying Electrical Item within Jangipur Municipality,Tender ID: **2025_MAD_823016_1**, Publish Date: **05/03/2025 at 10:00 IST**, Bid Submission Start date (Online): **05/03/2025 at at 12:00 IST** and Bid Submission Closing date (Online): **13/03/2025 at 18:00 IST**.The detail e-Tender notice may be seen **www.wbtenders.gov.in**

Sd/-
Chairman
Jangipur Municipality

জিটিটি ডেটা সলিউশনস লিমিটেড
CIN: L62099WB1986PLC218825
নিবন্ধিত অফিসঃ ৮০, বার্টোল্লা স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০০৭, পশ্চিমবঙ্গ
ওয়েবসাইটঃ www.gttdata.ai ইমেল আইডিঃ info@gttdata.ai

অতিরিক্ত সাধারণ সাধারণ সভা এবং ই-ভোটিং তথ্যের বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, কোম্পানির সদস্যদের অতিরিক্ত সাধারণ সভা (EGM) বুধবার, ২৬ মার্চ, ২০২৫ তারিখ সকাল ১১.৩০ মিনিটে (IST) ভিডিও কনফারেন্সিং (VC) অন্যান্য অডিও ভিজ্যুয়াল মাধ্যম (OAVM) এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে, যাতে EGM-এর নোটিশে উল্লেখিত ব্যবসাগুলি ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখের সার্কুলার নং ০৯ / ২০২৪, ৮ এপ্রিল, ২০২০ তারিখের সার্কুলার নং ১৪/ ২০২০, ১৩ এপ্রিল, ২০২০ তারিখের ১৭/ ২০২০ এবং কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রণালয় (MCA) (MCA সার্কুলার) এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (SEBI) (SEBI সার্কুলার) দ্বারা জারি করা অন্যান্য প্রাসঙ্গিক সার্কুলারগুলির সাথে সঙ্গতিপূর্ণভাবে পরিচালনা করা যায়।
এমসিএ সার্কুলার এবং সেবি সার্কুলার অনুসারে, ইজিএমের নোটিশ কেবলমাত্র সেই সকল সদস্যদের কাছে ইলেকট্রনিক মোডে পাঠানো হয়েছে যাদের ই-মেইল আইডি কোম্পানি বা রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট অথবা তাদের নিজ ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারী(দের) সাথে নিবন্ধিত।
রিমোট ই-ভোটিংঃ
কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১০৮ এর বিধান অনুসারে, যা কোম্পানি (ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন) সংশোধনী বিধিমালা, ২০১৫ এর নিয়ম ২০ এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (তালিকাভুক্তি বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) রেগুলেশন, ২০১৫ এর রেগুলেশন ৪৪ এর বিধান অনুসারে, কোম্পানি তার সদস্যদের (আংশিকভাবে পরিশোধিত শেয়ারহোল্ডার সহ) সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড (সিডিএসএল) দ্বারা প্রদত্ত রিমোট ই-ভোটিং পরিষেবার মাধ্যমে ইজিএমের নোটিশে উল্লিখিত সমস্ত ব্যবসার উপর ইলেকট্রনিক মাধ্যমে এক্সট্রা অর্ডিনারি জেনারেল মিটিং (ইজিএম) তে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগের সুবিধা প্রদান করছে। রিমোট ই- ভোটিং সুবিধার জন্য বিস্তারিত নির্দেশাবলী ইজিএমের নোটিশে রয়েছে যা সদস্যদের কাছে পাঠানো হয়েছে। নীচে উল্লিখিত কাট-অফ তারিখে আংশিকভাবে পরিশোধিত শেয়ারহোল্ডাররা কোম্পানির শেয়ার মূলধনে তাদের ভোটাধিকারের অনুপাতে তাদের ভোট দেওয়ার যোগ্য।
কোম্পানি আইন, ২০১৩ এবং নিয়ম অনুসারে বিস্তারিত তথ্য এখানে দেওয়া হল
১. রিমোট ই-ভোটিং এর জন্য কাট-অফ ডেট হল বুধবার, ১৯ মার্চ, ২০২৫।
২. ই-ভোটিং এর সময়কালঃ রিমোট ই-ভোটিং ২৩ মার্চ, ২০২৫ রবিবার সকাল ৯.০০ টা থেকে শুরু হবে এবং ২৫ মার্চ, ২০২৫ মঙ্গলবার বিকেল ৫.০০ টা পর্যন্ত শেষ হবে। অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে রিমোট ই-ভোটিং উপরে উল্লিখিত সময় এবং তারিখের পরে অনুমোদিত হবে না।
৩. যেসব ব্যক্তি EGM এর নোটিশ প্রেরণের পরে শেয়ার কিনেছেন এবং কোম্পানির সদস্য হয়েছেন এবং কাট-অফ তারিখ অর্থাৎ ১৯ মার্চ, ২০২৫ তারিখে শেয়ার ধারণ করেছেন, তারা EGM এর নোটিশে প্রদত্ত রিমোট ই-ভোটিং এর নির্দেশাবলী এবং প্রক্রিয়া অনুসরণ করে তাদের ভোট দিতে পারবেন।
৪. EGM এর নোটিশ কোম্পানির ওয়েবসাইটে অর্থাৎ www.gttdata.ai এবং CDSL এর ওয়েবসাইটে (www.evotingindia.com) পাওয়া যাবে।
৫. যে ব্যক্তির নাম শুধুমাত্র সদস্যদের নিবন্ধনে অথবা ডিপোজিটরি দ্বারা রক্ষিত সুবিধাভোগী মালিকদের নিবন্ধনে কাট-অফ তারিখে প্রদর্শিত হবে, তিনি রিমোট ই-ভোটিং সুবিধা গ্রহণের পাশাপাশি ইজিএমে ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন। তবে, যদি ব্যক্তি ইতিমধ্যেই রিমোট ই-ভোটিংয়ের জন্য সিডিএসএল-এ নিবন্ধিত থাকেন, তাহলে বিদ্যমান ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড ভোট দেওয়ার জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে।
৬. ভিসিও / এভিএম সুবিধার মাধ্যমে ইজিএমে অংশগ্রহণকারী সদস্যরা, যারা রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে তাদের ভোট দেননি, তারা ইজিএমে ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে তাদের ভোট দিতে পারবেন।
৭. রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে তাদের ভোট দিয়েছেন, তারাও ভিসিও/ এভিএম সুবিধার মাধ্যমে ইজিএমে যোগ দিতে পারবেন তবে ইজিএমে পুনরায় তাদের ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন না।
৮. রিমোট ই-ভোটিং, ই-ভোটিং, ভিসিও/ এভিএম সুবিধার মাধ্যমে ইজিএমে যোগদান এবং শেয়ারহোল্ডারদের দ্বারা ই-মেইল আইডি নিবন্ধনের পদ্ধতি ইজিএমের নোটিশে উল্লেখ করা হয়েছে। একই তথ্য কোম্পানির ওয়েবসাইট www.gttdata.ai, CDSL এর ওয়েবসাইট www.evotingindia.com এবং BSE লিমিটেডের ওয়েবসাইট www.bseindia.com এ পাওয়া যাবে।
৯. CDSL ই-ভোটিং সিস্টেম থেকে EGM এবং ই-ভোটিংয়ে অংশগ্রহণ সম্পর্কে আপনার যদি কোনও প্রশ্ন বা সমস্যা থাকে, তাহলে আপনি helpdesk.evoting@cdslindia.com এ একটি ইমেল লিখতে পারেন অথবা টোল ফ্রি নম্বর ১৮০০ ২২ ৫৫ ৩৩ এ যোগাযোগ করতে পারেন।
১০. ইলেকট্রনিক মাধ্যমে ভোটদানের সুবিধার সাথে সম্পর্কিত সমস্ত অভিযোগ রাকেশ ডালভি, সিনিয়র ম্যানেজার, সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড, এ উইং, ২৫ তম তলা, ম্যারাথন ফিউচারেক্স, মাফতলাল মিল কম্পাউন্ডস, এন এম জোশী মার্গ, লোয়ার পারে! (পূর্ব), মুম্বাই - ৪০০ ০১৩ এ ঠিকানায় পাঠাতে পারেন অথবা helpdesk.evoting@cdslindia.com এ একটি ইমেল পাঠাতে পারেন অথবা টোল ফ্রি নম্বরে কল করতে পারেন ১৮০০ ২২ ৫৫ ৩৩.

জিটিটি ডেটা সলিউশনস লিমিটেড-র জন্য,
(পূর্বে সিনেরেড কমিউনিকেশনস লিমিটেড নামে পরিচিত)
তারিখঃ ৪ মার্চ, ২০২৫ ইব্রাহিম নিমুচওয়ালা
স্থানঃ পুনে কোম্পানি সচিব এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION – e-TENDER
ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer (E)/Lighting-HQ., KMC** invites e-tender online quoted rate in two bid system for following works:
(1) NIT No.: KMC/EE(E)/LTG/CMO/90/24-25
Name of Work: **Annual Maintenance Contract for Video Monitoring system at Town Hall.** Estimate amount: **Open quotation**. Earnest Money: **₹ 7,200.00.** Period of Completion: **365 days.**
(2) NIT No.: KMC/EE(E)/LTG/CMO/97/24-25
Name of Work: **Supply, delivery and installations of 3 Nos. 3.0 Ton Split type Air-conditioning machines at the chamber of CMHO, KMC.** Estimate amount: **Open quotation**. Earnest Money: **₹ 6,300.00.** Period of Completion: **7 days.** Last date and time of submission of Bid: **13.03.2025 – 2 p.m.** (For Sl. No. 1 & 2). The bid forms and other details are available on and from **05.03.2025 (2 p.m.)** (For Sl. No. 1 & 2) from the website **https://wbtenders.gov.in** (For Sl. No. 1 & 2).

The **Executive Engineer (E)/Lighting/Zone-VI, KMC** invites e-tender online two bid system for following works:
(1) NIT No.: KMC/EE(E)/Z-VI/124/45/24-25 (2nd Call)
Name of Work: **Preventive maintenance contract daily from 5 p.m. to 10 p.m. for street lighting system under Ward No.-124, Br.-XVI.** Estimated Amount: **₹ 2,89,475.00**. Earnest Money: **₹ 5,800.00.** Period of Completion: **305 days.**
(2) NIT No.: KMC/EE(E)/Z-VI/124/46/24-25 (2nd Call)
Name of Work: **Repairing and renovation work of street lighting system at Chandal Para, Vivekananda Park 2nd Lane, Senpara and other surrounding areas in Ward No.-124.** Estimated Amount: **₹ 4,73,830.00**. Earnest Money: **₹ 9,500.00.** Period of Completion: **21 days.**
(3) NIT No.: KMC/EE(E)/Z-VI/124/47/24-25 (2nd Call)
Name of Work: **Miscellaneous work for street lighting system at Purbachal, Indrapuri Society Road and surrounding areas in Ward No.-124.** Estimated Amount: **₹ 4,55,493.00**. Earnest Money: **₹ 9,200.00.** Period of Completion: **15 days.**
(4) NIT No.: KMC/EE(E)/Z-VI/143/41/24-25 (2nd Call)
Name of Work: **Preventive maintenance contract daily from 5 p.m. to 10 p.m. for street lighting system under Ward No.-143, Br.-XVI.** Estimated Amount: **₹ 2,90,424.00**. Earnest Money: **₹ 5,900.00.** Period of Completion: **306 days.**
(5) NIT No.: KMC/EE(E)/Z-VI/143/42/24-25 (2nd Call)
Name of Work: **Repairing and renovation work of street lighting system at Kalitala, Badamtala and other surrounding areas in Ward No.-143.** Estimated Amount: **₹ 4,84,953.00**. Earnest Money: **₹ 9,700.00.** Period of Completion: **21 days.**
(6) NIT No.: KMC/EE(E)/Z-VI/143/43/24-25 (2nd Call)
Name of Work: **Miscellaneous work for street lighting system at Srikrisna Pally, Aparajita Goli, Suryasen Pally and surrounding areas in Ward No.-143.** Estimated Amount: **₹ 4,51,688.00**. Earnest Money: **₹ 9,100.00.** Period of Completion: **15 days.** Last Date and time of submission of Bid: **13.03.2025 – 12 Noon** (For Sl. No. 1 to 6). Date & time Tender opening for Technical Propose: **17.03.2025 – 12 Noon** (For Sl. No. 1 to 6). The bid forms and other details are available on and from **04.03.2025 (6 p.m.)** (For Sl. No. 1 to 6) from the website **https://etender.wb.nic.in** (For Sl. No. 1 to 6). **(1442/24-25)**

KOL RMS/422/2023-2025 RNI No. 64730/1995

ছিপছিপে শরীর তো মডেলিংয়ের জন্য, রোহিতের সমালোচককে ধুয়ে দিলেন সানি

দুবাই, ৪ মার্চঃ ভারতীয় ক্রিকেটেই শুধু নয়, গত কাল ভারতের রাজনীতিও সরগরম ছিল রোহিত শর্মাকে নিয়ে। কংগ্রেসের এক মুখপাত্র শামা মহম্মদ ভারতীয় ক্রিকেট দলের ক্যাপ্টেন রোহিত শর্মার চেহারা নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য করেন। রোহিত মোটা, ব্যক্তিত্বহীনও বলেন। এরপরই প্রবল সমালোচনার মুখে পড়তে হয় সামাকে। নিজের মন্তব্য সোশ্যাল মিডিয়া থেকে সরিয়ে নিতে বাধ্য হন। নিজের মন্তব্যকে নানা ভাবে ব্যখার চেষ্টা করেন। তাতে অবশ্য ড্যামেজ কন্ট্রোল হয়নি। নানা রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বর পাশাপাশি ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের সচিব দেবজি সইকিয়া এবং ভাইস প্রেসিডেন্ট রাজীব শুক্লাও কড়া নিন্দা করেছিলেন। দেশের প্রাক্তন ক্রিকেটারদের মধ্যে অনেকেই এ বিষয়ে মুখ খুলেছেন। এ বার মুখ খুললেন কিংবদন্তি সুনীল গাভাসকর। রোহিত শর্মাকে মোটা বলা প্রসঙ্গে কিংবদন্তি সুনীল গাভাসকর বলেন, ''চেহারা নয়, মানসিক শক্তিটাই আসল।'' এখানেই থামেননি তিনি। একটি সাক্ষাৎকারে সুনীল গাভাসকর পরিষ্কার বলছেন, ''আমি একটা কথাই বারবার বলে থাকি, যদি ছিপছিপে শরীরই চাই, তা হলে মডেলিং কম্পিটিশনে গিয়ে তাদের

নিয়ে দল গড়তে হবে। ক্রিকেটটা নিশ্চয়ই তা নয়। ক্রিকেটটা কে কেমন খেলছে, টিমে সুযোগ পাওয়াটা তার উপরই নির্ভর করে।'' সুনীল গাভাসকর আরও যোগ করেন, ''আমরা অতীতে সরফরাজ খানকে নিয়েও কথা বলেছি। ওজন বেশি থাকায় ভালো পারফরম্যান্সেও সুযোগ পাচ্ছিল না। সেই সরফরাজই যখন টেস্টে দেশের জার্সিতে ১৫০ করে, এরপর আরও দুটো ফিফটি প্লাস স্কোর গড়ে, তা হলে সমস্যা কোথায়? আমার মনে হয় না, শরীরের গঠন ম্যাটার করে। মানসিক কাঠিন্যই আসল। তিনি ব্যাট করতে পারছেন কি না, দীর্ঘ সময় ব্যাটিং করছেন, বড় রান করছেন, আর কী চাই।'' রোহিত শর্মার নেতৃত্বে নানা দ্বিপাক্ষিক সিরিজ জিতেছে ভারত। তিন ফরম্যাটেই ঝুরি ঝুরি রান করেছেন। ওয়ান ডে ক্রিকেটে তিনটি ডাবল সেঞ্চুরি! গত বছর তাঁর নেতৃত্বে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপও জিতেছে ভারত। এ বার চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে একই প্রত্যাশা।

আইপিএলেও বোর্ডের কড়া ফতোয়া

মুম্বই, ৪ মার্চঃ অস্ট্রেলিয়া সিরিজে ব্যর্থতার পর জাতীয় দলের ক্রিকেটারদের উদ্দেশে কড়া ফতোয়া জারি করেছিল ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই)। সেই ফতোয়া দেখা যাবে আইপিএলেও। সম্প্রতি আইপিএলের সব দলকে একটি ই-মেল বার্তায় বিষয়টি জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। সব দলের ম্যানেজারকে নিয়ে গত ১৮ তারিখ বৈঠক করে বোর্ড। সেখানেই নিয়মগুলি জানিয়ে দেওয়া হয়। তা আনুষ্ঠানিক ভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, দলের ক্রিকেটারেরা শুধু টিম বাসেই যাতায়াত করতে পারবেন। ব্যক্তিগত গাড়ি ব্যবহারের অনুমতি নেই। দরকারে দল দু'টি ভাগে ভাগ হয়ে যাতায়াত করতে পারে। ক্রিকেটার এবং সাপোর্ট স্টাফদের পরিবারের সদস্যেরা অনুশীলনের দিনেও সাজঘরে ঢুকতে পারবেন না। ম্যাচের দিন তো নয়ই। শুধু পরিচয়পত্র থাকা কর্মীরা সাজঘরে ঢুকতে পারবেন।

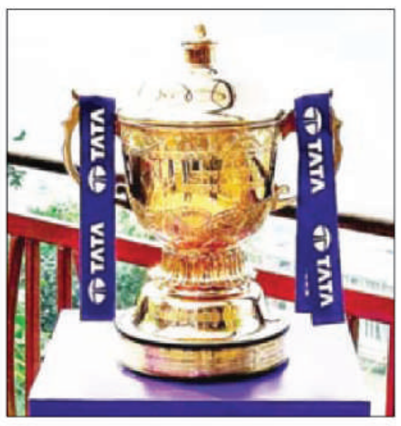

ক্রিকেটারদের পরিবারের সদস্য এবং বন্ধুরা আলাদা গাড়িতে যাতায়াত করতে পারবেন। দলের অনুশীলন দেখতে পারবেন হসপিটালিটি এলাকায় বসে। বাড়তি সাপোর্ট স্টাফদের (গ্রোউাউন বিশেষজ্ঞ, নেট বোলার) পরিবারের সদস্যদের জন্য আগে থেকে বোর্ডের অনুমতি নিতে হবে। এ ছাড়া, ম্যাচের দিন ক্রিকেটারদের ফিটনেস পরীক্ষা মাঝের পিচে করা যাবে না। সাধারণত ম্যাচ শুরুর ঠিক আগে আসল পিচে ফিজিয়োরা ফিটনেস পরীক্ষা করান। তা আর করা যাবে না। আরও জানানো হয়েছে, ক্রিকেটারদের বেগনি টুপি এবং কমলা টুপি অন্তত দু'টি ওভার পরতে হবে। ম্যাচের পর পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে কোনও ক্রিকেটার হাতকাটা জার্সি পরে আসতে পারবেন না। প্রথম বার সতর্ক করা হবে। দ্বিতীয় বার জরিমানা করা হবে। আগামী ২০ মার্চ মুম্বইয়ে সব দলের অধিনায়ককে নিয়ে বোর্ড একটি বৈঠক ডেকেছে। সাধারণত এই বৈঠক প্রথম ম্যাচের আয়োজক দলের শহরে হয়। এ বার সেটা হচ্ছে না।

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে ভরাডুবি, বিশ্বকাপের ভাবনা থেকে বাদ বাবর-রিজওয়ান!

ইসলামাবাদ, ৪ মার্চঃ চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে গ্রুপ পর্বেই বিদায় নিয়েছে পাকিস্তান। ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন পাকিস্তানই এ বারের টুর্নামেন্টের আয়োজক। ঘরের মাঠে গ্রুপের প্রথম ম্যাচে নিউজিল্যান্ডের কাছে হার। এরপর দুবাইয়ে ভারতের কাছে হার। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি থেকে বিদায়। যদিও আবহাওয়ার কারণে হারের হ্যাটট্রিক হয়নি। পাকিস্তান-বাংলাদেশ শেষ ম্যাচটি বৃষ্টিতে ভেস্তে গিয়েছিল। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে ভরাডুবির পরই বিশ্বকাপ পরিকল্পনা থেকে বাদ পড়লেন বাবর আজম ও মহম্মদ রিজওয়ান। আগামী বছর আইসিসি টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। তার আগে এশিয়া কাপও রয়েছে। বিশ্বকাপ টি-টোয়েন্টি ফরম্যাটে হওয়ায় এশিয়া কাপও এই ফরম্যাটেই হবে। তার আগে টি-টোয়েন্টি স্কোয়াড থেকে বাদ পড়লেন পাকিস্তান ক্যাপ্টেন মহম্মদ রিজওয়ান এবং টিমের তারকা ব্যাটার বাবর আজম। সামনেই নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে টি-টোয়েন্টি ও ওয়ান ডে সিরিজ রয়েছে পাকিস্তানের। টি-টোয়েন্টি স্কোয়াড থেকে এই দু-জনের বাদ পড়া থেকে মনে করা হচ্ছে, বিশ্বকাপের ভাবনায় নেই। টি-টোয়েন্টিতে ক্যাপ্টেন করা হয়েছে সলমন আলি আঘাকে। ভাইস ক্যাপ্টেন হিসেবে ফেরানো রয়েছে শাদাব খানকে। টি-টোয়েন্টি থেকে বাদ পড়লেও ওয়ান ডে-তে জায়গা ধরে রেখেছেন রিজওয়ান ও বাবর। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে দু-জনই ব্যাট হাতে হতাশ করেছেন। তারপরও ভরসা রাখা হয়েছে। ওয়ান ডে থেকে বাদ পড়েছেন সাউদ শাকিল ও কামরান গুলাম।

কিউয়িদের বিরুদ্ধে টি-টোয়েন্টি স্কোয়াড-সলমন আলি আঘা (ক্যাপ্টেন), শাদাব খান (সহ অধিনায়ক), আব্দুল সামাদ, আবরার আহমেদ, হ্যারিস রউফ, হাসান নওয়াজ, জাহানদাঁদ খান, খুশদিল শাহ, মহম্মদ আব্বাস আফ্রিদি, মহম্মদ আলি, মহম্মদ হ্যারিস, মহম্মদ ইরফান খান, ওমর বিন ইউসুফ, শাহিন আফ্রিদি, সুফিয়া মুকিম, উসমান খান।

কিউয়িদের বিরুদ্ধে ওয়ান ডে স্কোয়াড-মহম্মদ রিজওয়ান (ক্যাপ্টেন), সলমন আলি আঘা (ভাইস ক্যাপ্টেন), আব্দুল্লা শফিক, আবরার আহমেদ, আকিব জাভেদ, বাবর আজম, ফহিম আশরফ, ইমাম উল হক, খুশদিল শাহ, মহম্মদ আলি, মহম্মদ ওয়াসিম জুনিয়র, মহম্মদ ইরফান খান, নাসিম শাহ, সুফিয়া মুকিম, তৈয়ব তাহির।

'আইএসএল' খতম, এবার 'এএফসি'-তে ব্যাপক উচ্ছ্বাস সমর্থকদের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৪ মার্চঃ বুধবার ৫ মার্চ ইস্টবেঙ্গল আর্কাদাগের বিরুদ্ধে এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগে মুখোমুখি হচ্ছে। তার আগে যুবভারতী স্টেডিয়ামে টিকিটের চাহিদা তুঙ্গে। এর আগে ইস্টবেঙ্গল সমর্থকদের এক দল যা ইস্টবেঙ্গল আল্ট্রাস নামে পরিচিত, তারা তাদের সোশ্যাল মিডিয়ায় সকল সমর্থকদের মাঠে আসার আহবান জানিয়েছেন। ড্রেস কোড হিসেবে সবাইকে ইস্টবেঙ্গল জার্সি বা আল্ট্রাস টি-শার্ট পরিধান করতে বলা হয়েছে। পাশাপাশি আসন্ন ম্যাচের জন্য বিশেষভাবে তৈরি এশিয়া স্পেশাল স্কার্ফ বা অন্য স্কার্ফ নিয়ে আসার জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে। ইস্টবেঙ্গল আল্ট্রাসের সদস্যরা দলের সমর্থনে একত্রিত হতে প্রস্তুত, এবং গ্যালারীতে তাদের উপস্থিতি একটি বিশেষ মাত্রা যোগ করবে। আল্ট্রাসের তরফ থেকে প্রচুর একটিভিটি থাকবে যা গ্যালারীতে উপস্থিত সবার মধ্যে উজ্জীবিত আবহ সৃষ্টি করবে। স্ট্যান্ড এন্ড সিং, ৯০ মিনিটস-এটা হবে ইস্টবেঙ্গল সমর্থকদের মূল স্লোগান। পুরো স্টেডিয়াম ভরে যাবে একে অপরকে উৎসাহিত করার সুরে এবং আল্ট্রাসের জন্য থাকবে বিশাল পরিকল্পনা। সেজন্য বিশেষ টিফো থাকছে। গ্যালারীতে উপস্থিত সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে লাল হলুদ মশাল তুলে ধরতে হবে এশিয়ার সামনে। তারা তাদের এই লক্ষ্য পূরণের জন্য আল্ট্রাস ফান্ডে ডোনেশন করতে আহ্বান জানানো হয়েছে।

পা রাখলেই পিঠে পড়বে ৯৯ খানা বেতের বাড়ি, শাস্তির ভয়ে দলের সঙ্গে ইরানে গেলেন না রোনাল্ডো

মাদ্রিদ, ৪ মার্চঃ দেশে পা রাখলেই পিঠে পড়বে বেতের বাড়ি। তাও একটা, দুটো নয়। গুণে গুণে খান নিরানব্বই বার বেত্রাঘাত হজম করতে হবে। আর এই ভয়েই নাকি এএফসি চ্যাম্পিয়নশিপের ম্যাচ খেলতে ইরানে যাননি পর্তুগিজ ফুটবল তারকা, সৌদি ক্লাব আল নাসেরের সুপারস্টার ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। স্পেনের বিখ্যাত দৈনিক 'মার্কা' সূত্রে এমনটাই সামনে এসেছে। এএফসি চ্যাম্পিয়নশিপের শেষ ষোলোয় ইরানের ক্লাব ইসতেগলালের মুখোমুখি হয় আল নাসের। প্রথম লেগের খেলা ছিল ইরানে। গতকাল গোলশূন্যভাবে শেষ হয় দু'দলের লড়াই। সেই ম্যাচে সৌদি ক্লাবের স্কোয়াডে রোনাল্ডোকে রাখেননি কোচ স্টেফানো পিওলি। এই তথ্য সামনে আসতেই শুরু হয় গবেষণা। সরে গেলেন রোনাল্ডো? নাকি তাঁকে সরিয়ে দেওয়া হল? পর্তুগালের তারকা ফুটবলার কি চোট পেয়েছেন? আহত হয়েছেন কোনওভাবে? নানান জল্পনা যখন হাওয়ায় ভাসছে, তখন একদম নতুন একটি তত্ত্ব সামনে এনেছে 'মার্কা'। মাদ্রিদের বিখ্যাত সংবাদপত্র

একটি প্রতিবেদনে লিখেছে, বেত্রাঘাত বা 'দোররা'র ভয়েই নাকি নিজেকে দল থেকে সরিয়ে নিয়েছেন রোনাল্ডো। আর এর পেছনে রয়েছে দু'বছর আগের একটি ঘটনা। ২০২৩ সালে এই টুর্নামেন্টেই আল নাসেরের হয়ে খেলতে রোনাল্ডো ইরানে যান। সেই সময় শারীরিক প্রতিবন্ধী এক মহিলা চিত্রশিল্পীকে জড়িয়ে ধরে চুমু খান তিনি। মুহূর্তের মধ্যে সেই ভিডিও সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। আর তারপরই নড়েচড়ে বসে প্রশাসন। নারীকে এভাবে প্রকাশ্যে চুম্বন, তাও কিনা ভিনদেশের, ভিন্ন ধর্মের এক পুরুষের, ইরানে স্পষ্টতই 'ব্যভিচার' হিসেবে দেখা হয়। যার শাস্তি ৯৯টি বেতের বাড়ি-স্থানীয় ভাষায় 'দোররা'। সেবার সাজা ঘোষিত হলেও ম্যাচের পর সৌদি আরবেই ফিরে এসেছিলেন রোনাল্ডো। যে কারণে নির্দেশিকা এখনও পর্যন্ত কাগজে-কলমেই আটকে রয়েছে তার 'ফলিত প্রয়োগ' হয়নি। পরের বার যবে ইরানে আসবেন রোনাল্ডো, তার জন্য বেত্রাঘাতের আদেশ তুলে রেখেছিল ইরানের প্রশাসন। সেই সময় এবার সমাগত। আর তাই 'পিঠ বাঁচাতে' দলের সঙ্গে ইরানগামী বিমানে ওঠার সাহস দেখালেন না রোনাল্ডো।

আর্কাদাগের বিরুদ্ধে নামার আগে ম্যাচ পরিকল্পনা 'ফাঁস' ইস্টবেঙ্গল কোচের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৪ মার্চঃ ৫ মার্চ ইস্টবেঙ্গল-আর্কাদাগের বিরুদ্ধে এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগে মাঠে নামছে। এবিষয়ে মঙ্গলবার সাংবাদিক সম্মেলনে ইস্টবেঙ্গল কোচ অস্কার ব্রুজো দলের মনোবল বাড়িয়ে তোলার কথা বলেন। ইস্টবেঙ্গল বর্তমানে শক্তিশালী অবস্থানে রয়েছে। মরসুমের শেষের দিকে এসে খেলোয়াড়দের মধ্যে দারুণ সমন্বয় দেখা যাচ্ছে যা দলের পারফরম্যান্সকে আরও শক্তিশালী করেছে। সাম্প্রতিক ম্যাচগুলোতে ধারাবাহিকভাবে ভালো ফলাফল দেখিয়ে ইস্টবেঙ্গল আত্মবিশ্বাস অর্জন করেছে। কোচের মতে, ''এখন আমাদের কোনো বড় পরিবর্তন বা সমন্বয়ের প্রয়োজন নেই। বরং যে ভালো জিনিসগুলো ঘটছে, সেগুলোর ধারাবাহিকতা বজায় রাখা আমাদের লক্ষ্য। গত ৪৮ ঘণ্টা আগে আমরা একটি কঠিন ম্যাচ খেলেছি, যেখানে আমাদের খেলোয়াড়রা সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা দিয়ে মাঠে লড়াই করেছে। এমনকি শেষ মুহূর্তে দশজন খেলোয়াড় নিয়েও আমরা প্রতিপক্ষের সঙ্গে কঠিন লড়াই চালিয়ে গিয়েছি। এটি আমাদের দলের মনোবল ও প্রতিশ্রুতির প্রমাণ। তবে এই তীব্র সময়সূচির কারণে খেলোয়াড়দের পুনরুদ্ধারের সময় কম পাওয়া একটি চ্যালেঞ্জ হতে পারে।'' অন্যদিকে প্রতিপক্ষ দল আর্কাদাগ সম্পর্কে তিনি তাদের খেলোয়াড়দের শক্তি সম্পর্কে কথা বলেছে। তিনি বলেন, ''তারা প্রাক-মরশুমে গুরুত্বপূর্ণ প্রীতি ম্যাচ খেলে এসেছে যা তাদের শারীরিক এবং কৌশলগত প্রস্তুতির জন্য পর্যাপ্ত সময় দিয়েছে। তাদের বিশ্রামের সময়ও আমাদের তুলনায় বেশি, যা মাঠে তাদের শক্তি ও গতির ক্ষেত্রে একটি সুবিধা দিতে পারে। তবে, তাদের

সম্পর্কে আমাদের কাছে সাম্প্রতিক তথ্য খুব বেশি নেই। আমাদের কাছে তাদের শেষ রেফারেন্স হলো গত অক্টোবরে এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগে তাদের খেলা ম্যাচগুলো। এরপর তারা নতুন খেলোয়াড় নিয়োগ করেছে কিনা বা তাদের কৌশলে কী পরিবর্তন এসেছে, তা বিশ্লেষণ করা আমাদের জন্য কঠিন।'' কোচ মনে করেন দল গত কয়েক মাসে একটি ব্যস্ত সময়সূচির মধ্য দিয়ে গেছে। এই সময়ে তারা অনেক ম্যাচ খেলেছে যার ফলে ম্যাচের ফলাফল দুর্দান্ত হবে। তিনি বলেন, ''প্রতিপক্ষ আমাদের খেলোয়াড়, আমাদের পরিবর্তন, আমাদের সম্ভাবনা এবং খেলার প্রতিটি মুহূর্তে কী করছি-সবকিছুই ভালোভাবে জানার সুযোগ পেয়েছে। তারা আমাদের শক্তি ও দুর্বলতা সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা তৈরি করতে পারে। তবে কোচ মনে করেন, এটি কোনো বড় সুবিধা বা অসুবিধা নয় কারণ দুই দলই ভিন্ন ভিন্ন মুহূর্তে রয়েছে এবং ম্যাচের ফলাফল নির্ভর করবে মাঠে কারা ভালো করতে পারে তার উপর।'' বুধবারের ম্যাচটি দুই দলের জন্যই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ব্রুজো বলেন, ''আমাদের দলের জন্য এটি মরশুমের শেষের দিকে ধারাবাহিকতা বজায় রাখার একটি সুযোগ। প্রতিপক্ষের জন্য এটি তাদের মরশুমের শুরুতে শক্তিশালী বার্তা দেওয়ার মঞ্চ হতে পারে। কোচের মতে ম্যাচের শুরু থেকেই যে দল বেশি মনোবল এবং কৌশল দেখাতে পারবে, তারাই ম্যাচে আধিপত্য বিস্তার করবে এবং জয়ের সম্ভাবনা বাড়িয়ে তুলবে। মরশুমের কোন পর্যায়ে কে আছে, কার কী সুবিধা বা অসুবিধা-এই সব আলোচনা মাঠের খেলার তুলনায় গৌণ। গুরুত্বপূর্ণ হলো, মাঠে কে নিজেদের সেরা খেলাটা প্রদর্শন করতে পারে।'' এই ম্যাচে সমর্থকদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হবে। কোচ ও দলের সদস্যরা আশা করছেন গ্যালারি থেকে সমর্থকদের উৎসাহ খেলোয়াড়দের মনোবল আরও বাড়িয়ে তুলবে। মরশুমের এই গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে আমাদের দলের পাশে থাকা সমর্থকদের জন্য এটি একটি বড় পরীক্ষা। আগামীকালের ম্যাচটি শুধুমাত্র দুটি দলের মধ্যে প্রতিযোগিতা নয় বরং দুটি ভিন্ন পরিস্থিতির মধ্যে একটি লড়াই। কোচের কথায়, ''আমাদের দলের অভিজ্ঞতা ও ধারাবাহিকতার সঙ্গে প্রতিপক্ষের তাজা শক্তি ও উদ্যম মুখোমুখি হবে। ম্যাচের শুরু থেকে যারা নিজেদের সেরাটা দিতে পারবে, তারাই জিতবে। সমর্থকদের প্রত্যাশা এই ম্যাচে আমাদের দল তাদের ফর্ম ধরে রেখে জয়ের ধারা অব্যাহত রাখবে।''

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ফাইনালে ভারত

৪ উইকেটে বধ ক্যাঙারু ব্রিগেড

দুবাই, ৪ মার্চঃ আরও একটা রুদ্ধশ্বাস ম্যাচ। অস্ট্রেলিয়ার বাধা টপকে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ফাইনালে ভারত। বোলারদের দুর্দান্ত পারফরম্যান্স। স্পিনারদের দাপট। টপ অর্ডার এ দিনও ব্যর্থ। তবে মিডল অর্ডার ফের ভরসা দিল। চেজমাস্টার বিরাট কোহলির সঙ্গে দুর্দান্ত একটা পার্টনারশিপ শ্রেয়স আইয়ারের। শ্রেয়স এবং জয়ের খুব কাছে পৌঁছে বিরাট ফিরলেও দলকে চাপে পড়তে দেননি লোকেশ রাহুল ও হার্দিক পান্ডিয়া। ২০১৩ সালে চ্যাম্পিয়ন, ২০১৭ সালে রানার্স, আরও একবার ফাইনাল। দুবাইয়ের পিচ একেক ম্যাচে একেক রকম আচরণ করেছে। রোহিত শর্মাও সে কথা জানিয়েছিলেন। প্রথম তিন ম্যাচে মন্থর ছিল। তুলনামূলক এ দিনের পিচ ভালো। তবে এই পিচে অস্ট্রেলিয়া ২৭০ পেরোলে চাপ বাড়ত। পিচ ভালো হলেও স্পিনাররা সুবিধা পাচ্ছিলেন। তেমনই মিডিয়াম পেসারদের বলে শট খেলাও চাপ। বিরাট কোহলি-শ্রেয়স আইয়ার মিডল ওভারে প্রচুর সিঙ্গল, স্ট্রাইক রোটেট করে ভিত গড়ে দেন। শেষ দিকে অবশ্য চাপ বাড়ে। ২৪ বলে ২৭ রানের টার্গেট দাঁড়ায়। একটা সময় অবধি মনে হচ্ছিল, ভারতের জয় শুধুই সময়ের অপেক্ষা। কিন্তু বিরাট কোহলি ফিরতেই ভারতীয় ক্রিকেট প্রেমীদের মধ্যে সাময়িক অস্বস্তি তৈরি হয়েছিল। অ্যাডাম জাম্পার বোলিংয়ে হার্দিক পান্ডিয়া পর পর দুটো ছয় মারতেই গ্যালারিতে সেলিব্রেশন শুরু হয়ে যায়। শেষ তিন ওভারে ভারতের টার্গেট দাঁড়ায় মাত্র ১২ রান। তখন অনেকটাই চিন্তা মুক্ত। শর্ট পিচ ডেলিভারিতে ভারতকে চাপে ফেলার চেষ্টা করে অজি পেসার নাথান এলিস। ফাঁদে পা দেননি রাহুল-হার্দিক। স্ট্রেট ব্যাটে খেলারই চেষ্টা করছিলেন। হার্দিক আরও একটা বাউন্ডারি মারতেই ক্রমশ জয়ের দিকে ভারত। কিন্তু হার্দিক পান্ডিয়াও শেষ মুহূর্তে আউট। লোকেশ রাহুল ছয় মেরে ম্যাচ ফিনিশ করেন। শেষ অবধি ১১ বল বাকি থাকতেই ৪ উইকেটে জয় এবং ফাইনাল নিশ্চিত। টানা তৃতীয় বার চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ফাইনালে ভারত। এদিন প্রথমে ব্যাট করতে নেমে অস্ট্রেলিয়া ২৬৪ রান তোলে। এদিন শুরুটা ভালো হয়নি অজিদের। ম্যাচের তৃতীয় ওভারে তরুণ ওপেনার কুপারকে ফেরান শামি। কিন্তু প্রথম উইকেটের পরই সংহারক মূর্তি ধারণ করেন ট্র্যাভিস হেড। তবে হেড খুব বেশি ক্ষতি করার আগেই তাঁকে ফিরিয়ে দেন বরুণ চক্রবর্তী। হেড ব্যক্তিগত ৩৯ রানে আউট হলেও ভারতের মাথাব্যাথার কারণ হয়ে দাঁায় স্মিথ এবং লাবুশেনের জুটি। অস্ট্রেলিয়ার স্কোর যখন ১১০ রান, তখন লাবুশেনকে ফেরান রবীন্দ্র জাদেজা। ইংলিশকেও (১১) দ্রুত তুলে নেন জাড্ডু। এদিকে হাফ সেঞ্চুরি করে ফেলেছেন স্মিথ। এরপর কেরিকে সঙ্গে নিয়ে রানের গতি বাড়ানো শুরু করেন তিনি। ৭৩ রানে স্মিথ যখন আউট হলেন, তখন অজিদের স্কোর ৫ উইকেটে ১৯৮ রান। এরপর ম্যাক্সওয়েলকেও দ্রুত ফিরিয়ে দেন অক্ষর প্যাটেল। ম্যাক্সওয়েল, স্মিথরা আউট হওয়ায় রানের গতি কিছুটা কমে। তবে অ্যালেক্স কেরি এক প্রান্ত থেকে লড়াই চালিয়ে যান। শেষ পর্যন্ত ৫৭ বলে ৬১ রান করে রান আউট হন তিনি। কেরির ওই ইনিংসই আড়াইশোর দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয় অজিদের। কেরি আউট হওয়ার পর অবশ্য খুব বেশি রান তুলতে পারেনি অস্ট্রেলিয়া। শেষ পর্যন্ত তাঁদের ইনিংস শেষ হয় ৪৯ ওভার ৩ বলে ২৬৪ রানে।

হত্যা মামলায় অভিযুক্ত কুস্তিগীর সুশীল কুমারের জামিন মঞ্জুর করল দিল্লি হাইকোর্ট

নয়াদিল্লি, ৪ মার্চঃ দিল্লি হাইকোর্ট মঙ্গলবার অলিম্পিক পদকজয়ী কুস্তিগীর সুশীল কুমারের নিয়মিত জামিন মঞ্জুর করেছে। আসলে সাগর ধনখড় হত্যা মামলায় অভিযুক্ত হয়ে তিন বছরেরও বেশি সময় ধরে বিচারাধীন অবস্থায় কারাবন্দি ছিলেন। বিচারপতি সঞ্জীব নারুলা ৫০,০০০ টাকার মুচলেকার বিনিময়ে এবং একই পরিমাণ দুইজন জামিনদারের শর্তে জামিন মঞ্জুর করেছেন। সুশীল কুমার এবং অন্যান্য অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে জুনিয়র কুস্তিগীর সাগর ধনখড়ের হত্যার অভিযোগ রয়েছে। ২০২১ সালের ৪ মে দিল্লির ছত্রশাল স্টেডিয়ামে ধনখড়কে মারধর করা হয়েছিল বলে অভিযোগ করা হয়েছিল। এর পরেই মারা যান সাগর ধনখড়। সুশীল কুমারের আইনজীবী আর এস মালিক ও সুমিত শোকিন আদালতে যুক্তি দেন যে, তাদের মক্কেল তিন বছরেরও বেশি সময় ধরে কারাবন্দি রয়েছেন। পাশাপাশি, তারা উল্লেখ করেন যে গত তিন বছরে ১৮৬ জন সাক্ষীর মধ্যে মাত্র ৩০ জনের সাক্ষ্যগ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে। আদালতের বিস্তারিত আদেশ এখনও প্রকাশ করা হয়নি। এর আগে, ২০২৩ সালের জুলাই মাসে সুশীল কুমারকে হাঁটুর অস্ত্রোপচারের জন্য সাত দিনের অন্তর্বর্তীকালীন জামিন দেওয়া হয়েছিল। সুশীল কুমার ভারতের অন্যতম সফল ক্রীড়াবিদ। তিনি ২০০৮ সালের

বেইজিং অলিম্পিকে ব্রোঞ্জ পদক এবং ২০১২ সালের লন্ডন অলিম্পিকে রুপোর পদক জয় করেছিলেন। এই মামলায় একাধিক ভুক্তভোগীর অভিযোগ রয়েছে, যারা সে দিন স্টেডিয়ামে হামলার শিকার হয়েছিলেন। তবে তদন্তের মূল কেন্দ্রবিন্দু সাগর ধনখড়ের মৃত্যু। দিল্লি পুলিশ ১৭০ পৃষ্ঠার চার্জশিটে সুশীল কুমারকে প্রধান অভিযুক্ত হিসেবে উল্লেখ করেছেন, যেখানে সাগর ধনখড়ের ফ্ল্যাট খালি করতে অনীহা এবং কুমারের তার প্রতি ভয় পাওয়ার গুজবকে কেন্দ্র করে উত্তেজনার কথা বলা হয়েছে। সুশীল কুমার গ্রেফতার হওয়ার আগে দুই সপ্তাহেরও বেশি সময় পলাতক ছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত দিল্লির পশ্চিমাঞ্চলের মুন্ডকা এলাকা থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়। ২০২১ সালের ২ জুন থেকে তিনি বিচারিক হেফাজতে রয়েছেন।

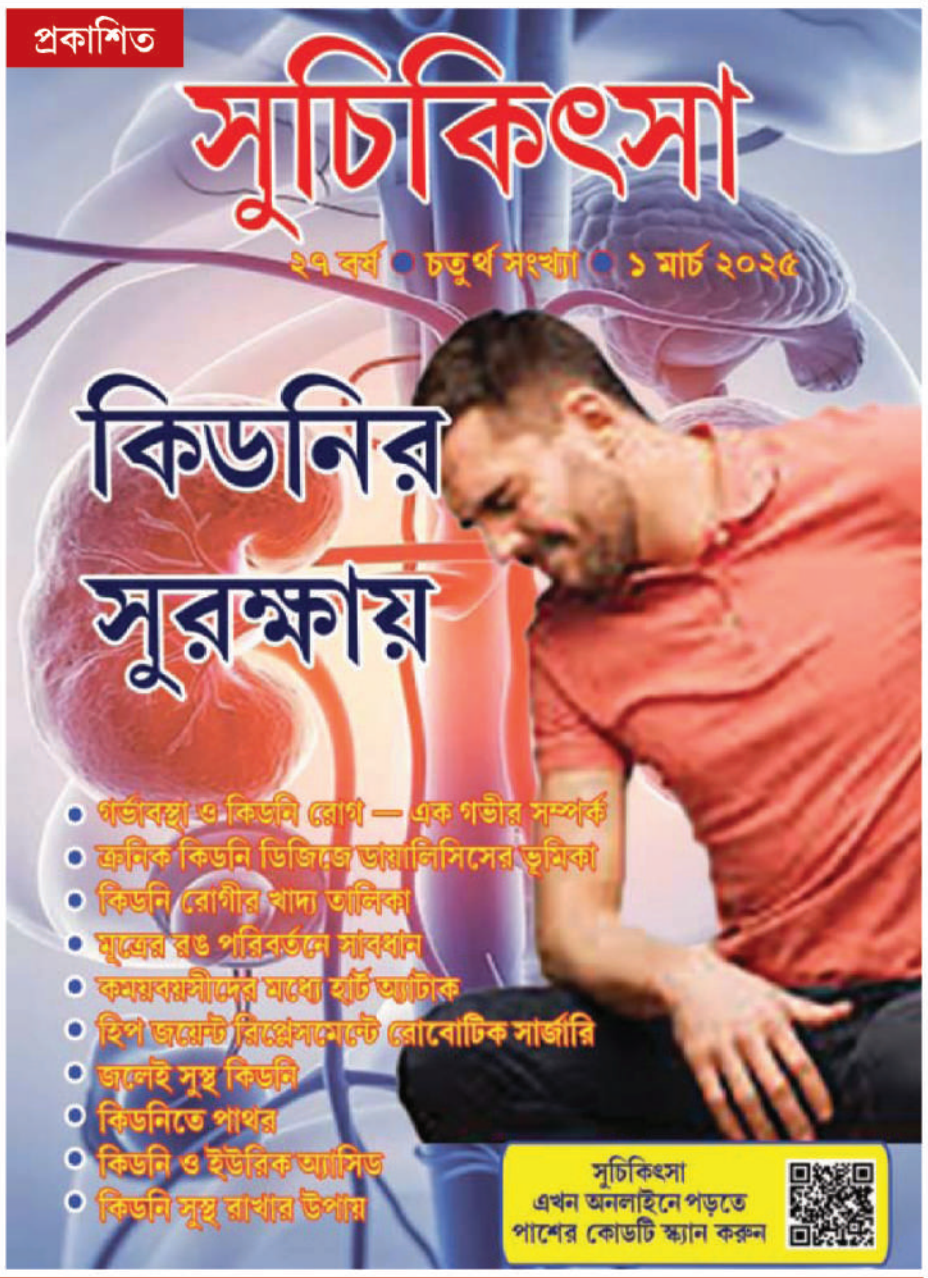

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com